



# SUPRABHA

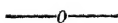
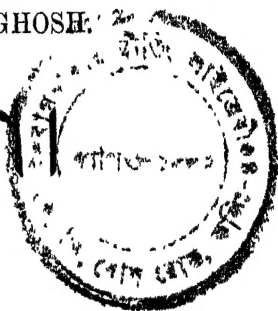


ক১১৩

BY

RA'M DAYA'L GHOSH.

সুপ্রভা



শ্রীরামদয়াল ঘোষ প্রণীত ।



১৬  
আরও  
বিশেষ

কলিকাতা

ভবানীপুর—বকুলবাগান

অরুণ যন্ত্রে

শ্রীজয়গোপাল ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত ।

সন ১২৯৩ সাল ।

୧୨୩-୫୫୩

କ-୧୧୧

Acc 202୧

20୧୧/20୧୫

## উৎসর্গ ।

প্রেমাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক

প্রেমাস্পদেবু ।

কালীময়,

৩৮ চৈতন্যকে রাণাঘাটে গিয়া তোমাদিগের তিন জনাব সঙ্গ লাভ করি। ইহা এদীন জীবনের একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। এই সময় হইতে এদীনের সংসার শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ হয়। তোমাদিগের কৃপা গুণে কত বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু ইহা বাহ্য—ইহ সংসার দৃষ্টান্ত। তোমাদিগের অন্তঃকাম্পের আর একটি অমূল্য বিষয়ের সন্ধান পাই। তাহার সহিত কোন পার্থক্য বিষয়েরই তুলনা হইতে পারে না। তাহা এই—“শ্রীশ্রী ‘গৌরান্ধ্র অবতার রহস্য’”। সুতরাং এ কাঙ্গালকের পক্ষে রাণাঘাট যেমন কর্তব্যক্ষেত্র তেমনই উহা মহাতীর্থ—শ্রীশ্রী বৃন্দাবন-সোপান। এই নিমিত্ত সর্কাস্তঃকরণের সহিত রাণাঘাটকে ভাল বাসি—তবে দরিদ্রের ভাল বাসা কার্যে প্রকাশ করা সুকঠিন। দরিদ্র জীবনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর অতি বিরল। তোমাদিগের আশীর্বাদে এক অবসর উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে গুটি কতক মণি লইয়া এক ছড়া সামান্য অচিকণ-মালা গাঁথিয়াছি। রাণাঘাটে অবস্থিতি কালীন তোমাদিগের আদেশ মত এই মালা গাঁথিতে আরম্ভ করি। প্রায় সাত বৎসর হইল গাঁথাও শেষ হইয়াছে। কিন্তু এতদিন পাঠাইবার সঙ্গতি হয় নাই। অদ্য এই ক্ষুদ্র উপহার পাঠাইলাম। তুমি ব্রাহ্মণ—ভুবন পূজ্য। শাস্ত্র অনুসারে মালা ছড়াটি তোমার শ্রীচরণ কমলে অর্পণ কবাই বিদেয় সুতরাং তাহাই করিলাম। কিন্তু তোমার গলদেশে—না-  
থাক—

৬এ শ্রাবণ

১১ চৈতন্য

অকিঞ্চন

দয়াল ঘোষ ।







## সূচীপত্র ।

প্রথম কাণ্ড ১ পৃষ্ঠা হইতে ৯৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

				পৃষ্ঠা
১ম সর্গ	...	...	...	১
২য় ঐ	...	...	...	১১
৩য় ঐ	...	...	...	৩৩
৪র্থ ঐ	...	...	...	৫৮
৫ম ঐ	...	...	...	৭৯

দ্বিতীয় কাণ্ড ৯৮ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

১ম সর্গ	...	...	৯৮
২য় ঐ			১১৩
৩য় ঐ	...	...	১২৭
৪র্থ ঐ	...	...	১৩৯

তৃতীয় কাণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ২০৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

১ম সর্গ	...	...	১৪৬
২য় ঐ	...	...	১৬০
৩য় ঐ	...	...	১৭৫
৪র্থ ঐ	...	...	১৮৭
৫ম ঐ	...	...	২০২

চতুর্থ কাণ্ড ২০৯ পৃষ্ঠা হইতে ২৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত

১ম সর্গ	...	...	২০৯
২য় ঐ	...	...	২১৮
৩য় ঐ	...	...	২২৬
৪র্থ ঐ	...	...	২৩৫



## ভূমিকা ।

আমাদিগেব পূৰ্ব্ব পুৰুষ ভক্তি অনেক পৰিমাণে শিখিল  
 চৰ্চাগিয়াছে । সেই ভক্তি শৈথিল্যই আমাদিগেব বৰ্ত্তমান  
 দ্রববস্থাৰ একটী প্রধান কাৰণ । যতদিন সেই ভক্তি আমা  
 দেৰ হৃদয় মন্দিৰে পূৰ্ব্ববৎ পূৰ্ণভাবে বিৰাজ না কৰিবে,  
 যতদিন আমবা সেই ভক্তি উপাসক হইয়া একতান্দ্রে  
 আপন আপন হৃদয়-কুসুম মাল্য গাথিবা দেবীৰ শ্ৰীচরণযুগে  
 অৰ্পণ না কৰিব, যতদিন আমবা সেই ভক্তিদেবী প্ৰসাদে  
 পিতৃগণেৰ আচাৰ ব্যবহাৰ নীতিৰ পক্ষপাতী না হইব, স্কলতঃ  
 যতদিন সেই ভক্তি আমাদিগেব হৃদয়াধিপত্যী দেবী না  
 হইবেন, তত দিন আমাদেব উন্নতিৰ আশা নাই ।

বাহাতে আমবা সেই ভক্তি কৃপা কটাক্ষ বলে পিতৃগণ  
 সমীপে সদগুণবাশি লাভ কৰিয়া পুনৰ্ৰূপ মাছুষেৰ মত  
 হইতে পাবি, এই গ্ৰন্থে তাহা দেখাইবাৰ চেষ্টা কৰা হইয়াছে ।  
 কিন্তু কতদূৰ কৃতকাৰ্য্য হইয়াছি জানি না । যে সদগুণ  
 প্ৰভাবে একজাতি অন্য জাতিৰ উপৰ আধিপত্য কৰিতে  
 পাবে, তাহাব জন্য আমাদিগেৰ কোন বিদ্বেদশে গমন কৰিয়া  
 পৰোপাসনা কৰিবাৰ প্ৰয়োজন নাই, কেমন না পবে কে  
 বোখাৰ নিঃস্বার্থ ভাবে একগটি চিত্ত উপকার কৰিবা  
 থাকে ? সন্তানের হৃৎ মৌচুম্যে পিতা যেক্ষণ সন্মতাবে

যত্ন করেন, অন্যে কি সেরূপ করিয়া থাকে ? আমরা পূজা-  
পাদ আৰ্য্য বংশধর ; যে সকল মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া  
আৰ্য্যজাতিকে ভুবন পূজ্য করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা  
তঁাহাদেরই বংশধর, অতএব তঁাহারা ভিন্ন আর কে আমা-  
দিগের প্রতি হৃদয় সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন—  
কে আপন ভাবিয়া আমাদের একপ. শোচনীয় দশা  
নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের নিজ অঙ্কাসনে বসাইয়া  
উন্নতির উপায় সকল শিখাইয়া দিবেন ? বিশেষতঃ উন্নতি  
উপায় সকল তঁাহারা যেমন জানেন, এই নিখিল সংসারে  
আর কেহই সেরূপ জানেন না। অতএব আইস আমরা  
সকলে পূর্ব পিতৃগণের চরণে অনন্যঅন্তরে আশ্রয়  
গ্রহণ করি ; নিশ্চয়ই মনোরথ পূর্ণ হইবে।

ভাটপাড়া

২রা শ্রাবণ

৪০১ চৈতন্যক

{

শ্রীরামদয়াল ঘোষ।

## প্রার্থনা ।

বঙ্গীয় সাহিত্য দেবি ! নমি ও চরণে :  
দীন হীন চাষা আমি, ত্যজি হল গোরু,  
( দুর্ভাগা কুচক্রে তাহা, বঝেছি এখন )  
লয়েছি শরণ, অই চরণ কমলে ;  
সাজাতে ববাদ তব, সাধ হয় অতি,  
বামন বাসনা, যথা, ধবিতে চন্দ্রমা,  
কৃত্রিম কুসুম দিয়া ; কোথা পাব দেবি !  
স্বাভাবিক ফুলরাজি—সৌন্দর্য্য আধার,  
প্রান্তর, কানন, গিরি, ত্যজেছি যখন ।  
ফলাতে প্রাচীন বীজে, সরস ফসল,  
প্রদানি নূতন সার, এ দীন বাসনা ;  
কিন্তু কোথা পাই বল, সে নূতন সার—  
প্রকৃতিসাহায্যকারী, এ বঙ্গে হুল্লভ ।  
ইচ্ছা হয়, সে ফসলে, সাজাইয়া ডালা,  
ভেটি ও চরণ পদ্মে মিটাই বাসনা ;  
তোমার সেবক কত—ভারত গৌরব,  
সেবিছে ও পাদ পদ্ম, দিবা উপচারে,  
তোমা উপযুক্ত মহে, অম উপহার,  
কেমনে সম্মুখে ত, ধবি তা বল না ।  
তবে যদি দীন প্র ত, চাহি ক্রপানেত্রে

এ সামান্য দান মম, কবহ গ্রহণ,  
তা লে ক্লতার্থ হই, বঙ্গ বিনোদিনি ।  
অপিল ও পদ যুগে, উপহাস মম,  
নিজন্তুণে কৃপাময়ি ! কবি তা স্বীকাব.  
এ দীন কৃষক বাণী, করহ পূৰণ ।

নমি ও চবণ পদে, বঙ্গ কবিকুল।—

এ বঙ্গ অঁধাব ঘবে, উজ্জল বতন,  
হে মধু । দেবত্ব তুমি, লভেছ এখন,  
অনুসাবি, তব দিব্য গ্রন্থন প্রণালী,  
কেমনে গাঁথিব মালা, এ কুডলন ফুলে,  
কৃপাকবি কবি সিংহ । শিখাও এ দাঁদে .  
প্রণমি চবণে তব. হেমচন্দ্র কবি ।  
গাঁথিতে চিকণ মালা, স্তম্ভিপুণ তুমি,  
তোমাব প্রণালী পথে, শিখাও পশিত ,  
তুমি হে ব্রিটিস কবি সাদে—মহামতি ।  
গাঁথিব এদেশী মালা, তোমাব গ্রন্থনে.  
তোমরা সকলে মিলি, শিখাও আমাদে.  
কর আশীৰ্বাদ, যেন এই পূর্ণ কাম ।

## উদ্বোধন ।

মঙ্গল প্রসূতি স্মৃতি ! এঘোব ছুদিনে  
 কোথা 'আছ স্বববালে' তাজি বঙ্গবাসী ।  
 হৃদয় আসন পাতি ডাকি গো তোমাব,  
 টবি, উপবেশ নাহে, প্রসন্ন অন্তর ।  
 সাদিতে মানব শিব, জনম তোমাব,  
 তবে কেন শিবদাত্রি । বঙ্গ প্রতি বাম ।  
 সত্য বটে, বঙ্গবাসী, হুঁচক্য-কুচক্রে,  
 তুলিবাছে, যথাযোগ্য আবাবনা তব,  
 বিস্ত যবে রূপাময়ি ! নব শিব ত্রতে,  
 দীক্ষিত করেচ, তব বিশাল অন্তর,  
 তখন ককণাময়ি । বিপত্তি হারিনি ।  
 গ্রহ দোষে দোষী জনে কেন নিকর ।  
 এ ভব সংসার মাঝে, তোমা অবহেলি,  
 যেতছিল বঙ্গসুত—বিলাসসেবক,  
 আশ্রয় অভিলাষী জ্ঞানবিবর্তিত,  
 স্ব-অপবিত্র বধে, কবি আবোহণ ,  
 সহসা উদিল মেঘ—বিতস্তি প্রমাণ,  
 ভাবত মারুত কোণে, অসিত বরণে ,  
 নবন পলকে, সেই ঘন—ক্ষীণ তনু,  
 ভীষণ আকার ধবি, শূন্য পথ দিয়া,



অগ্নিকোণ অভিযুখে, লাগিলা ছুটিতে ,  
 ভাবত চকিত নেত্রে, সেই মেঘ পানে,  
 অবাক স্থম্ভিব হসে, বহিল চাহিয়া ;  
 ভীষণ গর্জ্জন কবি, জলদ—ভবাল,  
 ছুটিয়া পড়িল আসি, ভাবত গগনে ,  
 সদর্পে পবন দেব—জলদ বাহন,  
 পশিল ভারত গৃহে, ঘোর আশ্ফালনে ।  
 অগ্নিবান নিশ্চেষ্টপণ, ঘোর সিংহনাদ,  
 শায়ক পতন ঘন, বায়ু কোলাহল,  
 করিল স্তব্ধ বাসে, লগু ভগু সব ;  
 মহাবলে, ঘোব রবে, এসুখ মন্দিব,  
 ভূতলে পাড়িল ভাঙ্গি, দেখিতে দেখিতে,  
 ভাসায়ে লইল কোথা, ভারত ভাণ্ডার ।  
 ভীষণ প্রবাহ মুখে, স্বাধীনতা মণি—  
 ভুবন বাঞ্ছিত নিধি—জীবন ভূষণ,  
 কোথা গেল হারি! হায়! সে ঘোর দুর্যোগে ।।  
 ভাঙ্গিল এসুখ বাস, চির দিন তরে ;  
 সে দুর্যোগ, অবসানে, হেবিলেক বঙ্গ,  
 গভীর দাসত্ব পক্ষে, হয়েছে মগন!!  
 এরূপ পূর্বের, কত দুর্যোগ—ভয়াল,  
 হয়েছিল সমাগত, এ ভারত ধামে,  
 কিন্তু সে কুদিনে দেবি! ভারত জনয়,  
 ও পদ কমল দেবি, ভকতি সংযোগে,

হুল্লভ প্রসাদ তব, লভি মহানন্দে,  
 একতা অসীম শক্তি—অতুল মাহাত্ম্য,  
 অন্তর সম্মুখে বাখি, পরম আয়াসে,  
 বেখেঁড়িল নিরাপদে, প্রিযতম ধাম ;  
 কিন্তু এ সঙ্কটে বঙ্গ, তোমা অনাদৰি,  
 হাবাইল স্বাধীনতা—সাবত্ত্ব লক্ষণ ।

পশিগো জননি ! পুন বঙ্গ নিকেতনে,  
 কবহ চৈতন্য দান, স্পৃষ্ট বঙ্গ স্নাত : -  
 গেই আৰ্য্য পরিবাব—ধবণী সেবিত,  
 বাহাব মাহাত্ম্য রাশি, দ্বিভুবনবাসী,  
 সতত কীর্তন কবে, সহস্র বদনে,  
 বাহাব সমীপে ঋণী, নিখিল অবনী,  
 বাহাব প্রসাদে শিখি, শাবীর বিধান,  
 গণিত—অনন্ত শাখ, ধবম মহিমা,  
 মানুষের মত, তবে কত শত জাতি,  
 নিবনে এখন, অতি প্রকল্প অন্তরে,  
 দিব্য ব্যৱহার তত্ত্ব, সমাজ বহুসা,  
 যাব কাছে, শিখি লোক, নিবাসিছে স্নেহে,  
 বাহাব শাবীর বীর্য্য, মানস শক্তি,  
 নিরখে জগতবাসী, ভয় ভক্তি সহ,  
 যার কাব্যোদ্যান শোভা, নর কিবা ছাব,  
 নিবখি বিশ্বয় রসে, হয়ে অভিশিষ্ট,  
 অরাক হইয়া রহে, অমর সকলে ;

চক্ষুঃ সৌভব যাব, ব্যাপি দিগন্তব,  
 ধাধিয়াছে ত্রিভুবন, কবি আর্মোদিত,  
 গাব কীর্তি অংশুমালী—চিব মেঘোন্মুক্ত,  
 এ বিশ্ব গগনে, নাহি হয় অন্তমিত,  
 কহ দেবি। কৃপা কবি, বঙ্গবাসী জনে,  
 সেই মহা আর্ঘ্য কুলে, জনম তাহাব,  
 সে আব্য শোণিত, বহে ধমনীতে তার।

ভাবতী প্রসাদ বলে, যখন তবাণ,  
 গুরু পাঠশালে, শিখি জমিদারী তত্ত্ব,  
 সংসার আশ্রম বশ্য, করে পবিত্রহ,  
 যখন ফিনিস বুঝি, বাণিজ্য বহস্য,  
 নানা দেশজাতপণ্য, আনি নিভবাসে,  
 স্বদেশ গৌরব বৃদ্ধি, কবে প্রাণ পণে,  
 যখন মিশর সতী, লয়ে তার পত্র,  
 কাক, বকু হিজি বিজি, আছিল লিখিত,  
 যখন প্রাচীন গীস, দিয়া হাতে খড়ি,  
 যতদূর আল্ফা আদি, লিখে ভূমিতলে,  
 যখন বোমেব নাহি, হয় বিদ্যাবস্ত্র;  
 তখন যে আর্থ্য শাখা—সংসারভূষণ,  
 ভারত আশ্রমে, এসি প্রকুল অন্তর,  
 দেহতত্ত্ব, মনোতত্ত্ব, মানস বহস্য,  
 লোকতত্ত্ব, রণতত্ত্ব, ভূগর্ভ মবন,  
 শাদি কনি নানাবিধ বক্তা—স্বতুল,

যাহার বিমল জ্যোতি, চির সমুজ্জ্বল,  
অবনীৰ নানা অংশে, অকপট চিত্তে,  
সমভাবে, সবাংকারে, ছিলা বিলাইতে,  
কহ দেবি ! কৃপাকরি, বঙ্গবাসী জনে,  
সেই মহা আৰ্য্য কুলে, জনম তাহার,  
সে আৰ্য্য শোণিত বহে, ধমনীতে তাব ।

যেই কুলে রত্নাকর, কৃষ্ণ দৈপাযন,  
বিশ্বামিত্র, পবানব, বশিষ্ঠ, জৈমিনী,  
লীলাবতী, আৰ্য্যভট্ট, শ্রীগোস্বামী ছব,  
চাণক্য, ভাস্করাচার্য্য, কবি কর্ণপন্ন,  
নববহু, জয়দেব, ভগুবাম দাস,  
চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, দাস বৃন্দাবন,  
গোবিন্দ, মুকুন্দরাম, বাণী, কুন্তিবাস,  
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীলোচন দাস,  
নহুষ, হবিশ, নল, ভগীরথ, বর্গ,  
ভীষ্ম, দ্রোণ, অভিমহুয়া, পাণ্ডব, সগর,  
দিলীপ, ভবত, পুষ্ক, বিক্রম, আদিত্য,  
দমরস্তী, শকুন্তলা, সাবিত্রী, গান্ধারী,  
শ্রী, দ্রৌপদী, পদ্মাবতী, কুন্তী, মাদ্রী, শৈব্যা,  
এই সব আদিকরি রতন—অতুল,  
হুল্লভ, অক্ষয় জ্যোতি, লভিয়া জনম,  
বিমল কিরণ জালে, নিখিল ভুবন,  
রেখেছে, রাখিবে, চির করি সমুজ্জ্বল,

কহ দেবি ! কৃপাকবি বঙ্গবাসী জনে,  
সে অতুল মহাকূলে, জনম তাহাব,  
সে কুল শোণিত বাহে, ধমনীতে তাব ।

যবে সে গিরদী নেতা, সিনা গিবি পরে,  
সে বিষম নিশিষোণে, ঘন আডম্বরে,  
চপলা চমকে, ঘোর অশনি পতনে,  
সাগ্রহে লিখিতে ছিল, পাষণ ফলকে,  
ঈশ্ববেব দশ আজ্ঞা, সমাজ বিধান,  
বধন মিশব সতী, ঐশ্বর্য আশায়  
পূজিত পতঙ্গ আদি, পবিত্র অন্তরে,  
বধন মোলক শিষ্য, মহা সমাবোহে,  
নিষ্ক্রেপি, উপাস্য দেব অগ্নিময় কবে,  
আপন অগ্রজ শিশু, এ জনম মত,  
কবিত মানসা পূর্ণ—আসবিক ব্রত,  
বধন বেবেল, পূজি স্বর্ণ গোশাবক,  
কৃতার্থ হলাম ভাবি, পুলোকিত মন ;  
বধন প্রাচীন গ্রীস, বর্ষিষসী বোম,  
সতৃষ্ণ নয়নে, চাহি অলিম্পস পানে,  
গল্লগ্নি কৃত বাসে, বঙ্গল মানসে,  
কছু জোভ জুপিটাব, বলি ফুকাবিত,  
কছু বা লক্কট কালে, ডেল্‌ফি দেব মঠে,  
অনশনে, ভূপতিত, প্রত্যাদেশ আশে,  
বধিবাবে ন্যাজাবথ স্ত্রধাব জুতে,

যে তরু হইতে ক্রুস, হয় বিনির্মিত,  
 যখন না হয়েছিল, অঙ্কুর তাহার ;  
 যখন সে শ্রমজীবী মকা চুড়ামণি,  
 ভবিষ্য আকর মাঝে, ছিলা লুকাইত,  
 তখন যে আৰ্য্যকুল, ভারত মন্দিরে,  
 ভুবন ছলভ বেদ, করি প্রতিষ্ঠিত,  
 ভবেশে হৃদয়ে ধরি, অতি পূতমনে,  
 বিমল আনন্দ নীরে, ভাসে দিবানিশি,  
 কহ দেবি ! কৃপাকরি, বঙ্গবাসী জনে,  
 সেই মহাআৰ্য্য কুলে, জনম তাহার,  
 সে কুল শোণিত বহে, ধমনীতে তার ।

কিঙ্ক হায় ! কোথা সতি ! সে সুখ সময় !  
 ভারত মাহাত্ম্য, সেই ভারত সম্পদ,  
 স্বপন সমান সব, বোধ হয় এবে ।  
 এখন যদ্যপি কোন, পুরুষ—মহান—  
 দেহ মন প্রকৃতিজ্ঞ—বিজ্ঞান চতুর,  
 বঙ্গবাসী তনুমন, করে ব্যবচ্ছেদ,  
 সারধানে, সযতনে, পরীক্ষা মানসে,  
 তাহলে শোণিত কোষে, দেখিবেন তিনি,  
 নাহিক শোণিত শক্তি, সম্পূর্ণ মাত্রায় ;  
 —শিথিল হইয়া, বত বাহুযুগ পেশী,  
 একত্রিত হইয়াছে, আসি, বাক বস্ত্রে ;  
 —ক্রুত সংকলন শক্তি, ত্যজি পদ যুগ,

দশন আশ্রয় কবি, পরম বক্তনে,  
 চক্ষু শক্তি বৃদ্ধি, কবিষাছে অতি ;  
 —স্বদেশ পোষণ ইচ্ছা, ভুলি নিজ ধম্ম,  
 আপন উদব প্রীতি, বয়েছে চাহিয়া ;  
 —স্বার্থ পবিত্র মূর্তি, হৃদয় মন্দিবে,  
 বিশ্ব প্রেমাসনে, বসি, কবিছে বিবাজ ,  
 —উপবিষ্ট দাস্ত্রীকতা, নমতা আননে ;  
 —কবম কাবিতা স্থানে, বাঁকা আডম্বর ,  
 —দেব লোপ্য আত্মাদব, আসন স্কন্দব  
 পবজাতি অল্পকৃতি, কবি অধিকার,  
 পশু সম করিতেছে, বঙ্গ স্ততগণে ;  
 —আর্যোব প্রকৃতিগত গুণ, হেন মতে,  
 ত্যজি বঙ্গ তনু মন, অন্তহিত এবে,  
 এ সব নিবখি, কাদে সে পুরুষ দিবা ।  
 হে স্মৃতি ! ককণাময়ি ! বিঘ্ন বিনাশিনি !  
 নিজ কন্ম দোষে বঙ্গ, হযেছে হুঃখিনী,  
 সশট সাগবে পডি,  
 জীবন সংশয়,  
 বাঁচাও ভাগীবে দিনা, চৈকমা তবণী ;  
 । যে গুণে ভুবন পূজা, আৰ্য্য পরিবার,  
 না থাকে সে গুণ বিনা, মর্যাদা তাহার ।  
 ছেন স্রধাখাখা বাণী,  
 কহি কাণে কাণে,

বাথগো চেতন বজ্জে, দিবস বজ্জনী ।

কি আর কহিব দেবি ! জানহ বিশেষ,-  
 এত সম চাঁদ দিকে, কত শত জন,  
 ছািব অধ.পাত কুণ্ডে, হবে নিপতিত,  
 আশষ বস্ত্রখা বাশি, ভুঞ্জে দিবানিশি,  
 কিন্তু তাবা, নিজ নিজ, কঠোব সাবনে  
 আবাব নে কপ হতে, উঠি মহোন্মাদে  
 মিল আনন্দ মীবে, ভাসিছে কেমন ?  
 বড় কি তপগ্যা বিনা, সৌভাগ্য উদয়ে  
 বিকট দুর্ভাগ্য কোপ, হয় প্রশমিত ?  
 নাহি কবি শাস্ত্রা লাগু—ধর্ম্ম আলোচনা,  
 নাহি মানি, স্তবাসন খাষি উগদেশ,  
 নাহি মানি, পুত্র পিতৃ পুরুষ আচাব.  
 নাহি স্মরি, খাষি প্রেম—স্বার্থ বিবর্তি  
 নাহি করি, ভবনাথ গুণালুকীর্জন,  
 নাহি ভাবি, শোচনীয় দশা আপনাব,  
 তখদ আলস্য স্রোতে, ভাসালে জীবন,  
 মজিলে পবেব দখা—পবেব নিন্দাব,  
 হটিলে কাতব আতি, পবিত্রী উদবে,  
 বড় কি সৌভাগ্য দেবী, হন উপনীত ?  
 কত কি অমর গ্রাহ, সে আৰ্য্য সম্মান,  
 সে আৰ্য্য অহল পদ, সে আৰ্য্য বাহন,  
 সে আৰ্য্য গোবব বহে, চিব সসুজ্জল ?



এ কথা ককণাময়ি ! তোমার ক্রপায়,  
জাগে যেন, দিবানিশি, এবঙ্গ হিয়ায়,

তোমার প্রসাদ বলে,

অনাথিনী বঙ্গ,

বুঝে যেন শোচনীয় দশা, আপনাব ;  
কিছিল পূর্বে বঙ্গ, এখনি বা কিবা,  
তোমাব প্রভাবে যেন, ভাবে নিশি দিবা .

আর্য্যকূলে কুসন্তান,

ভাবি আপনারে,

স্বপ্না লজ্জা বশে দেয়, জীবনে দিক্কাব ।

ভারত দুর্ভাগ্য কথা কি আর কহিব ;—  
প্রণত নিখিল ধরা, যে ভারত নামে,  
মণ্ডুক চরণাঘাত, কবে তাঁবে আজি ;  
যে ভাবত ছিল দেবি ! ধবা অন্নদাত্রী,  
আজি কি না, সে ভারত, উদরান্ন তরে,  
পব ছাবে ছারে, ফিরে, ভিখাঝিণী বেশে ;  
যে ভারত কাছে শিখি, জীবন বিধান,  
কত শত জন, এবে নিবসিছে স্মৃথে,  
আজি কি না, সে ভাবত, ভীম সিদ্ধু পারে  
নিবসিছে জ্ঞান তৃষ্ণা, সহি কত ক্রেশ :  
পরম সাধনা বলে, যে অমর ভাষা,  
এনেছিল যে ভারত, এ ধরণী বাসে,  
আজি কিনা সেই ভাষা কুট তর্কোদয়ে,

আপনি ভাবত নাবি, দূষিতে সন্দেহ,  
 দূষস্থিত পবমুখ, প্রতি রন চাহি,  
 এ চেখে হুংগের কথা, কিবা আছে আব :  
 এ চেখে কলঙ্ক কি গো ! আছে এ ভুবনে -  
 এ কথা ককণামযি । তোমাব কুপায়,  
 জাগে যেন দিবানিশি, এবঙ্গ হিয়ায,  
 তোমাব প্রসাদ বলে,

অনাথিনী বঙ্গ,  
 বঝে যেন, শোচনীয় দশা আপনাব,  
 কি ছিন পৃথবে বঙ্গ, এবনি বা কিবা,  
 তোমাব প্রভাবে যেন, ভাবে নিশি দিবা,  
 আৰ্য্যকূলে কুসন্তান,  
 ভাবি আপনাবে,

ঘণা লজ্জাবশে দেষ, জীবনে ধিক্কাব ।

নিবসে ধবায় যত, মানব সমাজ,  
 বিধাতা বিধানে তাহে, আছে চারি শ্রেণী,  
 ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র, চারি ভাব ক্রমে,  
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বণ ,  
 যে বর্ণের যেই ভাব, যে নর সমাজে,  
 থাকে যদি পূর্ণ তাহা, তাহলে নিশ্চয়,  
 সে সমাজ করে, নিজ প্রভুত্ব বিস্তার,  
 প্রণত চরণে তাব, শত শত জন ।  
 বিজ্ঞ নিজ ভাবশূন্য, এই চারি বর্ণে,

যদি কোন সমাজাঙ্গ, হয় বিনিশ্চিত,  
 তাহলে অচিবে, সেই সমাজ নিশ্চয়  
 যোর অধঃপাত কূপে, হয় নিমগন ।  
 শাস্ত্রেব প্রকৃত মৰ্ম্ম—প্রকৃত বহস্য  
 যত দিন, এ ভারত, বুঝি বিদম্ভণ  
 কবিতা স্বভাব ক্রমে, বর্ণ বিনির্ঘ  
 ধবণী ভূষণ তিনি, ছিলা তত দিন ।  
 কিন্তু কোন স্বার্থপর মানব কুচক্রে,  
 যবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ, হয় কুলগত,  
 সে হতে ঘটেছে আহা । ভাবত দুর্দশা ,  
 কেন না যে ভাব যাব, সে ভাব অভাবে,  
 শাস্ত্র নিকপিত কার্য্য, পাবে সে সাধিতে ৭  
 বর্ণ বিধি কুলগত, রবে যত দিন,  
 ভারত উন্নতি আশা, মবীটিকা প্রায় ।  
 এ কথা ককণাময়ি । তোমাব রূপাব,  
 জাগে যেন দিবানিশি, এ বঙ্গ হিষায়  
 তোমাব প্রসাদ বলে,  
 অনাথিনী বঙ্গ,  
 বুঝে যেন, শোচনীয় দশা আপনাব ;  
 কি ছিল পূরবে বঙ্গ, এখনি বা কিবা,  
 তোমাব প্রভাবে যেন, ভাবে নিশি দিবা,  
 আর্গ্যকূলে কুসন্তান,  
 ভাবি আপনাবে,

সৃণা লজ্জা বশে দেয়, জীবনে ধিকাব।

আর এক কথা দেবি ! কহিতে ডবাই —  
কহিলে হইব দোষী,—না কহিলে পাপী,  
দোষী—বঙ্গ কবি কাছে, পাপী—দেব চক্ষে ।

উভয় সঙ্কটে পড়ি মঙ্গল প্রসূতি !

হাবু ডুবু থাইতেছি কি করি বলনা ;  
কিন্তু পাপ কাছে দোষে তুলনায় লঘু ;  
কহিব অপ্রিয় সত্য বা থাকে কপালে,—  
একে ত বাঙ্গালী কুল—বিনাস সেবক,  
কায়মনো বাক্যে সেবে সে প্রভু চরণ,  
তখন আশাচে গল্প—প্রেম ভোজ্য বাজী,  
ধরিলে তাহাব কাছে, ফলে যে কুফল,  
তাহাব প্রমাণ এবে নাহি অপ্রতুল ;  
বিকৃত পীরিতি কথা, যাটে, বাটে, মাঠে,  
যথায় গমন কর, গুনিবে সে কথা ,  
তাহাতে আশাচে গল্প, দল বল সহ,  
কবিছে বিলাসে দান শক্তি—অপার,  
নূতন শক্তি প্রাপ্ত বিলাস এখন,  
অবাধে অন্তর রাজ্যে করিছে প্রভুত্ব ;  
সে সব আশাচে গল্প—পীরিতি বিলাট,  
হতে পারে শুভ আশে হবেছে রচিত ;  
কিন্তু যেই বঙ্গবাদী—বিলাস প্রমত্ত,  
সে কিসে বুঝিবে সেই সাধু অতিপ্রায় ?

বিলাসী বাঙ্গালী কাছে, সে আঁষাঢ়ে গল্প,  
 যেমতি মুকুতা মালা শাখা মুগ গলে ।  
 আঁষাঢ় ও দিকে হেঁবি যাছ গৃহ বঁত  
 বিলাসী বাঙ্গালী গণে কৃৎস্ন প্রভাবে,  
 অসাব আ'মাদ মন্ত কবাইছে সদা,  
 দক্ষিণ মশান সম সে ভবন নায়ে,  
 স্বর্গায় সদগুণ রাশি হুয় বলিদান ।  
 দকারি আঁষাঢ়ে গল্প, যাছ নিকেতন.  
 অবোধ বাঙ্গালী গণে কহিছে সতত,--  
 এস এস শ্রান্তগণ ! দিব শান্তি নিধি,  
 মানস উন্নতি দিব, দিব মনুষ্যত্ব,  
 ছুটিছে বাঙ্গালীগুল ভুলি প্রলোভনে ।  
 বিলাস সেবক যাবা কায মনোবাক্যে  
 তারা কি পশিতে পাবে উন্নতি মন্দিরে,  
 আমোদ প্রমোদ পথ ধবি একমনে ?  
 কখন না, কখন না, কব শিবমণি ।  
 বঙ্গবাসী ঘবে ঘরে একথা প্রচাব,—  
 নিক্ষেপি আঁষাঢ়ে গল্প—যাছ নিকেতন  
 জাহ্নবী সলিল মাঝে পবন আঁষাঢ়ে,  
 কঠোর তপস্যা মগ্ন হক বঙ্গহিন্দা,  
 লভিতে সদগুণ রাশি—দিব্য মনুষ্যত্ব,  
 দাসের আমোদ ইচ্ছা বিভ্রান্তনা মাত্র  
 দাসের সহাস্য মুখ নহে স্বাভাবিক ।

একথা করুণাময়ি ! তোমার রূপায়,

জাগে যেন দিবানিশি এবজ্জ হিয়ায়,

তোমাব প্রসাদ বলে

অনাধিনী বজ্জ

বকে যেন শোচনীয় দশা অপনাব ;

কিছিল পূর্ববে বজ্জ এখনি বা কিবা,

তোমাব প্রভাবে যেন ভাবে নিশি দিবা,

আর্য্যকুলে কুসন্তান

ভাবি আপনারে,

হৃণা লজ্জা বশে দেয়, জীবনে থিকাব ।

শেষে গো মজ্জলয়ি ! নিবেদন মম,—

বিশেষ কি কব দেবি । জানহ সকল,

সে দিনের কথা হায । যে ছুঃখের দিনে,

বিকট মূরতি ধবি, নিষ্ঠুর দাবিদ্রা,

ভীষণ ক্রকুটি করি, ঘোব আক্ষাননে,

অশেষ যন্ত্রণা নিতা, দিত গো আমায় ,

যখন কুটীবে মম, পশি অনশন—

নিষ্ঠুর—পোষণ বিপু—দারিদ্র কিঙ্কব,

কত ক্লেশ, দিত আমা সময়ে সময়ে ;

যখন জনক দেব—সংসার বিমুখ,

গৌরাক্ষ পীবিতে মজ্জি, অনন্য অন্তরে,

ফিরিতেন দেশে দেশে, উদাসীন মম ;

যখন জননী দেবী, সহি মান্য ক্লেশ,

দাণন পালন মম, কবেন যতনে ;  
 যখন সংসার কাশ্যে, ব্যাপ্তা জননী,  
 তখন যে সহোদবা, বাখি অঙ্কাসনে  
 উব বিবম্পনে, তাব বোদন নিবাবি,  
 ভাস্তা চরণ গদ্যে, লভাম শবণ ;  
 গুণ্তি গাব, তুঙ্ক বহু, পিসাতাম বাবে,  
 যতনে যাহাব কবি, দাণন পালন,  
 বিমল আনন্দ নীবে, ভাসিতাম কত,  
 যেই সহোদবা মম পবাণ অবিব,  
 সেই সহোদবা হায ! বিবাবে বিদানে,  
 সাহছে সংসাবে, এবে বৈধবা স্বপ্না,  
 উল কি বিবম দশা ছদি বিদাবণ ।  
 তাহাব বিববা বেষ, নিবাবি এখন,  
 বিব কবে হাযা মাঝে কি আব কহিব ॥  
 স্তপবিত্র হিন্দুকাদে, বিববা বসগী,—  
 ভূতলে স্ববগ ছবি—দ্যা প্রতি মর্ড,  
 বিসজ্জি গাণব ধর্ম, তপস্বিনী সন,  
 নিঃস্বার্থ সংসাব সেবা, উগাব ব্রতে,  
 অটকতবে কবে, নিজ অন্তর দীপ্তি .  
 পরম ভকতি যোগে, সহোদবা মম,  
 মান প্রদশি ত হেন, পবিস্ব, ৩ পদ,  
 অবশ্যি কবেছেন, সুন্দাবন যাত্রী ।

বিববা সহোদবা মাম, পবম আদ্যে,

বাথেন জনক দেব, কত চিন্তা কবি ।  
 তাজি এ অনিত্য ধাম, জনক জামাব,  
 উচ্চতর ধামে, এবি করেন বসতি ,  
 ধবি যে সামান্য কবে, এ ক্ষুদ্র লেখনী,  
 লিখিল এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ—বালক প্রলাপ,  
 সে কর হইবে যবে, পঞ্চ ভূতে নীন,  
 যখন সোদরা মম, তাজি এ সংসার,  
 বসিবে শ্রীলজ পুবে, গৌরাজ রূপায়.  
 তখন ককণামণি । করি গো বিনতি,  
 নিবসে ভবিষ্য গর্ভে, যেই বঙ্গ বাসী,  
 কবিও তাহার কাছে, একথা ঘোষণা ;—  
 আছিল স্মৃতিভা নামে, হিন্দুর বিধবা,—  
 জনক জননী ভ্রাতৃ আদর নামগ্রী,  
 এই গ্রন্থ নামকৃত, সে পবিত্র নামে ।  
 যদি সে বিধবা মম, এ ক্ষুদ্র পুস্তক,  
 পারে গো সেবিত্তে বন্ধে, অণুপরিমাণে ;  
 তা হলে, সার্থক মম লেখনী ধাবণ —  
 —লভিব স্বরগ সুখ, এ নরক বাসে ।

---





ক ১১০

# সুপ্রভা ।

## প্রথম কাণ্ড ।

---

### প্রথম সর্গ ।

১

দাক্ষিণ নিদাঘে, প্রচণ্ড তপন,  
মধ্য নভে বসি, হানিছে বর ,  
যেন বসি দেব, নাশিতে ভুবন,  
হানিছে সবলে, অলস্ত শব ।

২

বহি ঘন ঘন, প্রকৃতি ভবনে,  
উগবে অনিল, অনল বাশি ,  
দহিছে শর্বাব, বিষম দাহনে,  
হইছে আকল, ধবনীৰাসী ।

৩

যে পাষ যখন, নৃপতি-আসন,  
অহুগামী ভাব, অনেকে হষ ,

তাই সমীচণ,—জলন্ত পাবন  
শশা বশে কিত অগ্নি মম ।

৪

ধূ কবে দিক, ব্যাবলিত এণ  
ভাসব পাউনে অগ্নি সব  
খলি বণা যেন, অনন সমান  
বিলাপে পর্ত্তি বাতব সব ।

৫

এহেন সময়ে, বিজন পান্তবে  
বিশান, ভষাল, দ্রুস্তব স্থান  
হাবানে সুপণ, কাতব অন্তবে,  
দ্রমণে আকুল, হকছে প্রাণ ।

৬

কান পাথ গেলে, সুপণ পাইব,  
কে দিবে বলিষা, সে ভীম দেশে  
ভাবিলু স্বগৃহে, কেমনে যাইব  
অপমৃত্যু বুঝি হইল শেষে ।

৭

কুবায় ভূষায় বাতব শশীব,  
দশ দিশ দেবি আণাব ময়  
দাবণ আনপে হতেছি অধীন,  
রোথা গেলে প্রাণ শীতল হয় ।

৮

কিন্তু যে অনল, জ্বলিছে অস্তবে  
তাব কাছে কোণা এ ক্লেশ বাশি  
দলি দিবা নিশি, গুমবে গুমবে,  
স্থ থাশি সব, হেলিছে নাশি ।

৯

সাতক্ষণ পবে বহি দশন,  
বহ শাখাট পাদা পতি,  
শিন্ধনে বসন - হবিত বরণ,  
নবন বঞ্জন, মনোজ্ঞ অতি ।

১০

দাড়ায়ে অদবে দিবা সহকাব,  
স্বপ্ন বসালে মস্তক নত,  
সাধু প্রিষ দানে, ব্রতী অনিবার,  
ভূষিত গাঙ্গেব সেবার বত ।

১১

সর্বাধিত ফল, যে পাস যখন,  
কবি আহবণ পথিক গণে,  
সে মধুর ফলে কবে নিবারণ,  
ক্ষুধা-ভূষণ জালা প্রফুল্ল মনে ।

১২

নাহি পাপ লেশ খাইলে সে ফল,  
চলিলাম তাই বসাল তরে,

বসিছু ছায়ায় হইল শীতল,  
খাইলু সে ফল উদর ভরে ।

১৩

শীতল হইল দগ্ধ শরীর,  
অস্তব আগুন নিবিদা বই :  
শান্তি সুখ আশে হইলু অধীর  
কোথা গেলে পুন সুস্থির হই ।

১৪

ভাবিলু কতই তরুতলে বসি,  
কহিলু কতই আপন মনে :  
সিঞ্চিলু কতই, আশা মনে পশি,  
কল্পনা-জীবন, ভবিষ্য বনে ।

১৫

আবাব ভাবিলু, আবাব কহিলু,  
তবু ত কেবল বাড়িছে ক্লেশ,  
সুখ আশে যত যে দিকে হেঁচিলু,  
দেখিলু নাহিক হুঃখের শেষ ।

১৬

ভাবিতে ভাবিতে, সে বট তলায়,  
করিলু গমন কণেক পবে ;  
দুর্ব্বার গালিচা, পাতা সে ছায়ায়,  
বসিলু তথায় বিশ্রাম তরে ।

১৭

রুশাণু সমান আদিত্য কিবণ,  
তথাপি বটের শীতল ছায়া ,  
খলি বাশি শিস্ত, কশিছু দর্শন,  
বেখেছে বিগুবি জগন্ত কায়া ।

১৮

কিকপে বুঝিব নিগূঢ় কাবণ  
কেন হেবি এই বিবদ্ধ ধম্ম ,  
কেহ শান্ত, কেহ ভীম দবশন,  
কে দিবে বুঝায়ে প্রকৃত মন্ম ।

১৯

নিবখিছু বটে সতৃষ্ণ নয়নে,  
চিন্তাব সাগবে মগন মন ,  
এই হেবি হেবি কাবণ কিবণে,  
আবার ঢাকিছে সন্দেহ ঘন ।

২০

ভগিছু বতই আকাশ পাতাল,  
শেষে তত্ত্ব এক বুঝিছু সাব ;  
যুচে অন্ধকার, যুচে ভ্রমজাল,  
বহে খরতব আনন্দ ধার ।

২১

ভাবিলাম বট—অতি বলবান  
স্থল কলেবর উন্নত কায,

আপন গববে সদা গবীয়ান  
কবে তুণ জ্ঞান প্রবল বায় ।

২২

মনে জানে, যত হই না শীতল  
নাবিবে চরণে, দলিতে কেহ  
সেবিবে চরণ, মানব সঙ্গ,  
যতই শীতল, হইবে দেহ ।

২৩

কিস্তি ধনি বাশি—ক্ষীণ কদোবব  
বাতাসেব আগে উড়িয়া বায়,  
সে হই শীতল বক্ষা আছে আব ?  
ইচ্ছা মত সবে দলিবে পায ।

২৪

ভাবিনু—মানব বলবান অতি  
প্রদানে সুষল শীতল হলে,  
হলে সুশীতল ক্ষীণকায় জাতি  
সকলে তাহায় চরণে দলে ।

২৫

আমবা বাঙ্গালী—ধূলির সমান,  
অপদার্থ জীব, অবনী তলে ;  
শবীর শীতল, নাহিক জীবন  
যে পায যখন, চরণে দল ।

২৬

এ হেন দশায় না শিশিবে আঁব,  
“ক্ষমা” উপদেশ কাহাব কাছে ,  
“ক্ষমা” শিক্ষা কবি দেশ ছাব খাব,  
তহিতে শ্মশান বাকি কি আছে?

২৭

“ক্ষমা ক্ষমা” কবি খোঁব'হু সকল,  
ক্ষমায এখন কি আছে বাজ ?  
ক্ষমাব কুহকে হুই ভীষ দল,  
ক্ষমাব মাথায পড়ুক বাজ ।

২৮

কুজনিলা পাখী, বসিয়া পাখায়,  
ভাঙ্গিল চমক, বিহঙ্গ ববে ,  
ভাবিহু, নির্দিষ্ট বিহঙ্গ আশায়,  
তা না হলে, কেন ডাকিল সবে ।

২৯

ডাকবে বিহঙ্গ! ডাক প্রাণ ভবে  
ডাক তোবে, নাহি কবির মানা ;  
যদ্যপি নিগড়ে অথবা পিঞ্জরে,  
বদ্ধ হতে, সব জানিত জানা ।

৩০

তোব মত পাখি। মোবা এক কালে  
ডেবেছি কতই পবাণ খুলে ;



গেযেছি কতই, নাচি তালে তালে,  
ক্ষমা যশোগান, ঢুবাছ তুলে ।

৩১

ভাস, নিন্দ, ষাড়া আসে তোব মনে,  
না গাইব দ্বিজ! সে গীত আব ,  
ভাঙ্গেনি কপাল, তাব পূর্ব্ব ক্রণে,  
গে যছি সে গীত অনেক বাব ।

৩২

কি ছিন্ন, কি হ্রস্ব, কিবা হই পবে,  
ভাবিবা শবীর, বিকল হয় !  
শূন্য শশী ঋতু দাক্ষণ বচবে,  
স্মবিলে, শোণিত গুকাযে বায ॥

৩৩

কেন সেই নিশি, প্রভাত হইল,  
কেন সেই দিন, উদয হল ,  
কেননা তপন, খসিয়া পড়িল,  
কেন না কলি বা উলটি গেল ।

৩৪

তা হলে কি আব, ছবন্ত যবন,  
আসিত, সোনার ভবনে আব ?  
তা হলে লইয়া স্বাধীন জীবন,  
বাঁটতাম সুখে, শমনাগার ।

৩৫

সত্য রে বিহঙ্গ! সদা হয় মন,  
তাজিতে বিক্রীত অধীন কারা;  
অধীনতা শূন্য অসার জীব',  
থাক, বা না থাক কি তাহে মায়া?

৩৬

আবার ডুবিলু, চিন্তার সাগরে,  
আবার হারানু, বিষয় জ্ঞান;  
দুঃখের লহরী উঠিছে অন্তরে,  
উঠিছে, পড়িছে, কাটিছে প্রাণ।

৩৭

মন আঁখি মেলি, বেই দিকে চাই,  
নিরাশা মূরতি, দেখিতে পাই;  
কি করি! কি করি! কোথা যাই যাই!  
কি করি! কি করি! কোথায় যাই!!

৩৮

ভাবি যবে মরি! বঙ্গ স্মৃতগণ,  
যাপে দিন, সহি ষাভনা কত;  
নাহি যুটে আর অশন বসন,  
ফিরে ঘরে ঘরে, ভিক্ষুক মত।

৩৯

দিবস রজনী প্রভুর চরণ,  
কাতরে ধারণ, করিছে বন্ধে;

সহে না সহে না, হেন দবশন,  
সুখি ষম নাই, বাজ্বালী পক্ষে ।

৪০

কি হবে, কি হবে, আত্মাদেব গতি,  
কবে প্রভাতিবে এ দুখ নিশি,  
সেই পূৰ্ণ তেজে, কবে দিন পতি,  
উদিকে গগনে, উজলি দিশি ।

৪১

বীৰ দর্পে মাতি, আবার “বিজয়”  
দিখিজয় যাত্রা, করিবে কবে,  
পুন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপব সময়,  
আবাব ভাবতে, উদয় হবে ।

৪২

আসিবে সে দিন — সে সুখের দিন !  
ভারত কপালে, আছে কি আব ?  
ববে চিরদিন, পবেব অধীন,  
এইত বিধাতা লিখন সার ।

৪৩

কেন বা নিবাণ ! কুদিন কৃষ্ণাগ,  
সম ভাবে, বল, কোথায় রয় ?  
কুবলে সকল কপালের ভোগ,  
হাসি হাসি, সুখ উদয় হয় ।

৪৪

জন্ম, বৃদ্ধি, লয় স্বভাবের ধাবা  
বঙ্গ ভাগো, বুঝি কথার কথা,  
তা যদি না হবে, কেন দুঃখ ধাবা,  
যথা হেবি, বোগে বহিবে তথা ।

৪৫

তা নয় পাগল । স্বভাব নিয়ম,  
কোন কালে নাহি বিফল হয়,  
স্বভাব-উদবে লইলে জনম,  
জানহ, নিশ্চয় পাইবে লয় ।

৪৬

তবে কালে লয় বীজমন্ত্র ধরি,  
নির্জীব বাঙ্গালী প্রলুদ্ধ-মন,  
জড সম সবে কাল কাল করি  
থোয়াইল যত অমূল্য ধন ।

৪৭

শ্রম, একাগ্রতা, যতন, আশাস,  
সকলি পড়িল কালের ফাদে,  
বাব কশ্মে এবে, ভীকৃত প্রকাশ  
এভাব নিবধি, পবাণ কুঁাদে ।

৪৮

আসিলে যখন, ববি কাল কাল,  
ষ্টাল জঞ্জাল, ব্রাহ্মণ দলে ।

বেন না ফেলিল, উপদেশ জাল—  
ভীকতা-ব্যঞ্জক, জাহ্নবী জলে !

৪৯

কি জানি, কি হত, কে বণিতে পাবে,  
যুক্তিতাম যদি যবন সনে ,  
কবিত্ব যতন মান বাধিবাবে,  
হইল বিফল, কি ক্ষোভ মনে ?

৫০

ভাবিলু আবার, শাস্ত্রের লিখন,  
স্বর্ণ মন্দিবে, যবন তাই,  
শাস্ত্রের লিখন, করিতে খণ্ডন,  
ভাবত ভিতরে কেহ ত নাই ।

৫১

কব না, কব না, শাস্ত্র আলাপন,  
তুল না, তুল না, সে কথা আব ,  
তুলিয়া বাবেক, আসিলে যবন,  
বহিছ মস্তকে দাসত্ব ভাব ।

৫২

যে শাস্ত্র কবিল ক্লীবত্ব প্রচার,—  
পবাল দাসত্ব শৃঙ্খল পায় ;  
সে শাস্ত্র আলাপে, কি ফল আবার,  
সে শাস্ত্র আলাপে, হুংখ কি যার ?

৫৩

শাস্ত্র শাস্ত্রী-দোষে হনো সর্বনাশ,  
কে বুঝে মরম, কাবে বাকই ।  
কি ছিল কি হলো, এ সুখ আবাস,  
না হেবি কোথাও আঁধাব বই ।

৫৪

এবিশ্ব ভবনে কোথা আছে আব,  
এ হেন ভীকতা উপমা স্থান ?  
পুড়িছে সতত হৃদয় আগাব,  
বিষম দাহনে ফাটিছে প্রাণ ।

৫৫

এ—ও—তা, কতই ভাবিছ,  
নিদ্রাবশে ক্রমে অবশ অঙ্গ,  
দুঃখদ চেতনা ক্রমে হারাইছ  
বাহ্যেন্দ্রিয় খেলা হইল ভঙ্গ ।

ইতি প্রথম কাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত ।

## সুপ্রভা ।

প্রথম কাণ্ড ।

দ্বিতীয় সর্গ ।

---

১

আহা । কি হেবিনু হেবিব না আন ,  
নির্জীব শবীবে জীবন সঞ্চার  
হতেছিল ক্রমে,  
কেন বে বিহঙ্গ !  
বৃজনিলি তুই, এ হেন কালে ;  
বলরবে তোর ভাঙ্গিল স্বপন,—  
অপূর্ব—শিবদ—মানস-তোষণ,  
হেন সাধে বাদ  
কি দোষে সাধিলি,  
বিহঙ্গ বে ! তোব অনল ভালে ।

২

হবিষ্ম স্বপনে বিশাল কানন ,  
 দিব্য তরু লতা—নয়ন বজ্রন  
 সে কানন দেহে  
 শোভিছে সুন্দর,  
 দিব আমোদিত প্রস্থন বাসে ,  
 আদি অন্ত হীন সে কানন স্তল,  
 বাপি আছে স্বর্গ মন্ত্য বসাতল,  
 অচিন্ত্য—অগম্য—  
 উপমা-বহিত,  
 নিযুক্ত সতত জনম নাশে ।

৩

জ্ঞান অনায়াসে সে বম্য কানন,  
 স্তম্ভ হুঃখ দানে বত অন্তঃকণ,  
 অপ্রাকৃত দেহ  
 মানব আরাধ্য,  
 ভকত অধীন সদয় অতি ;  
 পবন উল্লাসে জীব শত শত,  
 কৰ্ম্ম-সূত্রে তথা ভ্রমে অবিবত ;  
 কিন্তু কত জন  
 নিজ কৰ্ম্ম দোষে,  
 ফিবে সদা হযে বিষণ্ণ মতি ।



আমিষ লোহুপ কত শত জীব,  
 মাদিছে সুযোগে অশেষ অশিব,  
 ভীষণ দর্শন  
 ভীম কনোদব  
 নিভীক দুজ্জয় বলিষ্ঠ দেহ,  
 পবি ক্ষীণ জীবে আনন্দিত মনে,  
 পেসিছে সতত ভীষণ চৰ্ক্ষণে,  
 পডিলে তাদেব  
 কবাল গবাসে  
 না পাবে সহজে পলাতে কেহ ।

॥

স্ববগ সমুত্ত তব শত শত,  
 বন্ধ জীব দলে ডাকি অবিরত,  
 বিতবে সাদরে  
 সুধা-গর্ভ-ফল ;  
 সবে লষ ফল প্রফুল্ল মনে :  
 নয়ন-নন্দিনী-লতা—নানা জাতি,  
 প্রস্থগ ভূষিত পূর্ণ দিব্য ভাতি,  
 সেবক সমীবে  
 আদেশে সানন্দে,  
 বিলাতে সুবাস, আবণ্য জনে ।

## স্বপ্নভা ।

৬

বিস্ত একচিত্রে দেখ ধবাতল,  
বোথা অবিবন স্নখ নিবমল ?  
          যে দিকে নিবখ,  
          স্বপ্ন জুগুথ পূর্ণ,  
বিদাতা বিদান বিচিত্র অতি ,  
এত তবলাতা—কণ্টক শবীৰ.  
স্বচ্ছাদি সদর্পে দিবা তব শিব,  
          বোধিছে চবম  
          উন্নতি সতত,  
বাখিছে কিবাযে সবাব গতি

৭

হবি নানা অংশে শ্রোতস্বতী কুল  
কল কল ববে বন্দি তব মূল,  
          হেলিতে হুগিনে,  
          নাচতে নাচিতে,  
চলিছে স্বর্গীয় গববে মাতি ;  
বিমল সলিলে কত বনচব,  
তৃষা কবি দূব সরস অন্তব,  
          পবন আনন্দে  
          ছায়ামূত ভীবে,  
লভিছে বিশ্রাম শয়ন পাতি ।

৮

বিস্তৃত নদী অঙ্গে ফোটক সমান,  
সিকতা সংযত পুদিন মহান,  
বয়েছে কতই,  
সংখ্যা নাহি তাব,  
তরঙ্গিণী শোভা ফেলিছে নাশি,  
হেবি কত স্থানে বিমল সলিল,  
হিংস্র বন পশু কবিছে পঙ্কিল  
নিবিড় শৈবালে,  
জলজ লতায়,  
ঢেকেছে তটিনী-সুৰূপ বাশি ।

৯

কোথা আত্মজন, কোন দিকে যাই  
কোন বনে আশ্রয়, কাবে বা সুখাই,  
কে দিবে বলিয়া  
কোন্ পথে গেলে,  
নিরখিব পুন স্বজাতি নবে,  
সমবেদী মিত্র—ত্রিভুবন সাব,  
সঙ্গে নাহি কেহ সে বন মাঝার,  
হৃদি-নিকেতনে,  
কাহাবে লইয়া,  
করিব আলাপ আনন্দ ভবে ।

১৫

তাজি মধ্যাকাশ প্রথব তপন,  
 একচক্র রথে কবি আবোহণ,  
 বিশ্রাম মানসে,  
 প্রতীচি ভবনে,  
 চলিলেন হযে, কাতব অতি ,  
 দিনমান তাহে, হযে ত্রিযমাণ,  
 প্রতি পদে পলে, আয়ু পবিমাণ  
 হাবাইল যত,  
 হইলাম তত,  
 ঘোব চিন্তাবেগে অস্থির মতি ।

১১

ভ্রমিলাম কত ব্যাকুল পবাণ ,  
 কানন বহুস্ত যে জানে সন্ধান  
 কেমনে কোথায়,  
 সে নব বতন,  
 কবির দর্শন, উল্লাস ভাবে ;  
 ক্রমে কৌতূহল শিখা—সমুজ্জ্বলা  
 ধিকি ধিকি অলি হইল প্রবল,  
 আগ্রহ উজ্জ্বল  
 সহযোগে তাহা,  
 অধিক উজ্জ্বল মূবতি ধবে ।

১২

হেন কালে এক তাপন সুবীব,  
 শ্বেত-শ্মশ্রু ধাবী—সুন্দর শবীব,  
 দিব্য তরুতলে,  
 মিলিত নবনে,  
 উপবিষ্ট ধ্যানে, মগন ঘোব ,  
 প্রতি লোম কূপে, দিব্য তেজোবাশি,  
 উজ্জ্বলছে দিক মধুব বিকাশি,  
 সাবল্য দর্পণ,  
 মধুব দর্শন,  
 বিবাজে আননে, গাভীয়া গুব ।

১৩

জবা অত্যাচাবে লোল গগুদেশ,  
 লোম কর্ণমূল, শ্বেতবর্ণ কেশ,  
 ক্রমুগ লোলিত,  
 শিখিল চবম,  
 সুদীর্ঘ নখর, দশন হীন ,  
 অজিন নিম্নিত দিব্য উপবীত,  
 গল দেশে কিবা আছষে লম্বিত,  
 বঙ্কল বসনে  
 শোভে কটিদেশ ,  
 জ্বলিছে পাবক বজ্রনী দিন ।

১৪

হেবি সে মূবতি মজিল অন্তব,  
 ভকতি প্রবাহ বহিল প্রথব,  
 দাকণ উদ্বৈগ,  
 হইল বিগত,  
 নাচিল অন্তব আনন্দ ভবে ;  
 মেলিল নয়ন তাপস প্রবব ।  
 সুধানু নির্ভয়ে এ বন ভিতব  
 কে আপনি দেব !  
 কোন্ মহাকুল,  
 এসেছ হেথায় পবিত্র কবে ?



১৫

কি নামে প্রসিদ্ধ এ বগ্য কানন,  
 কহি ভ্রমজাল কবহ ছেদন,  
 কহ দবা কবি,  
 চাবি দিকে দেব !  
 হেবিতেছি কেন বিসম ধর্ম ,  
 উপকাব ব্রতে কেহ উনমত,  
 কেহ বা অশিব সাধিছে সতত,  
 কেন জীবকুল,  
 সুখ দুঃখ পূর্ণ,  
 বলহ ইহার নিগূঢ় মন্ম ।



ক - ২২১  
 ২০২১৩  
 ২০১২১২০৬

১৬

গুনি সে বচন তাপসবতন,  
 ধীবে ধীবে তুলি সম্মিত আনন,  
 প্রসন্ন নম্রনে,  
 কবিলা ইঙ্গিত  
 বসিতে অজিন আসন' পবে ;  
 ক্ষণেক নীরবে থাকি ঋষিবব,  
 নির্বাতে যেমতি পাদপ স্তম্ভব,  
 সম্মেহ বচনে,  
 সম্মোখি আমায়,  
 কহিলা মধুব গভীর স্ববে ।

১৭

গুন দিয়া মন অপকূপ কথা—  
 মৃত-সঞ্জীবনী সুধাবাশি যথা,  
 গুনিলে সফল,  
 হইবে জনম,  
 বিশ্ব লক্ষ্মী বাঁধা বহিবে দ্বাবে ;  
 কুলিশ বিদগ্ধ তরু লতা গণে,  
 সাজিবে আবাব প্রস্থণ ভূষণে,  
 রস হীন মক,  
 হইবে সরস,  
 ভাসিবে ভারত, আনন্দ-ধারে ।

১৮

মূর্তি ধবি শিব, ফিবি ঘবে ঘবে,  
 সুখ সমাচাব দিবে নাবী নবে,  
 উন্নতি অচল-  
 শেখবে আবাব,  
 উঠিবে ভারত উল্লাস ভবে,  
 স্বাধীনতা বহু উজলিবে গেহ,  
 দাসত্ব আঁধাবে, না বহিবে কেহ,  
 বাঞ্ছনা, গঞ্জনা,  
 অত্যাচাব-হেতু,  
 আর না বহিবে, ভাবত ঘবে ।

১৯

প্রার্থে যেমতি তটিনী নিকব,  
 উপচিয়া কবে চৌদিক উর্ধ্বর,  
 বত শত দেশ,  
 ভাবত রূপাষ,  
 হইবে তেমতি বিভবশালী,  
 তাই বলি শুন কবি মনোযোগ,  
 থাকে যদি কিছু যন্ত্রণার ভোগ,  
 দুখ বিভাবরী  
 হবে অবমান,  
 উদিবে সৌভাগ্যময়ুখশালী ।



২০

গুনিয়া থাকিবে, ইতিহাস নামে,  
 নব সখা এক আছে বিশ্বধামে,  
 ভব-গুহ তবে,  
 ধবি নানা রূপ,  
 কিবে ঘরে ঘরে সবল মনে ;  
 সেই ইতিহাস মম অভিধান,  
 মানব মঙ্গল সদা মম ধ্যান ,  
 যে ভঞ্জে আমায়,  
 কাষমনোবাকো,  
 চবম উন্নতি পায় সে জনে ।

২১

বাধা দিয়া তাঁবে কহিনু তখন,  
 কব রূপাময় ! সন্দেহ ভঞ্জন,  
 ইতিহাস যদি  
 হও হে আগনি,  
 কোথা সে মূবতি কোথা সে বেশ ,  
 নিবধি যেদিকে ভাবত ভবন,  
 এমূর্ত্তি তোমাব না করি দর্শন,  
 তবে কেন দেব !  
 পাসরি স্বরূপ,  
 না বেখেছ, হেরি, স্ববেশ-লেশ ।

২২

যদ্যপি আপনি হও ইতিহাস,  
কোথা তব সেই খেতাজ বিকাশ,  
কোথা তব সেই,  
মার্জ্জাব নয়ন,  
আলবার্ট-টেবি সে তাম্র কেশে ?  
কোথা পেণ্টুলান, ষ্টকিন কোথায়,  
কোথায় হ্যাট কোট, কলার গলায়,  
বুট স্পোভিত  
কোথা সে চরণ ?  
তাপস মৃবতি নাহি এ দেশে ।

২৩

যদ্যপি আপনি হতে ইতিহাস,  
কবিত আমোদ চুরটেব বাস ;  
অমরা বাঙ্গালী  
কলেজ মান্দবে,  
পূজি হেন মূর্তি যথোপচাবে,  
ছাইবলি দেব ! কহ দয়া কবে,  
কে আপনি এই অরণ্য ভিতরে,  
বান্ধব বিহীন  
অসহায় সেই,  
কি হবে বল না ছলিলে তারে ?

২৪

সজোবে ছাডিয়া, সুদীর্ঘ নিশ্বাস,  
 এই মূর্তি মম, ভারতে প্রকাশ,  
 ছিল এক দিন,  
 উত্তবিলা ঋষি,  
 চিনিবে কেমনে বালক তুমি,  
 আৰ্য্য কাছে আৰ্য্য, দেখি জ্ঞান হত,  
 নহে পবিচিত বিদেশী মত,  
 ভারত কপালে,  
 ছিল এ লিখন,  
 স্বর্ণ গৃহ তাই শ্মশান ভূমি ।

২৫

এই মূর্তি পূজি ভারত নন্দন,  
 উন্নতি অচলে করি আবোহণ,  
 অতুল ঐশ্বর্য্য,\*  
 প্রভু মন্দিরে,  
 পশি, মহানন্দে হরিত কাল :  
 এমূর্তি প্রসাদে সদা আৰ্য্যকুল,  
 মহাবল বীৰ্য্যে জগতে অতুল,  
 ভারত গগনে,  
 সৌভাগ্য চক্রমা,  
 বর্ষিত সুহাস কিরণ জাল ।

২৬

ভাবত সম্পদ, ভাবত শুবহু,  
ভাবত প্রতাপ, ভাবত বীবহু,  
ত্রিভুবন ব্যাপী  
অতুল সম্মান,  
সকলি জানিবে আমায় ভজি,  
এ মূৰ্ত্তি মন, হেবি আৰ্য্য গণ  
মনে হাল হব, হৃদিবিদায়ণ )  
বন্দি কংপুটে  
ভকতি অন্তবে,  
মম উপদেশে যাইত মজি ।

২৭

হাষ । যেই হতে ( না জানি কি পা প  
কোন গ্রহ দোষে, কাব অভিশাপে )  
সোণাব ভাবত,  
তাজিল আমায়,  
অনাদবি, মম মঙ্গল কথা,  
সে দিন হইতে ভাবত আমার,  
চ্যুত হস্বে দিব্য ঐশ্বর্য্য আগাব,  
গড়াতে গড়াতে,  
দেখিতে দেখিতে,  
পডিল দাসত্ব গহব যথা ।

২৮

যে মূবতি তুমি করিলে বর্ণন,  
 দেশান্তবে তাহা কবেছি ধারণ,  
 কখন সে মূর্তি,  
 না ছিল অঙ্কিত,  
 ভাবত অন্তবে কস্মিন্ কালে ,  
 যে দেশে যে রূপ মূবতি আমার,  
 সে দেশ নিবাসী ভাবি তাই সাব  
 পাশ উচ্চপদ ,  
 যে আমা পাসাবে,  
 সে পড়ে অচিবে পতন জ্ঞাপে ।

২৯

বিশেষতঃ, কহি শুন দিয়া মন,  
 যে মূর্তি কলেজে কব দবশন,  
 সেত নহে মম  
 সম্পূর্ণ মূবতি,  
 পূর্ণ মূর্তি কিসে হেবাবে বল ,  
 বিদেশী চরণে তোমাদেব মতি,  
 পূর্ণ বলি তাবা ধবে যে মূবতি,  
 নিবধি তা ভাব,  
 জনম সফল ,  
 পূজি ভগ্ন মূর্তি মিলে কি ফল ?

৩০

ভাবভ-বহস্য হয পবকাশ,  
 তাহতে মূবতি গঠিতে প্রয়াস,  
 করে ভিন্নদেশী ;  
 ভাবতেব তত্ত্ব,  
 কিকপে বুঝিবে বিদেশী যাবা ?  
 আমাব মূবতি কবিতে গঠন,  
 আৰ্য্য বংশে কেহ নাহি এক জন ।  
 দিক ! দিক ! দিক !  
 দিক ! আৰ্য্যকুলে !  
 আত্ম অভিমান সবাই হাবা !

৩১

শুন শুন প্রিয় ভাবত সন্তান !  
 পুন যদি চাহ, পূৰ্ব্ব ধন মান,  
 পূৰ্ব্ব উচ্চ পদ,  
 মানব সমাজে,  
 যদি বাঞ্ছ সবে একান্ত মনে ;  
 তবে মম মূৰ্ত্তি চিত্রি হুদি পটে,  
 ভকতি সংযোগে পূজ অকপটে,  
 পূৰ্বে আৰ্য্যকুল  
 লভিত ঘেৰুপ,  
 লভিবে নিশ্চয় আনন্দ ধনে ।

৩২

এত কহি দেব নীরব হইলা,  
 ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলা ;  
 হেরি সে মুরতি —  
 সে অপূর্ব তাব  
 বিস্ময় ভকতি উদিল মনে :  
 আরিলাম যত তাপস বচন  
 হুণা লজ্জা আসি করিল দংশন,  
 বুঝিলাম সার,  
 ভারতে হুর্দিন,  
 ত্যাগিয়া কেবল স্বদেশী জনে ।

৩৩

কহিলু কাতরে, পূজ্য উপোধনে,  
 ক্ষমহ ত্রীপাদ এই অকিঞ্চনে ;  
 জুলি তব তব—  
 তোমার মাহাত্মা,  
 ভারত স্রুতের, এহেন গতি ,  
 কৃপা করি দেব । হও অহুফল,  
 আর না ছাড়িব ও চরণ মূল,  
 ক্ষমি অপরাধ,  
 দেহ এই ধর—  
 থাকে যেন এই চরণে যতি ।

৩৪

শুনি উপোধন, কহিলা তখন,  
 চল মম সমে, দেখায কানন,  
 হেরিবে কতই,  
 রহস্য—সুন্দর,  
 সুধের নিদান, এ বনস্থলে ;  
 কানন-মাহাত্ম্য করিতে বর্ণন,  
 মর লোকে, কেহ নারে কদাচন,  
 পশ্চাত্ত প্রদেশে,  
 মম অধিকার,  
 পুরোদেশ, নহে এ করতলে ।

৩৫

“কাল” অভিধানে, এগহন স্থল,  
 সুবিখ্যাত, স্বর্গ, মর্ত্য, রসাতল,  
 বৃত্তাকারে আছে,  
 ব্যাপি কলেবর,  
 ঘুরিছে সত্তত বিচিত্র ভাবে ;  
 একে একে ধরি, মূর্ত্তি চকুপ্লব,  
 বিশ্ব নিকেতনে হতেছে উদয়,  
 উজ্জ্বলযোগে যেই,  
 পুজিবে সে মূপ,  
 সে জন নিশ্চয়, সুফল পাবে ।



৩৬

চল, একে একে দেখাই সকল,  
 হবে বিন্ন নাশ, জীবন সফল,  
 নিবখি বহুসা,  
 হইবে অন্তর,  
 অভিবিক্ত ভক্তি বিস্ময় বসে ,  
 ভগ্ন মনে হবে, আশার সঞ্চাব,  
 পলাবে অশির, যাবে হুঁথ ভাব,  
 পুন পূর্ণ তেজে,  
 কবিরে প্রভুত,  
 ভয় ভক্তি ভাবে, মানিনে নগে ।

৩৭

দিক হাবা হবে, কবিছ ভ্রমণ,  
 নানা পথ সদা, কহে নানাজন,  
 কেহই না জানে,  
 সুপথ কোথায়,  
 গোলোক ধাঁধায়, ঘুরিছে সবে;  
 এস এস বাছা ! চল মম সনে,  
 দেখাব বহুস্য এদিব্য কাননে,  
 যাবে দিগ ভ্রম,  
 পাবে দিব্য চক্ষু,  
 কোথায় সুপথ, বুঝিবে তবে ।

ইতি প্রথম বাণে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

# সুপ্রভা ।

## প্রথম কাণ্ড ।

### তৃতীয় সর্গ ।

১

কহিলা সাদবে, মধুব বচনে,  
বানন বহস্য, তাপসবব,  
সুধাবাশি যেন, ঢালিল প্রবণে,  
বাজিল সঘনে, হৃদয় তাব ।

২

আবন্তিল শ্মি, তম আববণ.  
বেথেছে আবৃত, সমুখ দেশ,  
এই গ্নেত, অই অসিত ববণ.  
বাণীণিবে যথা, সুনীল কেশ ।

৩

অথবা কালিন্দী—অসিত ববণ,  
মিলিছে যেমতি, জাহ্নবী সনে,  
এ অপূর্ব দৃশ্য—মানস-মোহন,  
ভাবিয়া বিষ্ময়, উদিছে মনে ।

৪

এই বর্তমান, অই ভাবী কাল,—  
চিব নববুদ্ধি অগম্য স্থান,  
ভ্রমি তথা, যত স্বাপদ ভবাল,  
সাধি অমঙ্গল, প্রফুল্ল প্রাণ ।

৫

কত শত কুপ, আছে তকতলে,  
কেমন কোশলে, আরত মুখ,  
বিশ্বাস মানসে, আসি মবদলে,  
পডি তাহে মবি ! হাবায় স্মৃথ ।

৬

বয়েছে বিস্তৃত, পাশ ভয়ঙ্কর,  
পডিছে মানব, অজ্ঞাত সাবে,  
দাকণ বন্ধনে, হতেছে কাতব,  
কিছুতে সে পাশ, ছেদিতে নাবে ।

৭

যদ্যপি একপ, অসহায়,—নব,  
বিপদ জড়িত, অবনীতলে,  
বিধাতা-বিধান—অশিব আকর—  
স্মৃথ প্রতিকূল, মানিবে বলে ।

৮

কিন্তু নহে তাহা ; একপ ভাবনা,  
না দিবে কখন, অন্তরে স্থান,

কভু কি মানব বিধাতা-খেলনা ?  
 গুপ্ত ফাঁদে তাই, হাবাবে প্রাণ ?

৯

শিবময় বিধি, নর শিব তরে,  
 পাঠাদেন আমা, অবনীতলে,  
 যে পূজে আমাষ, পবিত্র অন্তবে,  
 অবোধে সে যায়, অভীষ্টে স্থলে ।

১০

সে অংশে আমবা, বয়েছি এখন,  
 কলি অভিধানে, জগতবাসী,  
 কে পাবে বলিতে, ইহাব শাসন,—  
 ইহাব প্রতাপ—মাহাত্ম্যাবাশি ।

১১

যুগশ্রেষ্ঠ কলি—মঙ্গল-নিদান,  
 ব্রিস্তাবি বেখেছে, বিচিত্র ধর্ম,  
 কলি নিন্দে যত মানব—অজ্ঞান,  
 না বুঝি তাহাব, নিগূঢ় মর্ম ।

১২

চাবি দিকে দেখ, তক অগগন—  
 চিব নব পত্রে, আবৃত দেহ,  
 প্রস্থণ ভূষণ—নয়ন তোষণ,  
 পাবেছে কেমন, সাদবে কেহ,

১৩

কহ বা ধরেছে, যতন কবিষা  
 আশু সুখকব, স্তবস ফদা,  
 অসংখ্য মানব, চলিছে বাইষা,  
 দীপালোকে বথা, পতঙ্গ-দল

১৪

স সাব সন্তুত এই তকদল,  
 সাবাবণে খ্যাত, কলুষ নামে,  
 সে ব সুখ আশে, শরীর বিকল,  
 নিবসে মানব অবনী-দামে ।

১৫

নাহি কোন যুগে হেন প্রদোভন—  
 নাপস মানস, বসিয়া যা,  
 যে জন অজ্ঞান, মজ্জিবে সেজন  
 আশু সুখে, কিবা বিচিত্র তার ?

১৬

আছে তিন ভাগ, তক হেন কপ  
 আশুসুখকব, মানোজ্ঞ অতি,  
 মুখে সুখা, কিন্তু হৃদে বিষকূপ,  
 না বুঝি, মানব মজায মতি ।

১৭

ধন্য নামে তক অকপট সাজে,  
 ব্যাপি এক ভাগ রয়েছে কিবা ;

স্বর্গীয় গরবে, সতত বিবাজে,  
বিলায় সুফল, যামিনী দিবা ;

১৮

স্ববগ সন্তুত, মঙ্গল নিদান,  
প্রলোভন শূন্য, সুদীন বেশ ,  
অজ্ঞান মানব, না বুঝি সন্ধান,  
না ভজি ভুঞ্জিছে, অশেষ ক্লেশ ।

১৯

অই দেখ তক সম্মুখে তোমাব,  
উঠে অত্র ভেদি আকাশ পবে ,  
অনন্ত উন্নতি—মহিমা অপাব,  
যত উঠে তত সৌন্দর্য্য ধবে ।

২০

উর্দ্ধদেশে অতি ধবেছে সুফল,—  
চিরসুখপ্রদ, অমৃতময় ;  
স্বলদর্শী নর—শূন্য জ্ঞান বল,  
কেমনে হেরিবে, সে ফল চয় ।

২১

বিশেষ সে ফল, পাইবার তরে,  
উর্দ্ধ দেশে কত, উঠিতে হয় ,  
দুর্বল মানব, বল কোথা ধরে,  
ত্যাগ, ঐশ্বর্য্য আদি, সুগুণ চয় ।

২২

তাঁই তাবা সদা একলে নিবাস,  
আসাদে কলুষ—সুদভ ফল,  
তাঁও স্তম্ভ আশে হয় সৰ্কসনাশ,  
হাবায় দুর্ভাষ স্বর্গীয় বল

২৩

ভবধাম ভব পাপ তরুদল,  
সমীম শবীৰ মানব মত,  
ঘন শাখা-পাত্রে ঢাকে অবিবল,  
ধন্য তব-জাত সফল গতি ।

২৪

যতই পশ্চাতে, করিবে গমন,  
কলুষ পাদপ বিবল তত,  
মহানন্দে তথা, জীব অগণন,  
লভে দিব্য ফল গ্রহন কত ।

২৫

এত প্রলোভন—আশু মনোহর,  
কলি সম আর কোথাও নাই,  
প্রলোভনে সদা ঘেবা কলেবর,  
যুগ মারে কলি প্রধান তাই ।

২৬

কেন না যথায, নাহি প্রলোভন,  
ধরম করম স্নগম তথা ;

প্রলোভন মাঝে ধার্মিক যেজন,  
ধন্য-বীৰ সেই নিশ্চয় কথা ।

২৭

সম্মুখে হেবিনু, ভ্রমি কতক্ষণ,  
বিশাল প্রাসাদ—ধবল কাষ,  
হেবিনু তটিনী—পবিত্র জীবন,  
কল কল হবে সাগবে ধায় ।

২৮

শকুনী গধিনী মিলি দনে দলে,  
উড়িছে, বসিছে প্রাসাদ পবে,  
পূর্ণ দশ দিক শিবা কোলাহলে,  
কূঙ্গনে হিঙ্গ কাতব হবে ।

২৯

নুতন কবল ফেলি সকাতে,  
হৃদ্যাবে গাভী, সঘনে ধায়;  
প্রলয় পর্জন্য উদিল অম্ববে  
দ্রুত ইবদ ছুটিল তাষ ।

৩০

সহসা অন্তর, উঠিল কাঁপিয়া,  
প্রাণ আই চাই, পাগল মত;  
থব থবে উরু, গুব গুবে হিয়া,  
যেন কাব চুবি, কবেছি কত ।



৩১

কহিলাম দেব ! ধব মোরে ধর,  
চবণ অচল, চলিতে নারি ;  
সহসা কেমন, হইল অন্তর,  
বলহ কাবণ, বিপদ-ছাবি !

৩২

গুনি তপোধন, ধরিলা আমায়,  
প্রসাবি ছবায়, দক্ষিণ কব ;  
কহিলা—নাহিক বিপদ দণায়,  
ধৈর্য সমান, স্বাক্ষর বব ।

৩৩

হেন কালে হেরি, পুরুষ প্রবীণ,  
জবা-পবাজিত, রজত কেশ :  
শ্বেত শ্মশ্রু-ধাবী, দশন বিহীন,  
মলিন মূর্তি, সামান্য বেশ ।

৩৪

কটিদেশ ঘেবা, কৌষিক বসনে,  
এক পদে, দিব্য পাছুকা রহে ;  
হেরিলু দারুণ আতপ তাড়নে,  
অজস্র ঘরম, সর্বদাঙ্গ বহে ।

৩৫

সেই প্রাসাদের গুপ্ত দ্বার দিয়া,  
হেন বেশে বৃদ্ধ, বাহিরে যায় ;

কল্লোলিনী কুলে, চাওয়া ছুটিয়া  
ক্ষণ ছুটে, ক্ষণ ফিবিয়া চায় ।

৩৬

কহিল বিধাদে, বুঝিবে কাণে,  
মনো ভাব বুঝি, তাপস মণি ,  
কেন হেন বেশে, কবে গানাম  
প্রবীণ প্রকম, প্রমাদ গণি ।

৩৭

পাসাদ সম্মুখে, হৃদ উপনীত,  
হেবিমু, বিশান তোবণ পাবে ,  
কর্ত্তনৈ সদৃশ সূচাংশু অঙ্কিত,  
উড়িছে পতাকা উল্লাস ভবে ।

৩৮

আবব-সম্ভূত অশ্ব অষ্টদশ,  
গ্রীবা কবি বক্র নাচিছে যেন ,  
শ্রম-জাত ঘর্ম্মে, শবীব সরস,  
সঘনে আননে উঠিছে ফেণ ।

৩৯

তেজঃ-গর্ভ-শক্তি-লক্ষণ-ব্যঞ্জক,  
হেমা ববে পূর্ণ, আকাশ দেণ ;  
দীর্ঘ শ্রদ্ধধারী বিদেশী বক্ষক,  
খুলিছে বতনে, সযাব বেশ ।

৪০

পশি খাষি মনে, প্রাসাদ প্রাঙ্গণে,  
নিবখিলু, দৃশ্য—ভাষাল অতি ;  
চিব হৃদিপটে, উজ্জল বরণে,  
বহিবে অঙ্কিত, কলঙ্ক জ্যোতি ।

৪১

হে বিনু পুরুষ—খর্ব্ব কলেবর,  
আজাতুলস্থিত, যুগল কব .  
কৃষ্ণ শ্মশ্রু বাজি, ঢেকেছে অধর,  
উপবিষ্ট, সিংহ-আসন পব ।

৪২

তুবকী উষ্ণীষে, শোভে শিবোদেশ,  
লৌহময় বস্ত্রে, আবৃত অঙ্গ ,  
ভীককুল ত্রাস সামবিক বেণ,  
মাঝে মাঝে কত, কবিছে বঙ্গ ।

৪৩

কটিদেশ বন্ধ, কোমল বন্ধনে,  
ঝল ঝলি অসি, বিজলী খেলে ;  
সমাগতে লক্ষি, বিকট নয়নে,  
বিধিছে সম্মনে, কুবাক্য শেলে ।

৪৪

ষডদশ সেনা, হযে ছুই দল,  
নীরবে দাঁডায়ে, উভয় পাশে ;

বর্ষ চর্ষ্য অসি কবে ঝল মল,  
মাঝে মাঝে ঘোব বিকট হাসে ।

৫

দেখিলু সম্মুখে, কবি যোড কব,  
দাঁড়ায়ে, ঐবীণ ব্রাহ্মণ কত ;  
দাকণ আতঙ্কে, কাঁপে থব থব  
নিষাধ-বিজিত কুবঙ্গ মত ।

৪৬

ব্রাহ্মণে সম্বোধি কহিল। তখন  
থর্যাকৃতি নব, পকম ভাষে,  
বব বে, কাফের। কোবাণ গ্রহণ  
নতুবা প্রেবিব কৃতান্তবাসে ।

৪৭

এই মাত্র তোবা, কহিলি আমায়,  
আছে হিন্দুপ্রেত শাস্ত্রের লেখা, —  
হিন্দু তেজোববি, চবম সীমায,  
যবন তামসী, দিবেক দেখা ।

৪৮

শুনি প্রেতমুখে, প্রেতেব লিখন,  
পলাল তোদেব বঙ্গের নাথ ;  
বীৰ চুডামণি, নৃপতি বতন !!  
স্বণিল যুঝিতে যবন সাথ ।

৪৯

এখন ত গোবা বঙ্গ অধিপতি,  
এ'ষাদি সটো, নঙ্গল চাও ,  
বন আল্লা নাম, ত্যজ পাপমতি,  
নিম্নত খোদাব মহিমা গাও ।

৫০

জালি অগ্নিকুণ্ড, পাঁজি পুখী যত,—  
আর্য কুলকীর্তি—অক্ষয় স্তম্ভ !!  
কর ভস্ম বাশি, এ জনম মত,  
ভজহ কোবাণ, প্রকাশি দস্ত ।

৫১

চাহ যদি হিত, বলি যাছা কব,  
নতুবা এখন, লইব শিব ,  
তাজি দিগম্বর, ভজ পেশ্বর,  
ছাড়ি লোডালুর্ডা, পূজহ পীর ।

৫২

গান্ধী আ'ল্লুক ত জ জপ তপ,  
মক্কা ছাড়ি, বাজা নমাজ খব ,  
তাজি যন্ত্রসূত্র, তগুল আতপ,  
ভঙ্গহ বু কুট—বিহঙ্গ বব ।

৫৩

কছি হেন কপ, অশাণ কপাণ,  
তুলিল বর্ষব, দক্ষিণ করে ;

ভয়ে কোন দ্বিজ, হয়ে ত্রিষমাণ,  
ধরিল কোবাণ, মস্তক পরে ।

৫৪

তার মাঝে, এক ব্রাহ্মণ রতন,—  
দিব্য তেজঃ সূত, নির্ভীক অতি ;  
মর্শভেদী বাণী, করিয়া শ্রবণ,  
রক্তিম লোচন, সরোষ মতি ।

৫৫

কহিলা ভূদেব, সুগভীর স্ববে—  
থাক বে যবন ! কলুষ মতি !  
বিধাতা-বিধান, স্নেহ পশে ঘরে,  
হইলা ভিখারী, এ বঙ্গপতি ।

৫৬

তোরা ত বর্কব, কদাচার ময়,  
তোদের আবাব, ধরম কই ;  
সোণার সংসার, হবে দুবাশয় !  
কবিলি শ্মশান, কেমনে সহি ।

৫৭

আর্য্য শাস্ত্র যত, ভুবনে অতুল,  
তোরা কি বুঝিবি, বর্কর জাতি ;  
বুঝে কি পামর ! শাখামৃগকুল,  
দুর্লভ সাগর মুকুতা ভাতি ?

৫৮

নবকুস কালি, গোঁয়াবেব দল,  
ধৰম কাহিনী, তুল না আব ;  
তাজি গঙ্গা নীৰ, বদ্ধ বৃপ জল,  
কবিবাবে পান, বাসনা কাব ৭

৫৯

শুন বে ছুস্মতি । শুন বলি সাব,  
সংসাবে অতুল আৰ্য্যোব ধৰ্ম্ম ,  
আৰ্য্যকুলে সেই ঘোব কুলাঙ্গাব,  
যে ত্যজে এ ধৰ্ম্ম, না বুঝি মস্ম ।

৬০

দেখ ছবায়ন । বহিবে যাবত,  
এক বিন্দু বক্ত, ধমণী দিয়া ,  
সত্য সনাতন, আৰ্য্য অনুমত,  
ধৰমে আকৃষ্ট, বহিবে দিয়া ।

৬১

এত বলি দ্বিজ, দিলা অভিষাপ,  
চাছি এক দৃষ্টে, আকাশ পানে ;  
অত্যাচাৰ ফল, পাবি পবিতাপ,  
হবে প্রাশ্চিত্ত, জীবন দানে ।

৬২

শুনি মেচ্ছপতি, ঈঙ্গিত কবিল,  
অনুচব তাব, তুলিল অসি ,

লক্ষি দ্বিজ শিব, সবনে হানিল,  
স্বক হতে যুগু, পড়িল খসি ।

৬৩

লুটাল ধবায়, ব্রাহ্মণ শবীৰ,  
ব্রহ্মবক্তে বঙ্গ, কবিদ্য দান,  
নিবধি সে দৃশ্য, হইল অধি ব,  
বোম ফোভ এং, বাটিল প্রাণ ।

৬৪

ছুটিহু সবেগে, যথা সে যবন,  
বা হবিতে ভাব, কলুষ প্রাণ ;  
পৃষ্ঠবাস এবি, বিজ্ঞ তপোবন,  
বাথিলা কবিয়া, সাস্ত্রনা দান ।

৬৫

বাহিবিলি ধাষি, ধবি মম কব,  
বিস্তাৰি, কতই কৌশল জাল ;  
হেবিলু চৌদিকে, যবন নিবব,  
বেড়ি আছে, যেন পতঙ্গ পাল ।

৬৬

বিজ্ঞান প্রদেগে, পশি ছই জনে,  
বসিহু শিলাম, পাদপ তলে,  
কহিহু তাপসে, কৌতুহল মনে,  
কি দেখিহু দেব ! এ বন স্থলে ?



৬৭

কি জন্য ব্যাকুল, হতেছে পবাণ,  
ঘটেছে যেন, কি অনর্থ বাশি,  
অন্তর অনল, হইত নির্বাণ,  
নিঠুব-হৃদয় যবনে নাশি ।

৬৮

কেন নিবাবিলে, নাশিতে বর্কবে,  
বলহ শ্রীপাদ ! সদয় হযে;  
কেন বাঁ হেরিছু, সদর্পে বিচরে,  
দুবস্ত যবন সেনানী চয়ে ।

৬৯

মৌন ভার ধ্বি, কবিলা ধাবণ,  
নির্কীতে যেমতি, পাদপ পতি;  
জড সম দেব, থাকি কতক্লণ,  
উত্তবিল হুয়ে, কাতর অতি ।

৭০

কি আর জিজ্ঞাস, হল সর্কনাশ,  
ভাঙ্গিল এ বঙ্গ কপাল আজ !  
ফুবাইল আজি, বঙ্গ-সুখ বাস,  
স্বাধীনতা-মাথে, পড়িল বাজ ।

৭১

রঙ্গসুখ সূর্য্যে, লাগিল গ্রহণ,  
আকগান-রাহ, করিল গ্রাস,

লুটিল যবন, অমূল্য রতন,  
পশি অনায়াসে, এ সুখ-বাস ।

৭২

অই যে হেরিলে, খর্বাকৃতি নবে,  
বসি সিংহাসনে, না ধবে হাসি,  
বস্তারখিলিজী, অভিধান ধবে,  
মহম্মদ-শিষ্য, তুরস্কবাসী ।

৭৩

নব ধর্ম-মদে, মেতেছে অন্তব,  
হয়েছে যবন, পাগল প্রাণ ,  
আকবাব আল্লা, ঘোষে নিবস্তব,  
পদ ভরে ধরা, কম্পিত-কান্ন ।

৭৪

বিজয় পতাকা, পত পত স্বরে,  
দ্রুস্ত যবন-বিজয় ঘোষে ;  
আফ্রিকা, আশিয়া, যুবোপ ভিতবে,  
শ্রেষ্ঠ তেজে সবে, ফাটিছে রোষে ।

৭৫

লয়ে সপ্তদশ সেনা মনোমত,  
পশিল খিলিজী, সুরণ গেহে ,  
দেখে ওনে, বাছা ! হুজু জান হত,  
ভারিলে ধৈর্য, না রহে দেহে ।

৭৬

এত খানি হল, বয়স আমার,  
 মুখাণ্ডে রষেছে, যুগেব কথা ;  
 শুনেছি কতই, দেখেছি অপার,  
 পাকিয়া কুস্তল, বজত যথা ।

৭৭

কখন না হেন, শুনিবু শ্রবণে,  
 হেবিবু নমনে, এ চাবি কাল ,  
 না উঠিতে ঝড়, ভষাকুল মনে,  
 পলায় নাবিক, ফেলিয়া ছাল ।

৭৮

অগ্রে যেই জনে, কবেছ দর্শন,  
 তিনিত এবঙ্গ, ভূপাল মণি !  
 আগত যবন, কবিলে জবণ,  
 বঙ্গ সূত্রে দ্বিজ, হইল শনি ।

৭৯

শুনি ঋষি বাক্য, নির্কামিত মত,  
 ক্ষোভে, বোষে, শোকে ব্যাকুল প্রাণ ,  
 কহিলাম দেব । এবে সব গত,  
 কিসে পাবে বঙ্গ, সে পূর্ব মান ।

৮০

কেন শিবময় । নিষেধিলে বল,  
 নাশিতে পামবে, ধাইবু যবে ;

নাহি নিবাবিলে নাশি অবিদল,  
স্বাধীনতা পুন, দিতাম সবে ।

৮১

উছ কি কলঙ্ক ! বঙ্গাধিপ তাজ,  
বঙ্গশিবে দিল, এ জন্ম মত ;  
ববে যত দিন, মানব সমাজ,  
এ কলঙ্ক সবে, ঘোষিবে ঐত ।

৮২

হেন কাপুক্ষ্ম, হেন কুলাঙ্গার,  
পাইল এবঙ্গ, বঙ্গণ ভার ;  
কেশবী আসনে, শিবা ছবাচাব,  
বিধি-বিধি বুঝে, শকতি কাব ?

৮৩

এক বিন্দু বক্ত, না ছিল শবীবে,  
যুঝিতে অসভ্য যবন সনে ;  
আসিল যবন, গুনি তা অচিবে,  
পলালি বে ভীক ! পবাণ পণে ।

৮৪

না মিটিল তোব, নরকুল-কারি ।  
সুখ ইচ্ছা, এই অশীতি বর্ষে ,  
আত্ম সুখ লাগি, স্বকুল মজালি,  
দুরন্ত বিপক্ষে, মাতালি হর্ষে ।

৮৫

এত সাধ ছিল, এবৃদ্ধ বয়সে  
বাঁচিবাবে ধরি, অধীন কায়ী ;  
সংসার পুরিল, তোর অপযশে,  
কেন হল এত, জীবনে মায়া ।

৮৬

কেন নাহি যুঝি, যবনের সনে,  
মরিলি সমবে, বীবের মত ;  
স্বদেশ রক্ষণে, যুঝি প্রাণপণে,  
যে মরে তাঁহার, গৌরব কত ।

৮৭

অক্ষয় আনন্দ, বৈজয়ন্ত ধামে,  
আস্বাদে সেজন, মনেব স্নেহে ;  
নাচে বীর হিঙ্গা, সেই বীব নামে,  
তার গুণবাদ, সবার মুখে ।

৮৮

সত্য বটে আছে, শাস্ত্রের লিখন,—  
পশিবে তুবকী, এবঙ্গ ঘবে ;  
সমরে বারণ, আছে নিদর্শন ?  
যুঝিতে নিষেধ, কোথায় কবে ?

৮৯

ভীকু দলে মিলি, করিয়া যুকতি,  
রচিলা বিধান—সারত্ত্ব হীন ;

চলি সেই মতে, হাবাষে শকতি,  
হইল বাঙ্গালী, শুব্ধে দীন ।

৯০

ভীক বিবচিত, শাস্ত্র যত খুলি,  
ভীক দ্বিজকুল, কহিল কত ;  
ভীক বঙ্গাবিধ, সে বচনে ভুলি,  
খোয়াইল কুল গোবব যত ।

৯১

যে ক্ষতি বঙ্গব, হল আজ মবি !  
তুলনা তাহাব, ভূতলে নাই,  
পবাবীনী বঙ্গ, উহ ! মবি ! মবি !  
ভাবিলে আঁদাব, দেখিতে পাই ।

৯২

যেই স্বাধীনতা, এ সংসার সাব,  
যেই স্বাধীনতা, অমূল্য মণি ;  
সেই স্বাধীনতা, যত দুবাচাব,  
হবি, আঁধাবিল এ বঙ্গ-খনি ।

৯৩

স্বাধীনতা গেল, কি রহিল আঁব,  
পরান প্রয়াণে, কি ফল দেহে ;  
চরণে দলিবে, যত নরাঙ্গার  
পশি দিবানিশি, এ বঙ্গ গেহে ।

৯৪

থাকুক বিভব, ভূধব প্রমাণ,  
হও না ধনেশ, যক্ষেশ তুল ;  
প্রকৃত উন্নতি, করিবে প্রয়াণ,  
বাচে কি লতিকা, ছিঁড়িলে মূল ।

৯৫

ভুবন ভিতরে, কেহ না আদবে,  
পুরুষার্থ হীন অধীন জনে ;  
লবণ বিহীন, ব্যঞ্জন স্নন্দবে,  
যেমতি নানব, মনে না গণে ।

৯৬

মন প্রশ্রবণে না উঠিবে আব,  
আদিম ভাবেব, স্বাধীন ধারা ;  
চাটুকার ব্রতে, মজি অনিবার,  
অনাথিনী বঙ্গ, গৌরব হারা ।

৯৭

রাজ-বাণী বঙ্গ, হল ভিখারিণী,  
স্মরিলে হৃদয়, দগধ হয় ;  
সেবি প্রভুপদ, দিবস যামিনী,  
খোয়াইবে, আত্ম গৌরব চয় ।

৯৮

উপাসনা-লব্ধ সামান্য অশনে,  
না হবে এখন উদর পূর্তি,

অজ্ঞান প্রসূত দোষ দরশনে,  
ধবিবে যবন, পিশাচ মূর্তি ।

৯৯

যবন আদেশ করিতে পালন,  
মুখ অন্ত ফেলি, ছুটিবে বঙ্গ ,  
সহিবে কতই, যবন লাঞ্ছন,  
নিশীথে স্মৃষ্টি হইবে ভঙ্গ ।

১০০

স্বাধীন জীবনে, নিত্য নব স্মৃথ,  
বহে নিত্য নব পীরিতি ধারা ;  
নিবধি বিশদ আনন্দের মুখী,  
প্রকুল পরাগ, স্বাধীন যাবা ।

১০১

কহিলু তাপসে, স্নগভীর স্ববে,  
নাশিতে যবনে, পশিব রণে ;  
নিবারি আদরে, ধরি মম করে,  
কহিলেন ঋষি, বিবগ্ন মনে ।

১০২

ধস্ত ধস্ত বাছা ! সাধু ইচ্ছা তব,  
কিস্ত রে উত্তলা হলে কি ফল ;  
এবে বঙ্গ স্মৃথ, প্রতিকূল সব,  
পাশে স্বাধীনতা, কেমনে বল ?



১০৩

সংঘটিত বঙ্গে দুর্যোগ বিষম,  
 স্তিব হও বাছা ! ধৈর্য ধর ;  
 তোব এ সাহস, এহেন বিক্রম,  
 ত্রিভুবন পূজ্য, মঙ্গল কব ।

১০৪

কিন্তু কথা এক, কহি তোমা শুন,  
 কবহ সে কথা, হৃদয়-হার ,  
 স্বাধীনতা ধন, যদি চাহ পুন,  
 সে কথা সতত, জানিবে সার ।——

১০৫

বিলাস-প্রিয়তা—নর-শিব-হর,  
 বিরাজিত এবে, এ বঙ্গ ঘরে ;  
 তার পদে বঙ্গ, বিক্রীত অন্তব,  
 সেবা-রত তার ভকতি ভরে ।

১০৬

নিশাচরী সম, পাতি মায়াজাল,  
 বেঁধেছে, বঙ্গের দুর্বল মন ;  
 মায়ী চক্র তাব, রবে যত কাল,  
 না মিলিবে পুন, সম্পদ ধন ।

১০৭

অন্তর সাম্রাজ্য, দিয়া বিসর্জন,  
 যে বঙ্গ নিশ্চিন্ত, ঘামিনী দিবা,

বাহ্য রাজ্য ধন, না কবিয়া বণ,  
দিবেক যবনে, বিচিত্র কিবা ?

১০৮

অস্তব অরকু—প্রকৃত দুর্জয়,  
ঘোব রণে অগ্রে, কবহ জঘ ;  
উদ্ধাব অস্তুর রাজ্য সমুদব,  
না ববে তখন, যবন-ভঘ ।

১০৯

বিলাস আদেশে, ব্যসন মগন,  
পরিশ্রমে বঙ্গ, কাতর অতি,  
আলস্য আবেশে, জড়ের মতন,  
চেষ্ঠা শূন্য এবে, বঙ্গের মতি ।

১১০

বঙ্গের এ দশা, শোচনীয় অতি,  
ধবাতলে হেন, কোথাও নাই,  
ফিবাতে হইলে, অধঃপাত গতি,  
হুঃসাধ্য কঠোর, সাধনা চাই ।

১১১

চল যাত্ৰমণি ! ধৈর্য্য ধব ধব,  
সাধনা প্রণালী, দেখিতে পাবে ;  
আগ্রহ পূরিত, করহ অস্তুর,  
অজ্ঞান আঁধার, কাটিয়া যাবে ।

ইতি প্রথম কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

# সুপ্রভা ।

প্রথম কাণ্ড ।

চতুর্থ সর্গ ।

---

১

চলিত পশ্চাতে, তাপাসব সনে,  
সুখ শান্তি লেশ, নাহি কিছু মনে,  
দাকণ হতাশে  
সুদীর্ঘনিশ্বাস,  
বহে ঘন ঘন, অনল প্রায়,  
কি কবি, কি কবি, কি হল ছুর্দিন,  
উছ! মবি। বঙ্গ হল পবাধীন,  
শূন্য দশ দিক,  
ঘুবিছে মস্তক,  
পুড়িছে অন্তর, পুড়িছে কাষ ।

২

কহিলেন ধীরে, ফিরি তপোধন,  
 দেখাতে বহুশ্য, হুতু বিস্মরণ,  
 অপূর্ব সে দৃশ্য,  
 সংসার দুর্লভ,  
 নতত এতদ্ব গৌবব স্থল ;  
 হুল গেল কত, বর্ষ অগণন,  
 হেন মহা কাণ্ড, না হেবি কখন,  
 না হেবি কোথাও,  
 হেন আয়োজন,  
 দূষিতে ছবন্ত, অবাতি দল ।

৩

বসি তকতলে, তাপস রতন,  
 কহিলেন বাছা ! করহ শ্রবণ,  
 পশি বঙ্গ ঘবে,  
 কিছু দিন পবে,  
 মাতিয়া উঠিল, যবন কুল ;  
 প্রভুত্ব গরবে, কবি তৃণ জ্ঞান,  
 সদা টুটে বঙ্গ-প্রাণাদিক মান,  
 কাড়ি নিল ক্রমে,  
 চির প্রিয় স্বত্ব,  
 ছিঁড়িল সুপের, অনন্ত মূল ।

৪

অনাথিনী বঙ্গ, নাহিক সম্বল  
 যবন পীড়নে শবীর বিকল,  
 সস্তাপহারিণী  
 স্রবুপ্তি কপসী,  
 নাহি লয় ভক্ত, বঙ্গের আর,  
 কখন কি হয়, কখন কি হয়,  
 কখন দলিবে, চবণে নিদয়,  
 কখন টুটিবে,  
 দুর্লভ সম্মান,  
 এচিন্তা বঙ্গের হইল সাব ।

৫

হেন কালে কোন, পুরুষ বতন,  
 বিলাতে এ বঙ্গে, স্বাধীনতা ধন  
 দলিতে ছুরন্ত,  
 যবন দানবে,  
 ভাবত ঈশানে, দিলেন দেখা ,  
 স্তম্ভবিহীন রক্ত বাস পরিধান,  
 রুদ্রাক্ষের মালা, গলে ছল্যমান,  
 দীর্ঘ শ্মশ্রু ধারী,  
 বিশাল ললাটে,  
 বকত চন্দন ত্রিপুণ্ড্র রেখা ।

৬

ডাকিনী যোগিনী-সঙ্কল শ্মশানে  
 নিশীথে নিমগ্ন আদ্যা-শক্তি-ব্যান্ধে,  
 ঘোব অন্ধকাব,  
 কৃষ্ণা চতুর্দশী,  
 ঘোব শিবা-ববে, চৌদিক পূর্ণ,  
 হাসে অট্ট অট্ট, ভূত প্রেত দল,  
 শঙ্কিনী, প্রেতিনী হাসে খল খল,  
 কেহ বা উল্লাসে,  
 লয়ে নরমুণ্ড,  
 ভীষণ দশনে কবিছে চূর্ণ ।

৭

হেন ভীম দেশে, পুষ্ক-প্রধান,  
 লবে শব জবা ধূনা দীপ দান,  
 গৃজে মহাশক্তি,  
 ভকতি সংযোগে,  
 শিময়ী শক্তি পাবাব তবে ;  
 শক্তি প্রসাদে লভি মহাবন,  
 বিদূবিবে বঙ্গ বিপক্ষ সকল,  
 হইবে নিম্মূল,  
 যবন দানব,  
 হেন শুভকর সঙ্কল্প ধবে ।

৬

৮

নিষ্কি পথে সদা দৃঢ় অষ্ট পাশ,  
কঠোর তপস্যা কবে সব নাশ,  
নাশিতে সে পাশ,  
চিস্তি কত দেব,  
বচিলা বিধান—মঙ্গলময়,  
ঘৃণা নাশে নর-কপালে ভোজন,  
লজ্জা পবাজয় কবে দিগ্‌ময়  
শ্রাশান-বসতি,  
শোক কবে দূর,  
শরাসন রাঢ়া ! বিনাশে ভয় ।

৯

কুল শীঘ্র জাতি নিন্দা পাশ যত,  
চিত্তা ভস্ম আব অস্তি মালে হত,  
দিব্য, বীৰ, পশু,  
ত্রিভাবে মকাবে,  
প্রসবে যে ফল বাথানে কত,  
রাখিতে যবনে ঘোব অন্ধকাবে,  
কতই কোশল বিধান নির্দ্ধাবে,  
যবন পীড়িত,  
আসি একে একে,  
হুইল তাঁহার শবণাগত ।

১০

কহিলু তাপসে, বিস্মিত অন্তবে,  
জনন্য মকার গে জন আচবে,  
কেমনে সে জন,  
ভুবন আধাধা,  
কিসে দেব ! এত মহিমা তাঁব ?  
পতন সাগরে, মকাব সেবনে,  
ডুবিল এ বঙ্গ বিষাদিত মনে :  
তবে কেন বল,  
প্রশংসিছ দেব !  
মকার আচাবী পুঙ্কমে আব ?

১১

উন্মিলিা শ্মি, মকার-মহত্ব,  
না বুঝি এ বঙ্গ, হইল প্রমত্ত,  
সুখদা ঘোষদা,  
মকার মহিনা,  
না বুঝি মজিল, অভাগ্যবতী :  
থাকিত যদ্যপি জ্ঞানাগু তাহার,  
তা হলে জঁজাল যুটিত কি আব ?  
তা হলে কাটিয়া,  
দাসত্ব শৃঙ্খল,  
হইত আবাব সরস মতি ।



১২

মকাব মবম কবিত্তে বর্ণন,  
 কেহ নাহি গিলে ঋজি ত্রিভুবন  
 শত শত প্রস্তে,  
 হয স্তূপাকাব,  
 তবু কভু শেষ না হব তাব ,  
 কব অবধান, কহি বাছা ধন ।  
 হইবে নিশ্চয় সন্দেহ ভঞ্জন ,  
 শিবেচ্ছু পুরুষ,  
 বাথানে যেকপ,  
 কল্যাণ-দায়িনী মকাব সাব ।

১৩

ব্রহ্ম-বন্ধু হতে যে সূধা নিসেবে,  
 শাস্ত্র মতে তাহা মদ্য নাম ধবে,  
 সে সূধা যে জন,  
 কবে আস্বাদন,  
 মদ্যপাবী সেই পুরুষ বব ,  
 এ রূপক মর্শ্ব বুঝে যেই জাতি,  
 ধবামাঝে তার দীপ্ত যশোভাতি ;  
 তাহাব মহত্ব,  
 গৌবব—অপাব,  
 শোভে সম ভাবে অবনী পব ।

১৪

বুদ্ধি মান দণ্ডে, প্রবৃত্তি বন্ধনে,  
 প্রকৃতি সাগর মথি সযতনে,  
 পবন উল্লাসে,  
 তুলি জ্ঞান সুধা,  
 মস্তিষ্ক ভাণ্ডার যে কবে পূর্ণ,  
 সে অমৃত পান কবি অনুক্ষণ,  
 এসংসারে যেই কবে বিচরণ,  
 শাস্ত্র অনুসারে,  
 মদ্যপ সে জন,  
 সে কবে বিপক্ষ দবপ চূর্ণ ।

১৫

না শব্দে বসনা বুঝহ সন্ধান,  
 ভক্ষে তাব অংশ যেই মতিমান,  
 সে মাংস সাধক,  
 মহেশ বচন,  
 ইহাব বহস্য গুনহ কই,  
 যেই জন কবি বাক্য সংযমন,  
 নিজ কর্ম সিদ্ধি চিন্তে অনুক্ষণ,  
 অতি হৃদয় দর্শী,  
 চাপল্য বিহীন,  
 সে মাংস সাধক—ভুবন-জয়ী ।

১৬

নিশ্বাস প্রশ্বাস নামে মীনদ্বয়,  
 ছেঁড়া পিঙ্গলাব মাঝে সদা বয়.  
 সে মীন যুগল,  
 যে কবে ভক্ষণ,  
 সেই জনে মীন সাধক বয়,  
 গুণহ রহস্য—যেই মহাজন,  
 বোধি স্বাসদ্বয়, ধ্যানে নিমগন  
 সে মীন সাধক,—  
 বিপদ বিজয়ী,  
 কস্ম সিদ্ধি তাব পশ্চাতে বয় ।

১৭

কমল আবৃত কর্ণিকা ভিতবে,  
 সর্গোরবে আত্মা, অবস্থিতি কবে,  
 কোটী রবি কর  
 সম সমুজ্জল,  
 কোটী শশী সম শীতল অতি,  
 কমলীয় মহাকুণ্ডলিনী যুত,  
 হেন মহাজ্ঞানে যাব মনঃপূত,  
 সে নব কেশরী,  
 শঙ্কর বচন,  
 বৃন্দা আরাধক—প্রশান্তমতি ।

১৮

স্বাভা-ব্রহ্মা-বুদ্ধি-স্বন্দব,  
 যে জন বিচবে, সংসার ভিতব,  
 নিজ শক্তি পবে,  
 বিশ্বাসি স্ফূট,  
 অসাধ্য সাধনে, যে জন ধায় :  
 আত্মাদর স্বর্ঘ্য যার সমুজ্জ্বল,  
 নব্রতা চন্দ্রমা অতি স্নানতল,  
 সে মহা পুরুষ,  
 মুদ্রা আবোধক,  
 তাব গুণ যশঃ অমবে গাধ ।

১৯

পূজা বড় অঙ্গ, কবি আয়োজন,  
 যে ববে আপন আত্মাত বমণ,  
 সে পুরুষবদ্র,  
 মৈথুন সাধক ;  
 গোপনীয় অতি মৈথুন তত্ত্ব ;  
 ন্যাস, ধ্যান, জপ, নৈবেদ্য, আহ্বান,  
 দক্ষিণা এ বড় পূজার বিধান,

আলিঙ্গন আদি, \*  
স্থানে এই সব,  
আচবি সে জন সাধনামত ।

২০

তঃসাধ্য মৈথুন সাধনাব সাব,  
অ আত্মায় বমে হেন সাধ্য যাব,  
সে নব বতন,  
সাধক প্রধান,  
অসাধ্য—সুসাধ্য, তাহাব কাছে,  
আত্মাদবে যাব অন্তব ভূষিত,  
নাহিক বাহিবে বিস্ত প্রকাশিত  
সে মানব সিংহ,  
জ্ঞানীকুল মণি,  
তাঁব সমকক্ষ, জগতে আছে ?

\* অর্থাৎ আলিঙ্গন স্থানে ন্যাস

চুম্বন	“	ধ্যান
বসন	,	জপ
লেপন	“	নৈবেদ্য
শীংকাব	,	আস্থান
স্নেহপাত	“	দক্ষিণা

২১

মকার-মহিমা কহিলাম সার,  
 তাহার মাহাত্ম্য, শক্তি—অপার;  
 অবনী ভিতরে,  
 যেই কোন জাতি,  
 মকার আসক্ত একান্ত মনে;  
 সেই জাতি বাছা ! লভি দিবা জ্ঞান,  
 ধন মান শীলে ধরণী-প্রধান,  
 তাহার সুখঃ,  
 সুকীৰ্ত্তি কলাপ,  
 গায় দিবা নিশি সুকবি গণে।

২২

প্রকৃতি সুন্দরী, তাহার কিঙ্করী;  
 প্রণমি সাগর, নিজ বক্ষে ধরি,  
 লয়ে যায় তারে,  
 দেশ দেশান্তরে,  
 নানা রত্ন ধরে, সম্মুখে তার;  
 ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুত, আকাশ,  
 সবে নত শির, যেন ক্রীত দাস,  
 অকপট চিতে,  
 লয় দিবানিশি,  
 শত শত কার্য্য-সাধন ভার।

১১

৬ ল চলে তবি, স্নেহে বাস্পবৎ,  
 ছ দিনে উতবে, ছ মাসেব পথ  
 ত জি নিজ বাস,  
 ৮ ল স্নানবী,  
 দেশে দেশে তাব, সন্দেশ বাহ ,  
 অজ্ঞান নাশিনী, জ্ঞান প্রদায়িনী  
 শ্রীবিষ্ণু ঘবণী, বৈকুণ্ঠ বাসিনী  
 তাব আকষণে,  
 ত্যজি বিষ্ণু বক্ষ,  
 ভাবতী তাহাব মুখাগ্রে বাহ ।

২৪

সমাজ উন্নতি, কবিত্তে সাধন,  
 ধর্ম নীতি কত, কবে নির্দ্ধাবণ,  
 সাক্ষিত্য, গণিত,  
 দশন, বিজ্ঞান,  
 প্রকুল অন্তবে, প্রকাণ্ডে কত ,  
 ত্যজি ধর্মস্তবী, দেবেশ নগবী,  
 আগত ধবায় বৈদ্য বেশ ধরি,  
 ব্যাধি আক্রমণে,  
 ত্যজি নিদ্রাহাব,  
 সেবে তাবে শনা কিঙ্কব মত ।

২৫

আপনি কমলা, অগণিত ধন,  
 প্রদানি তাহাবে, বিকশিত মন,  
 কুবের সমান,  
 ভাণ্ডার তাহাব,  
 ঐশ্বর্য অতুল, অবনী ধামে ;  
 বিভবশালীতা, সুষমঃ অপাব,  
 ধবণী মণ্ডলে ব্যাপ্ত অনিবার,  
 কমলা প্রসাদে,  
 নিখিল সংসার,  
 সতত প্রগত, তাহাব নামে ।

২৬

দিবা, বীর, পশু ত্রিভাব আভাস ;  
 কথাব প্রসঙ্গে, কবেছি প্রকাশ,  
 পঞ্চ মকারেব,  
 কহিলু যে অর্থ,  
 দিব্য ভাব গত, জানিবে তাহা ,  
 বীর ভাবাশ্রিত মকার যে হয়,  
 ভিন্ন রূপ অর্থ, শাস্ত্রে নির্দ্ধাবয়,  
 গুন দিয়া মন,  
 নিগূঢ় মবম —  
 চিব শিব-গন্ত অপূর্ব যাহা ।



২৭

নিশীথে নির্জনে, যে জন শ্রমশানে,  
 গ্রামাঙ্গী বমণী, আদ্যা শক্তি জ্ঞানে,  
 প্রীতি আশে তাঁব,  
 ভবতি সংযোগে,  
 সাদবে মদিবা, কবায পান ,  
 ইচ্ছা পবিহবি, অতি পুত মনে,  
 নিযুক্ত সে নাবী-মানস-বজ্রনে,  
 বীব ভাবপূর্ণ,  
 সে নর কেশবী,  
 সবে করে তাব সুবশ গান ।

২৮

এ কপক-মর্ম, গোপনীয় অতি,  
 আদ্যাশক্তি জ্ঞানে, যেই মহামতি,  
 একান্ত অন্তবে,  
 পূজে মাতৃভূমি,  
 উপাস্য দেবতা, স্বদেশ যার ,  
 দেবী প্রতি সদা, নিষ্কাম ভকতি,  
 সুখ আশে তাঁব, যত্নবান অতি,  
 হলে প্রযোজন,  
 বিসর্জে জীবন,  
 সে বীব ভাবুক—সংসার সার ।

২৯

স্বাধীনতা মণি—অমূল্য রতন,  
সেই বীর বক্ষে শোভে অলুক্ষণ,  
সে মণি মহিমা,  
বুঝে সেই বীর,  
সবলে কেহ তা, হরিতে নারে ;  
কভু যদি কোন, ভিন্নদেশবাসী,  
হরিতে সে মণি, যত্ন করে আসি,  
বীর রসে রসি,  
সুখি তাব সনে,  
পাঠান্ন সে জনে, শমনাগারে ।

৩০

কত শত দেশ, নগর নগরী,  
তাহার প্রভাবে, দীন বেশ ধবি,  
রাশি রাশি ধন,  
মাথে করি সন্মা,  
দ্বারদেশে তার, দাঁড়ায়ে রয় ;  
তাহার প্রভুত্ব, জগতে অতুল,  
তার তেজে অরি, সতত ব্যাকুল,  
অরুণ উদয়ে,  
তিমির যেমতি,  
তার ভয়ে ছুটে, অরাতি চয় ।

৩১

মদ্য, মাংস, মীন, মুদ্রা, মহিধুন,  
 পশু ভাবাশ্রিত মকার নিপুণ,  
 হৃদয়ে ক্রমে লভি,  
 বীব, দিব্য ভাব,  
 ভাসে নব সুখ-সাণব পরে,  
 আচরি এ বিধি—শাস্ত্র অনুমত,  
 পশু ভাবযুত, বঙ্গ স্তত যত,  
 সবে প্রাণপণে,  
 পবন হবিষে,  
 আশু সুখকর, এ বিধি ধবে ।

৩২

এ বিধি আচরি, নিজ সুখ তবে,  
 ব্যভিচাব সরে, পূরে ঘবে ঘবে,  
 আছিল বিলাসী,  
 আশু সুখ বত,  
 ববন যখন, পশিল আসি ,  
 একেত বিলাস-স্রোত খবতব,  
 ছিল প্রবাহিত, এ বঙ্গ ভিতর,  
 সে মহা প্রবাহে,  
 মিশি পঞ্চাচাব,  
 সুখ শান্তি সব, ফেলিল নাশি ।

৩৩

হয় যবে বাছা । সে দিন স্মরণ,  
 ক্ষোভ বোষে করে ছাদি বিদবণ,  
 ধরি সাধু বেশ,  
 বঙ্গ সূত যবে,  
 মকায় মগন, পাগল প্রায়,  
 আশু সূত আশে, মত্ত অবিবত্ত,  
 লবে ঘবে ঘবে, ফিবে পশুমত,  
 যবন তাড়নে,  
 বঙ্গ জর জর,  
 কেহ না এখন, সুধায় তায় ।

৩৪

নাশিতে বিলাস পুরুষ বতন,  
 বচিলা সুবিধি—অশিব নাশন,  
 পডি তা অপাত্রে,  
 সকলি বিফল,  
 ধরিল বিলাস মূবতি কত;  
 বঙ্গ সূত যদি পুরুষ বচন,  
 কবিত গ্রহণ, শুচিত বেদন,  
 সিদ্ধু নদ পাবে,  
 পলাত যবন,  
 বহিত আবার আনন্দ স্রোত ।

৩৫

নাশিতে যে বোগ সে মানব মণি,  
কত চিন্তি, কত দিবস বজনী,  
কত জপ তপ,  
কঠোর সাধনে,  
পবন ঔষধি কবিল দান ;  
অনাদবি সেই ঔষধ সুন্দর,  
কুপথ্য সেবনে মত্ত নিবন্তর,  
ক্রমে সেই ব্যাধি,  
ধবি ভীম মূর্তি,  
ছুটিল বদ্বৈব হবিতে প্রাণ ।

৩৬

নিবন্ধি এদশা, আপনি ভবেশ,  
দ্বিভিতে সে রোগ-বস্ত্রণা অশেষ,  
নবদ্বীপ ধামে,  
হন অবতীর্ণ,  
সাজ্জোপাজ্জে কিবা স্বরূপা বশে ;  
তাহাব প্রকাশে, কাটিল বিকার,  
ক্ষীণদেহে হল, শক্তি সঞ্চার,  
পূর্ব রূপ রাশি,  
হইল প্রকাশ,  
ভাসিল এবজ আনন্দ রসে ।

৩৭

চমকিল বঙ্গ, কৃতপাপ শ্রবি,  
 পশ্চাচাব ব্রত ক্ষণ পবিহবি,  
 চৈতন্য চবণে,  
 চলিয়া পডিল,  
 ধবিল মূবতি, প্রশান্ত অতি ;  
 লীলা সাঙ্গ কবি যবে চৈচ্ছাময,  
 গোলোক ভবনে, কবিলা বিজয়,  
 বিলাস প্রিয়তা,  
 পূর্ব তেজে পশি,  
 ফিবাণ কলুষে এ বঙ্গ মতি ।

৩৮

কহিলাম দেব ! তবে কি যবন,  
 অবোধে করিবে, ছুগদে দলন ?  
 লাজনা গঞ্জনা,  
 ববে চিব দিন,  
 নাহি কি এবঙ্গ মুকতি আশ ?  
 বিলাস প্রবাহে বঙ্গ অভাগিনী,  
 ভাসিবে অসাড়ে দিবস যামিনী,  
 আনন্দ স্নানবী,  
 পশি ঘরে যবে,  
 না হাসিবে আর মধুব হাস ?

৩৯

উত্তবিলি ঋষি, তা কি কভু হয়,  
 প্রভুদত্ত আশা, ত্যজিবার নয়,  
 সম্পদ বিপদে,  
 চিব সহচরী,  
 বিপত্তি সাগবে, স্মৃঢ় স্থল,  
 বাহা কিছু বাছা ! স্মৃথৈব নিদান,  
 একে একে সবে, কবেছে প্রযাণ,  
 আশা বাক্য ধবি,  
 এস মম সনে,  
 মিলিবে স্মপথ—বাজিত ফল ।

ইতি প্রথম কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ।



# সুপ্রভা ।

## প্রথম কাণ্ড ।

### পঞ্চম সর্গ ।

১

তরুতল ত্যাজি, নীরবে তখন,  
চলিহু শিবেচ্ছু তাপস সনে ;  
যবন পীড়ন, হতেছে স্মরণ,  
প্রজলি অনল উঠিছে মনে ।

২

আরস্তিলা ঋষি, কতক্ষণ পরে,  
গুন গুন বাছা ! নিগূঢ় তত্ত্ব ;  
যেই কোন জাতি, অবনী ভিতরে,  
মহুষ্যত্ব হর বিলাস-রত ;

৩

বিপদ আঁরত হতে সে জনায়,  
তুলিতে কঠোর সাধনা চাই ;  
মনোরথ পূর্ণ বিনা সাধনায়,  
হয় কি কখন ভেবেছ তাই ?



৪

এ হেন সময়ে কবিহু দর্শন,  
উপবিষ্ট দ্বিজ পাদপ তলে ,  
কদাচাব অতি, অসিত বরণ,  
নাহি চিনা যায ব্রাহ্মণ বলে ।

৫

মুক্ত শিখা বাধি, সে দ্বিজ তখন,  
কহিলা ফুকাবি আনন্দ ভবে ,  
এত দিনে মম, যুচিল বেদন,  
নাশি ধন-মত্ত, মগধেশ্ববে ।

৬

মনোভাব বুঝি কহিলা তাপস,  
বুঝিবে বহস্য—বিস্ময় কব ,  
কেন অই দ্বিজ, প্রফুল্ল মানস,  
কিবা নাম ধবে, ব্রাহ্মণ বব ।

৭

আহবি যতনে, দাক-দাহকব,  
সঙ্কল্প অনল, জ্বালহ বঙ্গে ;  
ক্রমে প্রতি ঘরে ব্যাপি বৈশ্বানব,  
ধবি ভীম মূর্তি জলুক বঙ্গে ।

৮

শ্রম ধৈর্য্য আদি তরু—শিৰধব,  
অনমে উদ্যম-অচল পব ;

আহুতি প্রদান, কাটি তকবব,  
অলুক অনল উজ্জল-তব ।

৯

পূর্ণতেজ যুত হলে সে অনল,  
মলিন মানস, ধবহ তায ,  
নাশি মলবাশি কবিলে অমল,  
ধবিবে সে মন, স্বর্গীয় কায ।

১০

হেবিহু সহসা, প্রাসাদ তোবণ,  
স্বৈদাক্ত শবীব, সে দ্বিজ বব ;  
বক্তিম নোচন, বিকট দর্শন,  
ভাতিছে সর্কাদে, জলন্ত কর ।

১১

কুকবিল দ্বিজ, স্তম্ভভীব স্ববে,  
সাক্ষী থাক তুমি ময়ূখমালী ।  
মোচিলু এ শিখা, তোমাব গোচবে,  
যুচাতে বিষম হৃদয় কালি ।

১২

এশিখা তপন ! বাধিব তখন,  
হব হে যখন, সফল-কাম ,  
নীববে ব্রাহ্মণ, পাগল মতন,  
করিল গমন ত্যজি সে ধাম ।

১৩

কহিলা তাপস, উদ্যম—অটল,  
 এম ধৈর্য্য আদি নাহিক যাব ,  
 জাবিদ্য জ্রুটি, দাসত্ব শৃঙ্খল,  
 অনন্ত যাতনা, কপালে তাব ।

১৪

কিন্তু আছে যাব এসব বতন,  
 হঃসাপ্য সুসাপ্য সেজন কাছে ,  
 স্বাধা বিম্ব বাশি, কবে পলায়ন,  
 কিবে সিদ্ধি-দেবী, তাহাব পাছে ।

১৫

অলজ্বা ভূধব, জলধি হুস্তব,  
 সতত সে জন, চবণে নত ,  
 সুখদ সামগ্রী, লষে নিবস্তব,  
 সেবা-বস্ত ধবা, কিঙ্করী মত ।

১৬

অসম্ভব যাহা, সম্ভব তাহাব,  
 অঘটন চির আযত্ত তলে ,  
 প্রকৃত-উন্নতি-উপায়—অপার,  
 অকপটে তার পশ্চাতে চলে ।

১৭

হেনকালে হেবি, সেই দ্বিজবব,  
 তুলিছে যতনে, কুশার মূল ;

মূল স্নেহে তরু, ঢালিছে বিস্তর,  
তুলিতে ঢালিতে, না হয় ভুল ।

১৮

আবাব তুলিছে, আবাব ঢালিছে,  
তুলিছে, ঢালিছে, নিবিষ্ট মনে ,  
অনিমিষ নেত্রে, বিষ্ময়ে হেবিছে,  
অদবে সে ভাব, দ্বিতীয় জনে ।

১৯

কহিলু তাপসে, হযেছি অস্থির,  
কহ শিবময় ! বহস্য যত,  
কৌতুহল পূর্ণ, বোমাঞ্চ শবীর  
বল আব ধৈর্য্য, এবিষ কত ।

২০

বনি তরুতলে, কতক্ষণ পবে,  
কহিলা সাদবে, তাপস বব ,  
ধব ধব বাছা ! ধর বে অন্তরে,  
বহিবে বহস্য—বিষ্ময় কব ।

২১

আসিতে আসিতে, এমন মাঝাবে,  
সবাগ্রে অই যে, হেবিলে নব,  
ত্রিচাপক্য নামে, বিখ্যাত সংসাবে,  
ভূদেব-কেশরী, পণ্ডিত বব ।

২২

মৰ্ত্যে বৃহস্পতি দেব মূর্তিমান,  
জ্ঞান অবতাব, মেধাবী অতি ,  
শ্রম সঙ্কুতা, ধৈর্য নিধান,  
কন্ম পবাষণ, অটল মতি ।

২৩

প্রতিজ্ঞা-পালনে, ভুবনে অতুল,  
নদী কাল সম নিবার্গ্য হয় ,  
অশিব নিদান, না হলে নিশ্চল,  
য়তন আব্রাস, সবেগে বয় ।

২৪

অচল উদ্যম—সৰ্ব্বগুণ সাব,  
হিমাদ্রি সদৃশ, অটল কাষ ;  
অস্তব তাঁহাব, কবি অধিকাব  
আছে নিরন্তব, স্মিত্র প্রায় ।

২৫

অটল উদ্যমবতন বিহীন,  
তোমবা বান্ধালী, অসাব জীব ,  
মহাত্মা চাণক্যে, পূজ নিশি দিন  
যুচিবে অনর্থ, মিলিবে শিব ।

২৬

শ্রীচরণ তলে, বসি পূজ মনে,  
পূজহ চাণক্যে ভকতি ভরে ;

হবে পূর্ণকাম দেব আরাধনে,  
পশিবে সুদিন এ বঙ্গ ঘরে ।

২৭

নাশি নন্দকুল, অশেষ যতনে,  
ছেদিল তাপস, প্রতিজ্ঞা পাশ ;  
বাধে মুক্ত শিখা, বিকসিত মনে,  
না ধরে অধরে, মধুর হাস ।

২৮

জিজ্ঞাসিহু দেব ! কেন নন্দকুল,  
সুবিজ্ঞ চাণক্য-নয়ন-শূল ;  
কেন হেন জ্ঞানী, জগতে অতুল,  
হইলা এ হেন অনিষ্ট-মূল ?

২৯

যদি শত্রু হয়, তবু ক্ষম তায়,  
বান্দালীর মত এইত জানি ;  
বান্দালী শোণিতে বান্দালী শিরায়,  
বহিছে এ হেন অমূল্য বাণী ।

৩০

হাসিলা তাপস, কহিলা সাদরে,  
যার অধিকার, যাহাতে রয় ;  
সে যদি ভাহাই, সতত আচরে,  
কভু কি ভাহার অশিব হয় ?

৩১

অতল ক্ষমতা, প্রভুত্ব সাহাব,  
ভক্তি সহ সবে, সম্মানে যাব ,  
নাও কাছে ক্ষমা, মজল আদব  
তা না হলে ক্ষমা, ঘটায় দাব ।

৩২

গবে মহানন্দ—নগব ঈশ্বর,  
অতল ঐশ্বর্যে, প্রমত্ত মন  
পকম বচ'ন সবাব গোচর  
হরিল চাণক্য সম্মান ধন ।

৩৩

সেই কালে ক্ষমি, দুষ্ট মহানন্দে  
বাদি দ্বিজবর, যেতেন চলে ,  
না হলে ভারত, কখন কি বন্দে  
পাণ্ডিষা চাণক্য চরণ তলে ?

৩৪

য পামব করে, আর্ঘ্যে অপমান  
যে আর্ঘ্য ত্রিলোক ভূষণ সাব ,  
তখনি তাহাব, নাশিবে পবাণ,  
আছে কি এ চেয়ে, ধরম আব ।

৩৫

যে ভপ অমব আর্ঘ্যে অনাদবে  
সেজন প্রকৃতি-অশিব হেতু

অচিবে সে নুপে দৃবি দেশান্তবে  
বাধহ পুণোব স্ববগ সেতু ।

৩৬

জ্ঞান-বাহু বন ত্রিধাক্তি সংযত  
দেব পূজ্য আয্য অবমী দানে  
ভাগ্য কীর্ত্তি বাশি, সকলি অঙ্কুত  
প্রণত এসলী আর্ঘ্যেব নামে

৩৭

পাপমতি নন্দ, মাত্ত অহঙ্কারে  
ভবি-এহেন আর্ঘ্যেব মান  
রূপা কবি দেব, ক্ষমিলে তাহাবে  
পার্কিত সম্মান, থাকিত প্রাণ ।

৩৮

দিন দিন কত, কবিত পীড়ন,  
যা ইচ্ছা যান, কবিত তাই  
এবে প্রজাকুল, হল স্থিব মন,  
সবংশে নিধন, পাইল যাই ।

৩৯

কহিলাম দেব ! কহ রূপা কবে  
কেন সভাতলে, গেলেন দ্বিজ ?  
উত্তবিলি ঋষি, স্মধুব স্ববে,  
যে কপে উদ্ধৃত নিধনবীজ ।



৪০

আছিল নন্দের অমাত্য প্রধান,  
নামে শকটার—মানব-মণি,  
তার তেজে অবি, হষে ত্রিখমাণ,  
নিবসে বিদূরে, প্রমাদ গণি ।

৪১

শম দম আদি শাস্ত্র সুচতুর,  
প্রভু পরায়ণ, প্রশান্ত মতি ;  
বিশদ মানস, মর্ত্যে যেন সুর,  
সতত অন্যায় পীড়িত অতি ।

৪২

এ হেন অমাতে', নন্দ ছরাণয়,  
করিল পীড়ন, বিবিধ মত,  
তাহার প্রকোপে, বংশধর চর,  
মাতৃসহ সবে, অকালে হত ।

৪৩

কাবাগৃহে সবে পাইল বিলম্ব,  
হেবি শকটার, পাগল মত ;  
সদা চিন্তে ঢালি প্রতি হিংসাপয়,  
কি কপে নিবাই শোকান্নি যত ।

৪৪

প্রভূত ক্ষমতা যার করতলে,  
সে যদি না হয়, সুস্থির মতি,

ତାହାବ-ସେବକ କହୁ ଏମାତ୍ର ,  
କହୁ ବା, ତ ହାବ ସ୍ବଗେ ଗତ

୩୫

ମିଞ୍ଚି ଶକଟାବ, ନୁପତି ଏମାତ୍ର,  
ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ବସିଲ, ଅମାତ୍ୟମନେ  
ଅଞ୍ଜନ ବିବର-ସନ୍ତତ-ବିସାଦେ,  
ଅକ୍ର-ନିସ୍ୟାତନ, ଜାଗିଛ ମନେ ।

୩୬

ଅନ୍ତା ବିବେ-ଭବ, ବିସମ୍ଭ ଅନ୍ତବ,  
ଜାତ୍ରାତେ ସାମିନୀ ପ୍ରଭାତ ହସ  
ସ୍ତବ୍ଧ ଅସନ ଶେନ ବିସମ୍ଭବ,  
ଅନୁପ୍ରାପ୍ତି କୋଥାର, ଲୁକାଏ ବା ।

୩୭

ଏକଦା ଥାନ, ସାମିନୀ ଅନ୍ଧବୀ  
ଭାସବ ଭାସ୍ବେ, ମନ୍ଥୁଥେ ହେବେ  
ଦିବାସେ ବଦନ, ପାଶ ହୁବା କବି,  
ଭାବି, ପଢି ପାଞ୍ଚେ ନିନ୍ଦାବ ଫେବେ ।

୩୮

ଛୁଟିଛି ସାମିନୀ, ଗାବ ପ୍ରୀତି ସାତେ,  
ବହେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଶୀତଳ ବାୟ,  
ଉଦ୍ୟାନ କାନନ, ମଦାସ୍ରତେ ମାତେ,  
ଶୋକ ଦମ୍ଭ ସବେ, ଶୀତଳ କାୟ ।

৪৯

হেন কালে, ভ্রমে বিজ্ঞ শকটার,  
নিবাত্তে, দারুণ অন্তর জ্বালা ;  
জুদি সিদ্ধু মাঝে, উঠে অনিবার,  
থাকি থাকি, চিন্তা তরঙ্গ মালা ।

৫০

কিসে মন্দ কুল, পাইবে বিলয়,  
এ মন্ত্র অঙ্কিত, অন্তর পটে,  
সাধনা পয়োধি, করি পরাজয়,  
কেমনে উতরে, সুসিদ্ধি তটে ।

৫১

ভাবিতে ভাবিতে, একরূপ ভাবনা,  
অন্য মনে, একা চলিল কত ;  
নিবিছে বারেক, অন্তর যাতনা,  
আবার বাড়িছে, শশাঙ্ক মত ।

৫২

একরূপ কতই করিয়া ভ্রমণ,  
নিরখে সম্মুখে, জনৈক নরে ;—  
মূল সহ কাশ, করি উত্তোলন,  
মূলে মূলে তক্র, সিঞ্চন করে ।

৫৩

নিরখি সে দৃশ্য জিজ্ঞাসে তখন,  
ভূদেবে সন্মোখি সচিব বর,

কে আপনি হেথা, কিসের কারণ,  
কাশ-নাশ-ব্রত-নিষোগ-পর ?

৫৪

জিজ্ঞাসিলা পুন, না পেয়ে উত্তর,  
নিরুত্তর তবু, ভূদেব রত্ন ;  
কুশা বিনাশনে, নিবিষ্ট অন্তর,  
বাহ্য জ্ঞান শূন্য, স্বকার্য্যে যত্ন ।

৫৫

উত্তরিলা দ্বিজ, কতক্ষণ পরে,  
আমি দীন অতি, চাণক্য নাম ;  
উন্নত উদ্বাহে, প্রকুল অন্তরে,  
গৃহে যেতে, হনু বিফল কাম ।

৫৬

হয়ে প্রতিকূল, যত কাশ কুল,  
বাজিল চরণে, করিল ক্ষত ;  
বিফলিল কর্ম্ম, তাই চক্ষু শূল,  
করিব সকলে, সবংশে হত ।

৫৭

শিহরে অমাত্য, বহিল অন্তরে,  
বিস্ময় আনন্দ, প্রবল ধারে ;  
ভাবিল এ হেন শক্তি যে ধরে,  
সে জন অনাধ্য, সাধিতে পারে ।

৫৮

কহিল অমাত্য, হইয়া প্রণত,  
 ধন্য শত শত । ধৈবধ তব,  
 উঠ উঠ দেব । আমি অন্তগত  
 সাজেকি তোমায় একাজ সব ”

৫৯

এখনি নিষোজ্জি, শত শত জনে,  
 ধবিব নিম্ন ল, বতেক কাশ,  
 ক্রপানেত্রে চাহি, এস মম সনে,  
 ক্রপা কবি পূব, এদীন আশ ।

৬০

চলিল চাণক্য, শকটাব সনে  
 অমাত্য-সৌজন্যে, সদয় অতি,  
 উত্তবে দুজনে, নৃপতি ভবনে,  
 আশা বাক্যে মঞ্জী, সবস মতি ।

৬১

পিতৃ শ্রাদ্ধ হেতু, নন্দ নবপতি,  
 ধবিবে ব্রাহ্মণ—লক্ষণ যুত,  
 সেবি শাস্ত্র মত, কবিয়া ভকতি  
 লভি প্রসাদান্ন হইবে পূত ।

৬২

বাজ সভাতলে, ব্রাহ্মণ আসনে,  
 বসাবে চাণক্যে, অমাত্য মণি ;

কার্য্যছিলে গেলা, আপন ভবনে,  
মানস সফল, অন্তবে গণি ।

৬৩

হেন কালে, আসি অমাত্য বাক্সস,  
শকটার দ্বেষী—পবম অবি,  
নিবন্ধি চাণক্যে, সবস মানস,  
নুপ পাশে ধায়, কুচিন্তা কাঁব ।

৬৪

নমি ভক্তি ভাবে, নুপতি চরণে.  
কহিল বাক্সস—ভূজঙ্গ মতি ,  
দৃষ্ট শকটাব-আচার দশনে  
হতেছে বাজন্ ! বিস্ময় অতি ।

৬৫

কোথা হতে আনি, সামান্য ব্রাহ্মণ,  
কবিল ববণ, বুঝিতে নাবি ;  
কদয়া দর্শন, অসিত ববণ,  
নহে সে ভূদেব লক্ষণ ধারী ।

৬৬

নর মণি তুমি, বরি সে ব্রাহ্মণে,  
ভক্ষিবে কেমনে, প্রসাদ তার !  
হেবি হব স্বর্ণা, বরিল কেমনে,  
স্বলক্ষণ দ্বিজ, মিলে না আব ?

৬৭

শুনি মহানন্দ, বক্তিম লোচনে,  
সভাতলে, ত্ববা উদিল আসি,  
এবি গলদেশে, চাণক্য বতনে,  
বিদুবিল, বর্ষি কুবাক্য নাশি ।

৬৮

সেই ক্ষণে শিখা, কবি বিমোচন  
কবে যে প্রতিজ্ঞা, পণ্ডিতবর ,  
আসি.ত আসিতে, কবেছ শ্রবণ  
হেবেছ মূবতি—বিস্ময় কব ।

৬৯

অটল উদ্যম, মহামল্য গণি,  
বাব বক্ষদেশে, দোহলামান ,  
কি অভাব তাব ? সে কি বাধা গণি  
সানিতে স্বকার্য্য বৃদ্ধিত প্রাণ ?

৭০

অচিবে চাণক্য, নাশি বিল্ল বাশি,  
বিনাশে ছবস্ত, নন্দেব কুল ;  
নাশি বাধা কত, কোশল প্রাশি  
সুচাল দারুণ নয়ন শূল ।

৭১

মহায়া-চাণক্য-কীর্ত্তি-স্বতদল,  
বঙ্গ স্মৃতি-জলে, শোভিছে কিবা ,

অটল উদ্যম মূল অবিবল,  
বেথেছে সঙ্গীব, বজ্রনী দিবা ।

৭২

নীববিলা ঋষি, চিন্তাকুল মনে,  
রহিলা গঠিত, মূবতি যথা ,  
বতক্ষণে, দেব অমিয় বচনে,  
আবন্তিলা পুন, অপূর্ব কথা,—

৭৩

সৌভাগ্যেব সাব—স্বার্থ নতা মণি,—  
উদ্ধার প্রমত্ত-মানস তব ,  
আপন সামর্থ্য, দেখ অগ্রে গণি  
তবে ত দৃবিবে অশিব সর ।

৭৪

তোমরা বাঙ্গালী ধর কোন গুণ,  
নাশিতে যবনে, ব্যাকুল তাই ,  
অলস প্রধান, বিলস নিপুণ ,  
চঞ্চল মানস, উদ্যম নাই ।

৭৫

যবন-নিধন যজ্ঞ-সমাপন,  
কহু প্রিয়তম ! কথায় হয়  
কত দিকে চাই, কত আয়োজন  
তবে ত যবন, পাইবে লয় ।



৭৬

অটল উদ্যম—কার্য্য-সিদ্ধি মূল,  
এ রতন কোথা, বঙ্গের ঘরে ;  
এ মহারতন, জগতে অতুল,  
বঙ্গ ভাগ্য দোষে কে নিল হরে !

৭৭

তাজ চপলতা, তাজ লঘুমন,  
তাজহ আলস্য—অস্থখ মূল ;  
বিপত্তি নাশনে, করি প্রাণপণ,  
নাশহ যবন, এ চক্ষু শূল ।

৭৮

বঙ্গ ঘরে অগ্রে চাণক্য সম্মান,  
হও রে ! কঠোর সাধনা বলে,  
তাহলে মিলিবে, পূরব সম্মান,  
—কি ভয় ছরস্ত যবন দলে ?

৭৯

নাশিতে যবনে, কত অন্ত চাই,  
কোথা সে সকল, এ বঙ্গ ঘরে ?  
করহ সাধন, যতনে সবাই,  
যবন-নাশন-শায়ক তরে ।

৮০

মন অস্ত্র গৃহে, পশি একবার,  
দেখ দেখি বাছা ! কি আছে আর !

দেব-দত্ত অস্ত্র মঙ্গল-আধার,  
বজ্র দোষে এবে বিগত-ধার ।

৮১

শ্রম, ধৈর্য্য আদি দিব্যাস্ত্র সকলে,  
নাশিতে সক্ষম, অশিব রাশি ;  
অধীনতা রক্ষা, বজ্র সূত দলে,  
সে অস্ত্র বিহনে, ফেলিছে গ্রাসি ।

৮২

অটল উদ্যম—শায়ক প্রধান,  
যুগ-জীর্ণ আজ, এ বজ্র ঘরে ;  
চাণক্য-আদর্শ-শিলে দিয়া শাণ,  
করহ স্তুতীক্ষ, যতন করে ।

৮৩

বিপত্তিনাশন অস্ত্র আছে যত,  
শাণ একে একে, যতন করি ;  
সুখ-স্মরবালা, চির দিন মত,  
আসিবে মধুর মুরতি ধরি ।

৮৪

নীরবিলা এবে, শিবেচ্ছু তাপস,  
অবাক স্তম্ভির মস্তক নত ;  
উঠিলেন অতি বিষন্ন মানস,  
কহিলা এসহ হেরিবে কত ।

ইতি প্রথম কাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ।

# সুপ্রভা ।

## দ্বিতীয় কাণ্ড ।

### প্রথম সর্গ ।

কতই চলিত্ত, সেই স্নেহমা কাননে,  
ভাবিতে ভাবিতে, দেব চাণক্য চরিত—  
নরগুণ রাশি প্রদ—অতুল জগতে ।  
কভু আসি স্মৃতি দেবী, যবন-পীড়ন-  
অসহ্য-বারতা-স্মৃত, ঢালি চিন্তানদে,  
দহিছে বিগুণ মন ; সে বিষম তেজে,  
পুড়িছে হৃদয় গেহ—পুড়িছে শরীব—  
বহিছে ধমনী দিয়া, উত্তপ্ত শোণিত—  
বাহিবিছে উষ্ণ বায়ু, সুদীর্ঘ নিশ্বাসে ।  
কভু সে বিষম দাহে, তাপস-বচন—  
মত্ত দিগ হস্তী সম ঢালি আশা বারি—  
স্নানিধ—স্বপ্ন অতি, নির্ঝগি পাবন,  
শীতলিছে মন প্রাণ, শীতলিছে দেহ ।  
দেখিহু রহস্য কত—না গুনি—না জানি  
কভু—না পারি কহিতে, জাগ্রত সময়ে,  
স্বপনের কথা, এবে মিশায়ে গিয়াছে  
বিশ্মৃতি সলিলে ; আধ আধ জাগে মনে,

আমূল বৃত্তান্ত কিন্তু মনে হয় কই ?  
 অথবা সে সব এবে, নাহি প্রযোজন,  
 যবন দাসেব আব পূর্ব স্থখ কথা  
 কি ফল কহিখা ? কিংবা আছে ফল—  
 শ্রবিলে প্রাচীন কীর্তি কিবা ফলোদয়,  
 জানে সেই দেশ ডাহা, ভাবত সমান  
 গেই, না গিয়াছে, চিব ঘোব অধঃপাতে ।

হেবিলু সম্মুখে এক প্রাচীন নগর—  
 খেত সৌধবাজি পূর্ণ—ধবল মস্তক—  
 ষাট্ঠিকো বজ্রত বর্ণ যেন কেশ জাল ।  
 দ্বিপুল ঐশ্বর্যশালী লোক শত শত  
 নিবসে তথাষ, সুখ পাবাবার পবে,  
 ভাসমান সবে সদা ; নিবখি কোথাও,  
 কত শত জন, সেবি বীণাপাণী বাণী,  
 লভিছে অমরবষ, সানন্দ ছন্দয়ে ।  
 শুনিহু তাপস মুখে, উজ্জয়িনী নামে,  
 সে মহা নগর খ্যাত, স্বদেশ বিদেশে ।  
 আদিত্য সমান তেজে, বিজয় আদিত্য  
 নামে ভূপ —এভাবত-স্মৃলাভূষণ  
 —কে গড়ে ভারত ভিন্ন হেন অলঙ্কার ?  
 পালেন প্রকৃতি পুঞ্জ সময়েহে তথাষ ।  
 শুনিলাম আরো, সেই নৃপতি কেশবী,  
 উদ্ধারি আর্য্যেব ধর্ম্ম, বৌদ্ধ হস্ত হতে,

বজায় করিলা পুন ভারত গোবব,—  
প্রকাশিলা পুন আৰ্য্য-ধরম-মহিমা ।

কিছু দূরে নিরখিলু কুঞ্জুর-বাহন,—  
বাসব সমান এক নৃপ মহামতি,  
সাজি রণসাজে, লয়ে শত শত সৈন্য  
যুঝিছে পবাণ পণে, বীর দর্পে মাতি,  
বিধর্মী অজাতশত্রু ধ্বন-সংহতি ।  
সমব-প্রাঙ্গণ দিয়া, বহিছে সবেগে,  
উত্তাল তবঙ্গ তুলি, কল কল রবে,  
শৈল-স্রুত নদ এক, আরক্ত শরীরে,  
কহিতে বারীশে সেই সমর-বারতা ।  
গুণিলাম পুক নামে ভারত নন্দন,—  
ভারত গরব স্থল, রক্ষিতে ভাবত-  
মহামূল্য স্বাধীনতা-মণি, যুঝিতেছে,  
বীর রসে মত্ত হয়ে, সেকেন্দাব সনে ।  
কতই হেরিলু সেই, বিশাল কাননে,—  
না আসে স্মরণ পথে, ভুলেছি সে সব ।

সহসা সম্মুখে এক বিশাল তোরণ—  
কঙ্ক দ্বাব, নিরখিলু বিস্ময় অন্তরে;  
ঋষিকর-পরশনে, ইন্দ্রজাল সম,  
খুলিল কপাটদ্বয় ঝন ঝন ঝনে ।  
উতরি তাপস সনে, সে অদৃষ্টদ্বার,  
উপনীত হনু আসি, বন অপরাংশে ।

কতই বিভিন্ন ভাব, কলি অংশ হতে,  
 হেবিলু তথায় সব জাগিতেছে মনে ।  
 অবশ্য ধবম তব, সে কানন দেহ,  
 সমান সমান অংশে, বেখেছে ব্যাপিষা ।  
 বয়েছে পতিত কত, মানব বঙ্কাল,  
 দেখিলু মাপিষা, সপ্ত স্তম্ভ পবিমাণ,  
 সে কানন মাঝে হিংস্র স্থান দনিচর  
 চলিল যতই কত, হইছে বিবল ।  
 আব যে কতই তথা, নয়ন-সম্মুখে,  
 উপনীত আসি, এবে কি ফল বর্ণনে  
 জিজ্ঞাসি তাপসববে জানিলু সে অংশ,  
 দ্বাপব বলিষা খ্যাত, এ বিশ্ব সংসারে ।

কতক্ষণ পবে এক উন্নত ভূধব—  
 শৈলেন্দ্র—পাষণতনু—স্ববগ-সোপান,  
 নিবখিলু পুর্বোদেশে, বয়েছে দাঁড়ারে  
 উর্দ্ধ শিবে ; তুঙ্গ শৃঙ্গ দেশ, ঢাকি আছে  
 অনন্ত তুষার বাশি -দীপ্ত শ্বেতবাণ ,  
 ক্ষবিছে পাষণ দেহে, স্নিগ্ধ শ্বেদবারি  
 অবিবল, মিলিমিলি যাহা, উদ্ভাবিছে  
 শীতল সলিল প্রদ, অসংখ্য নিব্বার ;  
 নিবাবে সংসার তাপ, স্বর্গ যাত্রী যত,  
 জ্ঞান অস্ত্রে কবি পান, সে শীতল জল ।  
 বহিষ্কাছে স্ত নে হানে, পাছ বাস সম

গভীর গম্বব কত,—চিব আলোকিত  
 শত শত দীপ্ত মণি উজ্জ্বল কিবণে ,  
 ভাষণ নন্দিনী-দেবী প্রকৃতি সুন্দরী,  
 পাস্থ-সেবা নিষোজিত, দিবস যামিনী,  
 সে অচল দেশে ; নাহি অপ্রতুল কিছু,—  
 অনন্ত ভাণ্ডার পূর্ণ, আছে অবিবত,  
 সন্তপ্ত পথিক-ক্লেশ নিবারণ হেতু,  
 যাহা হয় প্রয়োজন, অখিল সংসারে ।  
 মনোজ্ঞ পাদপ কুল—চিব নব বাস—  
 কেহ স্বর্ণ দেহ—কেহ বৌপ্য কলেবর—  
 কেহ বা বিবিধ বর্ণ—নয়ন তোষণ,  
 সুধাগর্ভ ফল বাশি, বিলাষ সতত,  
 ষাত্রীগণে, অকাতবে, যখন যে আসি  
 উপনীত হয় তথা , দিব্য ফুল—  
 স্বর্গীয় সৌরভ পূর্ণ, ফুটি চাবি দিকে,  
 দেখাষে পথিক জনে, নিজ দিব্য কান্তি,  
 হরি লয় মন-প্রাণ—বিষম সংসার  
 বিধে ছিল জব জব, নিমিত্ত ভিতবে  
 প্রফুল্ল পরাণ পাস্থ ভুলি সব জালা ।  
 নিবিড় তামসী পূর্ণ ঘোব নিশাগমে,  
 বিতরে ওষধিগণ, উজ্জল আলোক,  
 সাবি সাবি, বাশি রাশি, যেন জালি দীপ,  
 দেখাষ সুপথ পাছে, সে অচল পথে ।

নিবিড় জলদল, জলনিধি হতে,  
 বারি আনি, পরিষ্কারে সেই গিরি পথ ।  
 পবন-আদেশে, মন শীতল সমীর,  
 বীজনিছে অনুক্ষণ, শ্রান্ত পান্থগণে ;  
 কি অপূৰ্ণ প্রকৃতির করম প্রণালী !!

এ রূপ কতই শোভা—চিত্তবিমোহন,  
 হতেছিল উপনীত ইন্দ্ৰিয় সম্মুখে ।  
 হেন কালে পঞ্চ জন—দিব্য কাস্তিযুত  
 তেজঃপুঞ্জ কলেবর—প্রসন্ন বদন,  
 আরোহিছে গিরিপথে, হেরিছু বিস্ময়ে ।  
 চলিছে রমণী এক, উজলি সে দেশ,  
 সে পঞ্চ পুরুষ সনে, পরম হরিষে ।  
 তাদের মুরতি অতি মনোজ্ঞ, মধুর,  
 আপনি ভকতি আসি, উদিল অন্তরে ।  
 আগিবে সে দেব মূর্তি, মানব হৃদয়ে,  
 বারেক হেরিবে যেই, অনন্ত সময়,  
 বিশ্ব ধামে, সম ভাবে, উজ্জল বরণে ।  
 জিজ্ঞাসিছু ভক্তিভাবে, মৰ্ম্মজ্ঞ তাপসে,  
 ভাঙ্গি সে রহস্য, দাসে কর চরিতার্থ,  
 কোতুল মনোরথ, পূর রূপাণ্ডপে ।

উপবেশি শিলাতলে, আরন্তিলা ঋষি,  
 বসিতে ইঙ্গিত করি, সঙ্গহ নয়নে,—  
 তন বাছা! মন দিয়া, কহিব তোমায়,



হেবিলে রহস্য যত, এ শৈল প্রদেশে,  
 হেবিছ সন্মুখে যেই তুঙ্গ মণীধব,  
 হিমাচল নামে খ্যাত, এ বিশ্ব ভবনে,  
 নিবসে মানব হতে, শ্রেষ্ঠ জীব তথা—  
 গন্ধর্ব্ব, কিন্নব, যক্ষ, অম্ববা, অম্ববী,  
 চাবণ, সন্ন্যাসী,—সিদ্ধ,—সংসাব-বিজয়ী  
 মহাজন যত, ভাসি শান্তি নীরে সদা ।  
 পৃথ্বীপাদ পিতৃগণ, বাসে পিতৃলোকে—  
 বিবম সংসাব চিন্তা, এবে বিবহিত ।  
 কত শত জীব আব, নিবসে তথাষ,  
 কে পাবে বলিতে ? এই সব শ্রেষ্ঠ লোক,  
 অতিক্রমি, যেতে হয় অমব-নগবে ।  
 না জানি কাহাব পব, আছে কোন দেশ,—  
 স্ববগ সংলগ্ন কিংবা কোন দেশ স্থিত,  
 তবে এই মাত্র জানি, মানস বিষয়ে,  
 যে দেশ উন্নত যত, সে দেশ ততই,  
 স্ববগ সমীপ স্থিত বুঝই সন্ধান ।  
 হিমাচল উদ্ধতম দেশে—নর বুদ্ধি,  
 —নবেব করুনা, যথা পশিতে অক্ষয়,  
 অবস্থিত স্বর্গপুৰী—জীব চিব বাজা—  
 ধর্ম্ম কন্ম যত বল, উদ্দেশে যাহাব ।  
 অই যে হেবিলে পঞ্চজন—দেব তুল্য,  
 রতনী রতন এক, লখে সমাদরে,

উঠিছে ত্রিদিব পথে, চঞ্চল চরণে,  
 জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধীর, মধ্যম তাঁহাব  
 মহাবলী ভীমসেন, বখীন্দ্র অর্জুন  
 তৃতীয় সোদর তাঁর, চতুর্থ নকুল—  
 ধীমান, পঞ্চম যিনি, তিনি সহদেব—  
 প্রিয়-দবণন , নারী-শ্রেষ্ঠ—যাজ্ঞসেনী,  
 সানন্দে চলিছে, পঞ্চ পাণ্ডব সংহতি ।

বাধা দিবা ঋষিববে, কহিলু মুনীন্দ্র !  
 পাণ্ডব চবিত নাকি, অতি মনোহর—  
 অশ্বিন-নাশন—চিব উন্নতি সোপান,  
 রূপা গুণে কহ দেব ! আমূল কাহিনী,  
 কেমনে হবিল কাল, সে মহাশ্মাগণ,  
 এ সংসার বাসে , কোন্ সাধনাব বলে,  
 পাইল চবমে, হেন পদবী দ্বর্জিত ,  
 কোন্ গুণে ঋণী দেব । নিখিল সংসার,  
 তাদেব সমীপে, সব কহ বিশেষিয়া ।

উত্তরিল তাপসেন্দ্র, চিন্তি ক্ষণকাল,—  
 গভীর মধুব ভাবে, সম্বোধি আমায়,—  
 পাণ্ডু নামে ছিল এক নৃপেন্দ্র কেশবী—  
 ভারত বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ কুরুকুল ভব ।  
 কুন্তী, মাদ্রী নামে, দুই মহিষী বতন,  
 সতত নৃপতি-মন, তুষিত যতনে ।  
 কুন্তী স্নাত প্রথমোক্ত তিন নবমণি,

শেষোক্ত পাণ্ডব দ্বয়, মাদ্রী ব নন্দন ,  
 দ্রুপদনন্দিনী বামা, পাণ্ডব ঘবণী,  
 চলিছে হেবিলে, অই তাঁহাদেব সনে ।

যে জাতি অবনীতলে, পাণ্ডব সদৃশ,  
 হুইতে কবিবে যত্ন, কঠোর সাধনে,  
 অতুল ঐশ্বর্য মান, অসীম প্রভুত্ব,  
 লভিবে সংসারে বাছা ! নিশ্চয় সে জাতি ।  
 শুন মন দিয়া কহি, নিগূঢ় বহস্য,  
 যুচিবে সংশয় জাল, লভি দিব্য জ্ঞান,  
 বুঝিবে, কেমনে, কোন্ মহাগুণ বলে,  
 ধরা মাঝে শ্রেষ্ঠপদ, পায় নববৃন্দ ।  
 কত যে সাধনা কবি, পাণ্ডু মহামতি,  
 কুন্তী মাদ্রী সহ, ঘোঁর নিবিড় গহনে,  
 লভিলা অপত্যগণে, কি আব কহিব ।  
 কত যে পূজিলা দেবে ভকতি সংযোগে,  
 কান্তা সহ সে কাননে, ত্যজি বাজ্য সুখ—  
 জলাঞ্জলি বাজভোগ, স্মৃত লাভ হেতু ।  
 দেবতা প্রসাদে শেষে, জন্মে হেন পুত্র—  
 দেবগুণ-যুত—দেব যেন নরাকাৰে,  
 আবির্ভূত এভুবনে, শিখাতে মানবে,  
 কেমনে উন্নতি পদ, হয় নবলোকে ,  
 দেব পুত্র বলি তাই, পাণ্ডু পুত্র গণে,  
 ব্যাখ্যে সদা ভক্তিভাব, ভাবত নিবাসী ।

এত কহি ঋষির হইলা নীবর,  
 ক্ষণ পবে আরন্তিলা মধুব বচনে,—  
 শুমহ অপূর্ব কথা—মঙ্গল নিদান,  
 যে গুণে অবনীতলে, মানব সমাজ,  
 লভি উচ্চপদ, লভি সুশিদ্দ যশঃ,  
 নিশিল সংসারে, করে প্রভু বিস্তাব,  
 সে গুণ মণ্ডিত, পঞ্চ-পাণ্ডব-জদয় ।  
 ধান্মিক প্রবর পুত্র আশে, কুন্তী দেবী,  
 আবাহিলা ধর্ম্বাজে, পরিত্র অজ্ঞবে,  
 অনশন ব্রত, করি যতনে গ্রহণ ।  
 কঠোর সাধনা বনে, ধবল প্রসাদে,  
 লভিলা অপত্যবর—জ্যেষ্ঠ যুবিস্তির—  
 ধান্মিক-কেশরী—মর্ত্যে ধরম আদর্শ ।  
 পবন সদৃশ বলী, অম্বব সমাজে,  
 কেহ নাহি আব বাছা! নিশ্বাসে যাহাব  
 স্বর্গ, মর্ত্য, বসাতল, যায় রসাতলে  
 নখন পলকে, পূজি এহেন অমবে,  
 লভিলা সানন্দে সতী, ভীম ভীমসেনে-  
 ভীমকায়—মহাবল— কি আর অধিক—  
 ভাবতে উপমাতুল ভুজবল যাব ।  
 যে দেব সাধনা বলে—মানসিক তেজে,  
 অমব ঈশ্বর, যিনি বৈজয়ন্ত ধামে,  
 অমর বেষ্টিত হংসে, বিবাজেন সদা ;

পূজি সে অমবে, দেবী পাইলা অর্জুনে—  
 মানসিক বলে বলী—ভাবত পূজিত,  
 যোধকুল সিংহ যিনি, কঠোব সাধনে ।  
 অশ্বিনী কুমার দ্বয়—সুব বৈদ্য মণি—  
 আয়ুর্কেদ বিশারদ, স্বর্গ-পূব হতে,  
 করেন সতত, বিশ্ব-স্বাস্থ্য সুবিধান ;  
 তুমি সেই দেবে, মাদ্রী ঘোব আরাধনে,  
 যমজ সন্তান লভি, আনন্দিত অতি ।  
 সে কুমাবদ্বয় বিশ্বে, স্বাস্থ্য অহুর্কৃন্নি,  
 প্রথর ধীশক্তি আর লাবণ্য সুন্দর,  
 অনিবার্য্য ফল যার, এ বিশ্ব ভবনে ,  
 যমজ সন্তান মাঝে অগ্রজ নকুল—  
 হুস্ম বুদ্ধি,—সহদেব—দিব্য কাস্তি যুত,—  
 প্রিয়দরশন অতি, কনিষ্ঠ তাঁহার ;  
 রূপদ নন্দিনী, যজ্ঞ-সন্তুতা দ্রৌপদী,  
 প্রীতি রূপা ধবাবাসে, বুঝহ রহস্য ।

বিচাৰি দেখহ বাছা ! ঋণ কাল চিন্তি,  
 যে গুণে অমব পদ, পান্ন মর গণ,  
 সে গুণ-আদর্শ, পঞ্চ পাণ্ডব মহাত্মা ,  
 ধবম-ভীকৃতা, বাহুবল—অনুপম,  
 মানস-শকতি, স্বাস্থ্য—সহচর যাব  
 প্রথর ধীশক্তি, আর শাবীর সৌন্দর্য্য,  
 একৈক পাণ্ডব, এক গুণের আদর্শ ;—

যদ্যপি এ গুণগণ, ভাবি দেখ মনে,  
 হয় একত্রিত—একাধার-স্থিত যেন,  
 তা হলে কি শিব বাশি সংঘটে জগতে,  
 কে পারে বলিতে তাহা এ বিশ্ব সংসাবে ?  
 দেখহ বিচাৰি আৰো, কি মঙ্গল ঘটে,  
 যদি অন, গুণ সবে, প্রণত মস্তকে—  
 অনুগত দাস সন, সবে অবিরত  
 ধবন ভীকৃত। গুণে, ভকতি সংযোগে ।  
 ধবন ভীকৃত। আদি সৰ্ব্ব গুণবাশি,  
 অনন্য অন্তরে যদি কবে মহাযত্ন  
 তৃষিবাবে প্রীতিমন—মাতৃভূমি প্রতি  
 অকৃত্রিম ভাল বাসা, যে অমূল্য গুণ,  
 তা হলে সৌভাগ্য দেবী—স্ববগবাসিনী  
 —বসিতে এ মৰ্ত্ত্যে যিনি সতত বিবত,  
 আসি হন উপনীত ; আগমনে তাঁর,  
 অমঙ্গল রাশি ধায় সভয় অন্তবে,  
 ত্যজি এই ধবানাম চঞ্চল-চরণে,  
 ধায় যথা তমোরাশি, অকণ উদয়ে ।  
 সতত ভীমাদি পাণ্ডুস্বত চতুষ্টয়,  
 এক মনে যুধিষ্ঠিরে সেবিত সাদরে ;  
 আবার পাণ্ডব পঞ্চ—ভিন্ন দেহে যেন  
 এক মন প্রাণ, সদা কৃষ্ণ-ভূষ্টি আশে,  
 করিত যতন কত, একান্ত অন্তরে ;

ধ্বম ভীকণ আদি আদর্শ স্বরূপ,  
 পাণ্ডব হৃদয় ; ছিল তাহা দিবানিশি,  
 স্বদেশ পীড়িত কপা কৃষ্ণ অভিযুখে,  
 চূপক শলাকা যথা দিক দবধনে ।

দুর্জয় কুচক্রে পতি পাণ্ডুপুত্রগণ,  
 শরাইয়া রাজ্য পাট হন বনবাসী ,  
 রাজ স্তব, রাজ ভোগে হইয়া বধিত,  
 অবশ্য-নিবাস ক্লেণ সহিলেন কত,  
 ধ্বম পালন হেতু, কিন্তু পবিশেষে,  
 চিব সেবা গুণ বলে নাশি ছুট অবি,  
 ছবন্ত সমবে পশি, লভিলেন পুন,  
 আখণ্ড সাম্রাজ্য নিধি, কেহ না রহিল,  
 প্রতিদ্বন্দ্বী তাহাদেব এ ভাবতে আব ।  
 পবি পুন গলদেশে স্বাধীনতা-মণি —  
 কুচক্রী দুর্জনে যাহা লয়েছিল রবি,  
 আবোহি ভাবত-রাজ সিংহাসন পবে,  
 প্রকাশিলা দিব্যগুণ মহিমা ধবায় ।  
 মজিনা পাণ্ডবগুণে ঘোষিল ভাবত,  
 ঘোর মহোৎসাহ ভবে পাণ্ডব বিজয়,  
 ধরিল পাণ্ডব মাথে দিব্য রাজ ছত্র,  
 গাইল সুমধু গীত, সবে ঘরে ঘরে ,  
 বাহুবল আদি গুণ—ধ্বম সংযুত,  
 নিবারে অশিব রাশি, বিভরে মঙ্গল,—

এই শিক্ষা দিয়া—বাথি ধবা মাঝে, হেন  
উপদেশ—মহোজ্জল, স্বর্গ যাত্রী এবে,  
ছেবিল স্ববগ পথে চলিছে সকলে ।

পাণ্ডব সদৃশ গুণ তোমাদেব কোথা ?  
কোন বঙ্গবাসী মনে, না দেখি সে গুণ,  
নাহি পাই খুঁজি এবে, তবে কোন বল  
বঙ্গ গৃহ হতে চাহ, তাড়াতে যবনে ?

পাণ্ডব সদৃশ অগ্রে কঠোর সাধনে  
ও সবে, তবে যাও, বিদূষিতে বাছা ।  
জবস্ত যবন কুল সিন্দূরদ পাবে ।

দশ মন সম ভুট—অবশ্যী যবন  
কৃষ্ণাকপ বঙ্গ-কেশে, ধবি রুম্ম ভাবে,  
ববিছে পীডন, অই কবিছে লাঞ্ছনা ।  
কিস্ত কি কবিরে বল, সবে গুণ-হীন,  
বঙ্গ নিকেতনে, সবে তপস্যা প্রভাবে  
কেহ হও যুধিষ্ঠির, কেহ ভীষ্ম সেন,  
কেহ পার্থ, এ সঙ্কট—এ বিপদ কালে  
কেহ বা নকুল, কেহ হও সহদেব  
তবেত সঙ্কম হবে, দূষিতে যবনে,  
বঙ্গ গৃহ হতে, তা না হলে বৃথা চেষ্ঠা,  
বৃথা অক্ষালন, বৃথা নিত্য বাক্য-শ্রোত ।

এত কহি তাপসেন্দ্র উঠি শিলা হতে,  
চলিল সে বন পথে ; চলিল পশ্চাত,



ভাবিতে ভাবিতে, যত অপূৰ্ণ বয়সপাব ;  
 বিমল আনন্দ বাশি উপজিল মনে,  
 যতই ভাবিছে দেব মুনীন্দ্র বচন ;  
 - বালু সোধনা বিনা, কভু সিদ্ধকান্দ,  
 না হবে অভাগী বঙ্গ, কভু না মুহুরিৎ,  
 ললাট-কলঙ্ক-বেথা, বিনাশি ইন্দ্ৰিয়ারে  
 কতক্ষেণে প্রবাহিল বাক্য স্রোত পুন,  
 কত যে নিগূঢ় কথা, শুনিছে বিস্ময়ে,  
 নাহি মনে হয় এবে, ভুলেছি সকল ।  
 একটি বিষয় মাত্র জাগিছে অন্তরে,  
 জিজ্ঞাসি তাপসে, তব্ব হইলাম জ্ঞাত,  
 বর্ণ নামে আব এক ছিল কুন্তীসুত—  
 ববি আবোধনা কন, অতুল বিক্রম-  
 শালী সেই পুত্রবন—সূর্য্য সম-তেজে,  
 সমবে অর্জুন সহ প্রতিদ্বন্দে সদা ।  
 কিন্তু সে সমর-সিংহ নিহত সনবে,  
 কেবল অধর্ম্ম পক্ষ, করি পবিগ্রহ ,  
 এইরূপ কত কথা হইল সে বনে,  
 দেখিতে দেখিতে কত চলিলাম ত্ববা ।  
 ই ত দ্বিতীয় কাণ্ডে প্রথম সর্গ—সমাপ্ত ।

## সুপ্রভা ।

### দ্বিতীয় কাণ্ড ।

#### দ্বিতীয় সর্গ ।

কতক্ষণে দেখি, এক তরু মনোহর  
বিস্তারি শীতল ছায়া, বয়েছে দাঁড়ায়ে ।  
বসিলেন ঋষিবর বিশ্রাম মানসে,  
তলদেশে তাব, ইচ্ছামত তাঁব, তবে  
বসিলু তাঁহাব পার্শ্বে সচিস্ত অন্তবে ।  
নিবখি বদন প্রতি বুঝিলাম ভাবে,  
কত কি তাপস শ্রেষ্ঠ, আন্দোলিছে মনে,  
কিন্তু যেন বাক্য নারি প্রকাশিতে তাহা,  
কতই অস্থির তিনি, ক্ষবিছে ললাটে,  
শ্বেদ বিন্দু অবিবল কপোল বাহিয়া ।  
সহসা হেবিলু এক বমনী বতন, —  
দিব্য মুখছবি তাব— নির্ভয় বঙ্ক  
তাপস ললাট ভেদি উজলি সে বন,  
দাঁড়াইলা সমস্ত্রমে মুনীন্দ্র সম্মুখে,  
কবপুটে, নতশবে, অতি স্থিৰভাবে ।  
নিবখি আনন্দে দেব কহিলা কল্পনে ।  
তব আবির্ভাবে কত পাইলু পীষিতি,

পূরহ বাসনা মম, সাধি এক কার্য,  
 এত কহি কানে কানে পরম আদরে,  
 কি বলিলা ঋষিবর, নারিনু বুঝিতে ।  
 তখন কল্পনা দেবী, বিস্তারি স্বপক্ষ,  
 আমা দোঁহাকারে তুলি, নিজ পৃষ্ঠদেশে,  
 চলিলা আকাশ পথে, বিজলী গমনে ।  
 আরোহি গগণ পরে, যুরিল মস্তক,  
 কোথা হতে কি হইল, নারিনু বুঝিতে,  
 আতঙ্কে বিশ্বয়ে, শেষে হারানু চেতনা ।  
 না জানি চেতনা-শূন্য ছিনু কত ক্ষণ ;  
 চেতনা উদয়ে পুন হেরিনু মুনীন্দ্র,  
 উপবেশি মম পার্শ্বে, আনত বদনে,  
 করিছেন সেবা কত, পরম যতনে ।  
 কোথা সেই কাল বন—দৃষ্টি মাত্র যাহা,  
 পার্থিব সামগ্রী বলি, বোধ হয় মনে,  
 কোথা সে রমণী, কোথা পার্থিব আকাশ—  
 পার্থিব সমীর শ্রোত—পার্থিব স্বভাব—  
 সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, আনন্দ বিষাদে,  
 ঘেরা অবিরত ; কোথা সেই ধরাতল,  
 বাহে আছে হেন স্থান—প্রীতি-নিকেতন,  
 দেবত্ব ইন্দ্রত্ব পদ বিনিময়ে যাহা,  
 না পারি থাকিতে প্রাণ, দিতে কোন জনে,—  
 কোথা হেন জন্মভূমি, কোথা রাখি সব—

প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু, আরু এ অদৃষ্ট  
দেশে—নব ভাব পূর্ণ—সৌন্দর্য্য বাহার,  
নয়ন অভ্যস্ত নহে করিতে দর্শন ।

এইরূপ ভাবিলাম কতই ভাবনা,  
যবে পূর্ণ জ্ঞান মগ, উপজিল মনে,  
অনন্ত সৌন্দর্য্য রাশি, নিরখিলু তথা,  
হরিছে ভাবুক মন, শোভি দশ দিশ ;  
সে অতুল শোভা রাশি, করিতে বর্ণন,  
মানব রসনা হারে, মানব লেখনী ;  
হেরিলু বিবিধ তরু—দিব্যকাস্তি দেহ  
—বহুশাখ—ঘনপত্র সজ্জিত প্রশাখ,  
হরিত বরণ পত্র—নয়ন-রঞ্জন—  
অনন্ত সৌন্দর্য্যে শোভে, চির সমভাবে ।  
প্রসবি প্রস্থন রাশি, কোন তরুবর,  
সুবাসে করিছে দিক আনোদিত সদা,  
না হয় বিগুহ কভু সেই ফুল রাশি ;  
কোন বনম্পতি ধরি স্নমধুর ফল—  
সুধাগর্ভ—স্থির-বৃন্ত, আনত মস্তকে,  
দাঁড়াইয়া আছে সেই মনোহর দেশে ;  
নানা জাতি লতা রাজি—অনন্ত-যৌবনা,  
বরি কোন মনোমত পাদপ স্নন্দরে,  
ঘেরি তরু-চারু-দেহ, উঠিছে উল্লাসে ।  
অনন্ত হরিত বর্ণ, নব ছুর্বাদল,

বিস্তারি সুবাস বাশি, ঢাকি সেই স্থল,  
 বিবাজিছে সম ভাবে অনন্ত সময় ।  
 কত যে বিহঙ্গ তথা, উড়িলে, বসিছে,  
 গাইছে মধুব তানে, কি আব কহিব ।  
 না জানি বিহগ কোন্ ধবে কোন নাগ,  
 কভু না হেবেছি, হেন দ্বিজ মনোহর,  
 সকলি অপূৰ্ণ তথা, সকলি অদৃষ্ট;  
 কতট দেখিমু আবো, বলিতে না জানি ।

হেন কালে তাপসেন্দ্র সুমধুব ভাষে,  
 কহিলেন ধীরে ধীবে, না হও অবীব,  
 ভ্যজহ সচিস্ত ভাব, এস সঙ্গ মম,  
 হেবিবে আশ্চর্য্য কাণ্ড, এ রম্য প্রদেশে ।

কহিলাম কবপুটে তাপস সত্তম ।

কৃপা কবি কহ কোথা আনিলে এ দাসে,  
 এত যে সৌন্দর্য্য রাশি, আছে চাৰি দিকে,  
 এত সুখকর দ্রব্য—মানস-মোহন,  
 না জানি, না হেরি হেন শোভাব ভাণ্ডাব,  
 তথাপি অন্তর কেন কি জানি কি হেতু  
 নিবন্ধিতে জন্মভূমি ধয় গুণমণি !  
 তিলেক তিষ্ঠিতে হেথা, না চাহে অন্তর ।

উত্তবিল। ঋষি—পুন হেবিবে সে ভূমি,  
 এসেছ অমর পুবে কল্লনা-কৃপায়,  
 স্থিবে কব ক্ষণতবে অস্থিবে অন্তর ;

চলিলু তাপস সনে ; কতক্ষণ পরে,  
 স্বীয় দল বল সহ, আইল যামিনী ,  
 যামিনী বলিলে, মর্ত্য যামিনী'ব ভাব  
 আনে মনে, কিন্তু নহে তাহা, কেমনে সে  
 নিশি—দিব্য ভাবপূর্ণ, কবি'ব বর্ণন ,  
 খুঁজি নাহি পাই কথা, ম'ব অভিধানে।  
 হেবিলু তামসীভালে, পূর্ণ শশধর,  
 বিরাজে উজ্জলি দিশ, অমিয় কিবণে —  
 শত শত বৈজলিক আলো—তমোহব,  
 নাহি হয় সমতুল অণু পবিমাণে  
 সে কিবণ জাল সহ—কক্ষ ভাব হীন,  
 শবী'ব শীতলে, যাব স্মশীতল করে।  
 যামিনী কুন্তল জালে জলিছে নক্ষত্র,  
 ঝিকি মিকি, ঝিকি মিকি, অনন্ত আলোকে,  
 তাড়িৎ আলোক বাশি কবি পবাজিত ,  
 না হ্রস্ব উপমা, শত শত কহিলু'ব—  
 মনুজ বাঞ্ছিত মণি, কভু তা'ব সনে।  
 যামিনী নিখাসে বহি, শীতল সগী'ব,—  
 স্বর্গীয় সুবাস বাশি মাথা কল্লব'ব,  
 সুভান্ন শবী'ব সদা সে দেব নগবে।  
 পশিলু উদ্যানে এক এ হেন সগ'ব।  
 যামিনী সুন্দর দেহে ফুল অলঙ্কার,  
 বিবিধ বরণ সবে—নেত্র তৃপ্তিকর,

শোভিছে স্বর্গীয় রূপে, দুর্লভ জগতে,  
 বিবিধ মনোজ্ঞ-বর্ণ—বোপা-সুত্র-জাত  
 ফুল কুল শোভে যথা নীলাম্বর মাঝে ।  
 গাইছে কোকিল কুল—অজব—অমব  
 মহোল্লাসে পঞ্চস্ববে নিশি আগমন ।  
 থাকি থাকি সে উদ্যানে ডাকি সপ্ত স্ববে  
 পাপিষা পীযুষবাশি কবিছে বর্ষণ ।  
 ঝঙ্কারি ভ্রমব কুল, মধুব নিক্ষেপে,  
 ভ্রমিছে সানন্দ মনে, প্রস্থনে প্রস্থনে ।  
 ফুল কুল-মহাবাজ দিব্য পাবিজাত,  
 প্রকাশি স্বর্গীয় ভাতি—স্বর্গীয় মাধুবী,  
 উজ্জলিছে দিবা নিশি, সে বগ্ন কানন,  
 মধুব স্রবাসে তার দিক আমোদিত ।  
 জিজ্ঞাসি তাপস স্ববে বুঝিহু সন্ধান  
 নন্দন কানন সেই ইন্দ্র উপবন -  
 বাসব বিলাস স্থল, সে উদ্যান ভূমি,  
 বিবাজে বসন্ত তথা অনন্ত সময়,  
 নিজ সঙ্গীগণ সহ—বাসন্তিক পীক,  
 বাসন্তিক লম্বীবর্ণ—বাসন্তিক ফুল,  
 বাসন্তিক অলিকুল—বাসন্তিক ভাব,  
 মকব কেতন দেব, লবে ফুল ধর,  
 সন্ধানি অমবে, কবে সতত আকুল,  
 পশিলে বাবেক সেই দিব্য উপবনে,

পলকে বিপ্লব ঘটে, অন্তর সাম্রাজ্যে ;  
 নিরখিলু পুরোভাগে, দিব্য হস্তা এক,  
 শোভিছে উদ্যান মাঝে অতি মনোহর ,  
 হেবিহু সে গৃহদ্বারে, ভেম সিংহাসনে,  
 উপবিষ্ট নব এক, আনত বদনে ,  
 ছেবিলাম আবেণ এক ষোড়শী যুবতী,  
 কবপুটে কি বলিছে, দাঁড়িয়ে তাঁহার ,  
 স্বর্গীষ-বসনা ঘোষা—স্বর্গীষ ভূষণা,  
 স্বর্গীষ আভাষ আছে উজ্জলি সে দেশ,  
 বোধ হয় যেন, শত স্বর্গীষ শশাঙ্ক,  
 স্বর্গীষ গগন ত্যজি, উদিত সে স্থলে  
 সে উজ্জল রূপরাশি ধাঁধিল নয়ন,  
 নাবিহু হেরিতে আব সেই রামা বহ্নে  
 নাবিহু হেবিতে আর সে রূপ মাধুরী,  
 কেমনে বর্ণিব তবে, হেবি নাই বাহা ।

গম কর ধরি তবে ভাপস বতন,  
 চলিলা কোথায় সেই উদ্যান ভিতবে ,  
 কতক্ষণ পরে আনি হু উপনীত,  
 নিভৃত প্রদেশে এক, বসিহু ছুজনে ,  
 কহিলাম দেব ! অই পুষ্প রতনে,  
 হেরেছি কোথায় যেন, কিঙ্ক অই বামা—  
 অরূপ মাধুরী দ্বার ছলিত জগতে,  
 দেবী কি মানবী তাহা নাবিহু বুঝিছে ।



বলহ তাপসমণি ! কেন এ নিশীথে,  
 নন্দন কাননে দৌছে করিছে বিরাজ ?  
 কেন এ বিলাস স্থলে পুরুষ রমণী ?  
 হতেছে সংশয় কত, কহি এ রহস্য,  
 দৃঢ়াঙ পণ্ডিতবর ! মনেব আধার ।

উত্তরিল। ঋষি, সত্য সত্য প্রিয়তম !  
 হেবেছ বাবেক অই পুরুষ রতনে,—  
 তৃতীয় পাণ্ডব সেই পুরুষ ধীমান,  
 অস্ত্রশিক্ষা আশে এবে নিবসে এ ধামে ।  
 দাঁড়ায়ে তথায় যেই রমণী রতন,  
 ভুবন বিখ্যাত অই উর্ধ্বশী সূন্দরী—  
 ইন্দ্র সভা সুশোভিনী—স্বর্গবিদ্যাধরী,  
 নৃত্য গীতে দেব-মন হরি লয় সদা ।

বাধা দিয়া, ঋষিবরে, কহিলু তখন,  
 বড়ই সন্দেহ দেব ! উপজিল মনে,  
 অমর সদৃশ যাব স্বভাব পবিত্র,  
 দেব বলি জানে যারে মানব সমাজ,  
 কেন সে কিরীটি, হেন বারাক্ষণা সনে,  
 এ নির্জনে, বিশেষতঃ এ ঘোর নিশীথে ?  
 অর্জুন ভকতি বুঝি হয তিরোহিত ;  
 নিরখি এ হেন কাণ্ড—স্থগা লজ্জাকর ।

না বুঝি সন্দেহ কর, উত্তরিল। দেব,  
 দ্বর্জুন চরিত্রে বাছা ! সে বীর-কেশরী,

প্রকাশিলা যে বীবত্ব, ববে তাহা চিব,  
 স্রবর্ণ অক্ষরে লেখা ভাবত ললাটে ;  
 হেরিবে ধবণী তাহা সন্ততি অন্তবে,  
 শিখি সেই বীবভাব, কঠোর সাধনে,  
 আবোহিবে ধবামাঝে, কত শত জাতি,  
 উন্নতি অচল শিবে, অনন্ত সময়,  
 পডি ঘোর অধঃপাত গভীর গহ্বরে ।  
 তজ্জীব প্রকৃত মন্ম শুনিয়াছ যাহা,  
 প্রকাশিলা পার্থ আজি, অপ্রতাক্ষ ভাবে ।  
 পড়ে যদি বীবহন্তে, তজ্জ স্পর্শ-মণি,  
 প্রসবে স্রবর্ণ ফল—যে মধুব ফল,  
 বুঝিবে সুন্দর কপে ধবণী নিবাসী,  
 বুঝে নাই বঙ্গবাসী—ছুইল হৃদয়,  
 যাদেব অযোগ্য হাতে, পডি সেই নিধি,  
 এত ছববস্থ—এত অনাদৃত এবে ।  
 উর্ধ্বনী কপসী অই, হেবিলে উদ্যানে,  
 মকব-কতন শবে হষে জব জর,  
 প্রকাশিছে হাব ভাব, চলিতে অর্জুনে ।  
 বমণী-সুভ বাণী—অমৃতলহরী,  
 অর্জুন শ্রবণ পথে, হতেছে বর্ষণ ।  
 প্রলোভন পূর্ণ অই নন্দন কানন,  
 তথাপি কিরীটী মন, অটল অচল ,  
 না টলে অন্তব যাব, প্রলোভন মাঝে,

সেই ত প্রকৃত বীৰ, মিলে কি ভুতলে,  
 এ হেন বীৰত্ব নিবি, জীবন সমবে ?  
 একে ত বসন্ত ঋতু, দেখহ বিচারি,  
 সতত বিবাজে, অই দিব্য উপবনে,  
 তাহে নহে একা, বঙ্গ ভঙ্গে অমুক্ষণ,  
 টিবিছে তাহাব সঙ্গে অমুচব বগা—  
 বসন্তেব প্রিষ পাত্র সুধা কঠ পীক,  
 নাহাব মধুব স্ববে মুগ্ধ ত্রিভুবন—  
 দেব দেবলোকে মুগ্ধ—জী বলাকে জীব,  
 পাতালে বাসকী মুগ্ধ—নাগকুল সহ ।  
 বসন্ত সমীপ, যাব স্নিগ্ধ পবশনে,  
 সতত বিমুগ্ধ চিত, ত্রিজগত বাসী ।  
 বসন্ত কুসুম বাজি, সদা হবে মন,  
 কেহ বর্ণে, কেহ গন্ধে, কেহ বা উভয়ে ।  
 বসন্ত ভ্রমব—বর্ণ উজ্জ্বল অসিত,  
 বিমোহে মানস নদা, গুন্ গুন্ স্বনে ।  
 বসন্ত যামিনী, তাহে বসন্ত চন্দ্রিমা,  
 আবার এসব কিছু, নহেক পার্থিব ,  
 সকলি স্বর্গীয়, তবে কতই সুন্দর,  
 কতই মোহন আবো, বুঝ অল্পভবে ।  
 একপ সুবাধ্য সেনা—ভুবন বিজয়ী,  
 সঙ্গে কবি ফুল ধনু, ধবি ফুলশব —  
 অব্যর্থ সংসারে সদা, বিমোহন বেশে,

নিবিছে প্রহরী সম, উপবন মাঝে ;  
 মোহিছে দশকবুন্দে, পবন আনন্দে ।  
 আবাব দেখহ বাছা । ভাবিণা অন্তবে,  
 একে ত নিৰ্জন অতি, সে বসে কানন,  
 এ ঘোব নিশীথে ; তাহে স্বৰ্গবাবাঙ্গণা —  
 পবন কবম যাব মানস তোষণ,  
 মীনক্স প্রবোচনে, কবি অভিসাব,  
 গাচিছে পীৰিতি ভিক্ষা, বিবীটী সমীপে ।  
 এত প্রলোভন বাশি, উপবন মাঝে,  
 তথাপিহ পার্থ মন, অচল সমান,  
 নাহি হয় বিচলিত অণু পরিমাণে—  
 আছিল পূৰ্বে যথা, বহিল তথায় ।  
 তস্ববীর ভাব পার্থ, দিগা পরিচয় ।  
 এ হেন সাধনা বলে—ইন্দ্রিয় সংবমে,  
 দেবেশ সমীপে শিখি, সমব বিজ্ঞান,  
 অচিরে পাণ্ডব মণি, হন সিদ্ধকাম ;  
 বাসব প্রসাদে লভি, দিব্যাস্ত্র সকল,  
 সমব প্রাঙ্গণ পশি, নাশি অরিকুল,  
 উদ্ধারিলা হৃত বাজা, শক্ৰহস্ত হতে ।  
 ইন্দ্রিয় সংযম কীর্তি স্তম্ভ—উচ্চ শির,  
 স্থাপিলা ভারত বক্ষে, সব্যাসাচী আজ ,  
 যত দিন রবি শশী উদিবে গগণে,  
 যত দিন রবে মর-অমর-সমাজ,

বহিবে সে স্তম্ভ চিব অক্ষুণ্ণ শবীবে ;  
 আশ্রুক যে কোন জাতি,—যবন কি ছার,  
 হউক অশনি পাত, সম্মনে ভাবতে,  
 মুছাতে নাবিবে কেহ, সে অক্ষয় স্তম্ভ,  
 ভাবতেব বক্ষ হতে, ববে সম ভাবে,  
 সে গৌরব ধন হেথা, অনন্ত সময় ।  
 আরোহি শিখর দেশে, ভাবত নন্দন,  
 বক্ষিবে জীবন ধন, অধঃপাত কালে ।  
 এত কহি নীরবিলা, তপোধন বত্স,  
 ক্ষণপবে আবন্তিলা মধুব বচনে ।—

তোমবা বাঙ্গালী, কোথা ইন্দ্রিয়-সংযম—  
 দুর্লভ অমূল্যনিধি, বঙ্গ গৃহে এবে ?  
 তোমবা তরল মতি,—দুর্বল অন্তর,  
 কোন্ গুণে বিদূষিতে, দুর্জয় যবনে,  
 হতেছ অধীর এত, বালক সদৃশ !  
 কঠোব সাধনাবলে, বিষম আশাসে,  
 ইন্দ্রিয় সংযম গুণে, হও বিভূষিত ;  
 তপস্যা প্রভাবে অগ্রে, সবে ঘরে ঘাব,  
 হও এক এক পার্থ—ইন্দ্রিয়-বিজয়ী ;  
 তবে চাহ তাড়াইতে, দুঃস্বপ্ন যবনে—  
 ঘোব অত্যাচারী, এই বঙ্গ গৃহ হতে ।  
 তোমরা বাঙ্গালীকুল,—ইন্দ্রিয় সেবক,  
 বিপু পরিতৃপ্তি তত পবায়ণ সদা,

বুঝেছ ইঞ্জিয় সেবা, এ সংসার সাধ ;  
 এহেন অসার জাতি, না মিলে ভূতলে,  
 ধিক্ ধিক্ ভীক্ দলে, শত ধিক্ বঙ্গে,  
 হেন অপদার্থ স্মৃত, ধবিল জঠবে' ;  
 প্রবেশি যবন দল—সপ্তদশ মাত্র,  
 স্বাধীনতা ধন আশে, বঙ্গ নিবেতনে,  
 বিনা বাধা, বিনা বণে, হবিল কেমন ।  
 প্রাণতবে ভীক্ দল, পলাইল দ্রুত,  
 এমতি দুর্বল সবে, ইঞ্জিয় সেবনে ।  
 এহেন ক্লীবত্ব গুল, বড় কোন কালে,  
 না হেবেছি, না শুনেছি, ভাবত-ভবনে ,  
 ভাবত বতন আশে, লোভ পবামর্শে,  
 যখন যে সব শত্রু, হইত উদয়,  
 ভাবত শূরত্বে অগ্রে, হযে হত মান,  
 বক্ষিত জীবন ধন, পলায়নে তাবা ।  
 ইঞ্জিয় সংযম গুণে, ভাবত অন্তব,  
 আছিল ভূষিত অতি, সে সময় বাছা ।  
 তাই বলি, শিখ সবে, এক মন প্রাণে,  
 ইঞ্জিয় সংযম গুণ অর্জুন সমীপে ,  
 তা হলে যবন কুল, নিশ্চয় দলিবে,  
 তা হলে পূবব স্মৃধ, পাবে পুন ফিবি ।  
 এত কহি নীববিলা তাপস রতন ,  
 তাপস অমূল্য বাণী, আন্দোলিলু যত,

ইন্দ্রিয় সংযম বিনা, বুঝিলাম সাব,  
 না হবে কামনা পূর্ণ—এবঙ্গ উদ্ধাব,  
 বিধর্মী যবন গ্রাস হতে, কোন বালে ।  
 একপ উঠিল, কত চিন্তাব লহবী,  
 হইল বিলীন কত, না হয় স্মরণ ;  
 স্বর্গীয় শীতল বায়, শেষে ক্রমে ক্রমে.  
 কবিল অবশ অঙ্গ—ইন্দ্রিয় বিকল,  
 স্বর্গীয় বাসিনী নিদ্রা, আসি ধীবে ধীবে,  
 হবিল বিষয় জ্ঞান--হবিদ চেতনা,  
 শুইলু অজ্ঞাত মাঝে, নিদ্রা অন্ধ দেশে ।  
 ইতি দ্বিতীয় কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

---

# সুপ্রভা ।

## দ্বিতীয় কাণ্ড ।

### তৃতীয় সর্গ ।

নিদ্রা অবসানে হেবি, কোথা স্নানাম  
কোথা সে নন্দন বন—কোথা বা সে শোভ  
হেবিলাম বহিষাছি সেই তব তলে  
গিয়াছি যথা হতে, অমব নগবে,  
স্বপ্ন ঘটনাবলী, চিস্তি বহুক্ষণ,  
হইল বিস্ময় বসে, আপ্লুত হৃদয় ।

চলিলেন দ্বিজোত্তম, সে কানন স্থলে .  
চলিল পশ্চাতে তাঁর, হইয়া নীরব,  
ভাবিতে ভাবিতে, যত অপূর্ণ ঘটনা ।  
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কত, হেবিগ্ন সন্তুখে,  
বিশাল নগরী এক, সে দিব্য বাননে ।  
নিবসে তথায় কিবা অসংখ্য মানব  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ,  
যাব বে ধর্ম তাহা, আচরি যতনে,  
ধাত্ত ধেনু মহাধনে, পূর্ণ সে নগরী,  
কাহারো অভাব কিছু, নাহি কোন বালে,  
নিবধিল চারি দিকে, দেবী বিশ্ববমা,



সঙ্গে কবি সচ্ছন্দতা,—প্রিয় সহচরী,  
 নিবসে বৈকুণ্ঠ ছাড়ি, সে নগরী মাঝে ।  
 অভাব কিঙ্করী সহ, দাবিদ্র্য অলঙ্কারী,  
 না পাবে পশিতে তথা, কমলা প্রতাপে ।  
 অমূল্য ভূষণ বাসে—বিভব লক্ষণ,  
 বিভূষিত যোষাকুল, ঘ ঘবে তথা ।  
 কৃষিকার্য্য সমাহিত সূচাক নিষমে ।  
 অতুল ঐশ্বর্য্য হেন, তথাপি হেবিগ্ন,  
 দাক্ষিণ বিষাদ চিহ্ন, সবার আননে ।  
 যেন, কোন অনিবার্য্য বিপদ প্লাবন,  
 প্রবহি ভীষণ বেগে, ভীষণ প্রতাপে,  
 সুবিশদ সুখ শ্রোত, কবিছে পঙ্কিল ।  
 নিবখি এ হেন ভাব, হইলু বিস্মিত,  
 থাকিতে বিভব হেন, নাগবিক সবে,  
 কেন এত জ্বিয়মাণ, নাবিহু বুঝিতে ।

হেন কালে গৃহ এক কবিনু দর্শন,  
 পশিলু তাপস সনে, সে ভবন মাঝে ;  
 দেখি তথা নব এক, নাবী ছুইজন,  
 জনৈক বালিকা, সবে মিলি এক ঠাই,  
 পবম্পরে আন্দোলিছে, লষে কোন কথা,  
 বিস্তারি বিতর্ক জাল, অতি ব্যগ্র ভাবে ।  
 নিবখি তাদের ভঙ্গি, বুঝিলাম ভাবে,  
 যেন সবে মগ্ন, মহা সঙ্কট সাগরে ।

নাবিহু বুঝিতে কিন্তু, নিগূঢ় রহস্য,  
 এক দৃষ্টে ধ্বি পানে, বহিহু চাহিয়া ।  
 বতস্পর্শে বাহিবিহু, সে গৃহ হই তে,  
 তাপস সংহতি, বসিহু নির্জনে,  
 গ্রাম প্রান্তস্থিত এক দিব্য তরুতলে ।  
 জিজ্ঞাসিহু বহু দেব । এ কোন্ নগরী,  
 কারা অই গৃহ মাঝে, লয়ে কোন্ কথা,  
 আন্দোলিছে পবম্পব, এত বাগ্র ভাবে ?  
 চবিত্তার্থ কব দাসে, কহি দয়া কবি,  
 যুচাও জ্ঞানার্ক দেব । মনেব আঁধার ।

উত্তবিলি ঋষবব, মধুব বচনে,  
 অগূর্ব বহস্য কহি শুন দিবা মন ;—  
 অই যে নগরী বাছা । কবিছ দর্শন,  
 একচক্রা নামে খ্যাত এ ভাবত মাঝে,  
 নিবসে নগরী মাঝে, চারি বর্ণ লোক,  
 অতুল বিভব পূর্ণ, সবাব ভবন,  
 নাহি কেহ দীনদুঃখী, নগরী ভিতবে,  
 অবিবত প্রতি গৃহে, আবদ্ধ কমল ।  
 এহেন বিভব পূর্ণ, নগরী বিশাল,  
 না মিলে বিস্তব বাছা । এ ধবনী তলে,  
 অবনী নিবাসী যত, সতৃষ্ণ নয়নে,  
 ইহাব ঐশ্বর্য্য প্রতি, চাহি বয় সদা ।  
 এত যে ঐশ্বর্য্য, কিন্তু যুটেছে জঞ্জাল—

অশ্রুৎ-নিদান, যাহে অস্থির সকলে ।  
 এত যে বিভব বাশি, এত যে সম্পদ,  
 সকলি বৃথায় বাছা । সে কারণে এবে ।  
 ধক নামে মহাস্রব, নিবসে হেথায়,  
 তাহাব দৌবায়ে, লোক সতত অস্থির,  
 ছবস্ত অশ্রুব সেই,—ভীষণ দর্শন,  
 ভীম কালধব—সদা অজ্ঞেয় সমরে,  
 শত শত মত্ত হস্তী শক্তি সমষ্টি,  
 সে অশ্রুব শক্তি সহ, না হয় তুলনা ।  
 দোৰ্দ্দণ্ড প্রতাপে আহা ! অধিবাসা হতে,  
 কাড়িয়া লবেছে দুষ্ট, স্বাধীনতা মণি ।  
 গললগ্নী কৃতবাসে, প্রণত মস্তকে,  
 ছবস্ত অশ্রুব বাক্য, পালে দিবানিশি,  
 নগর নিবাসী সবে, বিষয় অন্তরে ।  
 কঠোর শাসনে, সেই অশ্রুব দুৰ্জ্জন,  
 শাসে নাগবিক জনে, নাহি দয়া মায়া ।  
 গুলিলে অবাক হবে, জলিবে শবীৰ  
 ক্রোধানলে, যে নিষমে চিবকাল মত,  
 বাধিয়াছে দুবাচার, অধিবাগী গণে ।  
 গুলি অত্যাচার তাব, বহিবে সবেগে,  
 উত্তপ্ত শোণিত শ্রোত, ধমনী ভিতবে,  
 দিবানিশি ত্রিষমাণ, বাল বৃদ্ধ সবে ।  
 নিদাকণ কর বিধি—অত্যাচার মূল,

ডুবাইছে সবামন, শোক সিদ্ধি মাঝে ।  
 না থামে নবন জল, কহিতে সে কথা—  
 মর্ম্মভেদী, নিদাকণ, অস্থ দায়িনী ।  
 সবাব পন্থায় ক্রমে, বাজস্ব স্বরূপ,  
 যোগাইতে হয় নিতা, ভূধর প্রমাণ,  
 সুবস দুর্লভ দ্রব্য, ভক্ষণ কাবণ,  
 তা সহ এতৈক নব, নির্দয় অসুবে ।  
 সবাই সচিন্ত চিত্ত, সবাই পীড়িত,  
 শোণিত শোষণক সেই নিধি প্রবত্তনে ।  
 কিস্ত কে নিবাবে ব ছা । ছবন্ত অসুবে,  
 কোথায় শাবীর বল, এ নগবে এবে,  
 বাধা দিতে, স্বেচ্ছাচারী অসুব পীড়ন ?  
 নিদাকণ অত্যাচারে, হবে জব জব,  
 স্বদেশ মমতা ত্যজি, যদি কোন নব,  
 দেশান্তরে গিয়া বাঞ্ছে, বক্ষিতে স্বজন,  
 তা হলে নিশ্চয় অই পাপমতি হাতে,  
 পাঠিবে সে জন বাছা ! সবংশে নিধন ।  
 আশাব গোপনে, যদি ত্যজি এ নগরী,  
 উপনীত হয় কেহ, অন্য কোন দেশে,  
 তথায় সন্ধান লভি, কলুষ হৃদয়,  
 ক্রোধানলে দহে, তথাকার সুখশান্তি,  
 অধিবাসী জনে দিয়া, বিষম যজ্ঞগা ।  
 কাজেই বিদেশী জনে, নৃশংস আতঙ্কে

এ নগর বাসীগণে, না দেয় আশ্রয় ।  
তাই সবে দিবানিশি, সহি অত্যাচাব,  
নিবসে নগরী মাঝে, বিষম অন্তরে ।

অই যে হেরিলে নরে, নারীগণ সহ,  
কবিছে মন্ত্রণা কিবা, গৃহে উপবেশি,  
দ্বিজকুল ভব তিনি—গৃহ অধিস্বামী,  
সংবা—গৃহিণী তঁ ব, বালিক—হুহিতা,  
বিধবা রমণী যিনি, তিনি দেবী কুন্তী—  
উন্নত হৃদয়া—শশীকুল-সমুজ্জ্বলা ।

জিজ্ঞাসিলু তপোধনে, কহ দয়্য কবি,  
কি হেতু পাণ্ডব মাতা, ত্যজি নিজ রাজ্য,  
নিবসেন হেথা ? কোথা তাঁর পুত্র পঞ্চ ?  
কহি সবিশেষ নাশ, মনের আঁধার ।

উত্তরিলে ঋষিবব, শুন, যাতুমণি !  
কহিব পূরব কথা—কেন এ নগরে,  
নিবসেন দেবী-কুন্তী—পাণ্ডব আরাধ্য ।  
ধার্তবাহু-গণ মাঝে, জ্যেষ্ঠ হুর্যোধন—  
কুরুকুল কালী—লুন্ধ—হুরাশয় অতি,  
সতত পাণ্ডব দ্বেষী—অশিবাভিলাষী,  
পাণ্ডব সূখ্যাতি তার কর্ণশূল সদা,  
বেষ্টিত কুমন্ত্রী দলে, রহে অনুক্ষণ ।  
কিরূপে পাণ্ডব পঞ্চ, বিনাশি কোশলে,  
নিখিল সাম্রাজ্যে, হবে অদ্বিতীয় রাজা,

তাহার উপায় যত, কুমন্ত্রী সংহতি,  
 নির্দ্বাবে কলুষ মতি, নিরঞ্জে সদা।  
 নিশ্চিন্তে বারণাবতে, জতুগৃহ এক,  
 পাণ্ডব বিনাশ আশে ; বিস্তৃত পুণ্য বলে,  
 পঞ্চপুত্র সহ কুন্তী, সে ঘোব বিপদে,  
 পেলেন উদ্ধার, যবে নিশি সমাগমে,  
 আদেশিলা পাপমতি নিজ অনুচরে,  
 নাশিতে পাণ্ডব পঞ্চ, কুন্তী দেবী সহ,  
 সবাব অজ্ঞাতে দিয়া, সে গৃহে অনল।  
 কবে কি অনর্থ বাশি ঘটায় দুঃখতি,  
 তাই এবে দেবী কুন্তী পঞ্চ পুত্র সহ,  
 নিবসেন ছদ্ম বেশে, এ নগরী মাঝে।  
 এ দ্বিজ ভবনে থাকি, ব্রাহ্মণের বেশে,  
 ভিক্ষালব্ধ অন্ন করি, উদর পূরণ,  
 কবিছেন এক মনে, সৌভাগ্য প্রতীক্ষা।

ক্ষণকাল চিন্তি দেব, আবন্তিলা পুন,  
 অই যে হেরিলে দ্বিজ— ব্যাকুল হৃদয়,  
 বিধম সঙ্কটাপন্ন, দেখি বোধ হয়,  
 কর-দান-দিন তাঁর উপনীত আজ,  
 সবে মাত্র চারি প্রাণী, সংসারে তাঁহার ;  
 কে যাবে অস্থির পাশে, ভিক্ষার কারণ,  
 তাই এবে কানাকানি করিছে সকলে।  
 শুনি সেই কানাকানি পাণ্ডব জননী,

জিজ্ঞাসি বুঝিলা, যেই বিপদ আবর্তে,  
 নিষ্কিপ্ত সে দ্বিজ, নিজ প্রিয়জন সহ।  
 যদ্যপি আপনি দ্বিজ, অসুখ সেবায,  
 আপন জীবন রত্ন, করে বিসর্জন,  
 বলত্র, দুহিতা, শিশু-সুত, অন্নাতাবে,  
 অকালে শমন গ্রাসে, যাবে স্নানশিত।  
 হেন পুরুষত্ব হীন কে আছে ভুবনে,  
 বক্ষিতে আপন প্রাণ, ত্যজে অকাতবে,  
 বলত্র দুহিতা আদি—সংসার ভূষণ,  
 প্রাণাধিক প্রিয় বস্তু, এ ভব আবাসে,  
 বিশেষ দ্বাগব যুগে—নহে কলি কাল ?  
 আবাব ব্রাহ্মণী যদি, অসুখ-নিষম  
 পালেন পবাণ দানে, তা হলে নিশ্চয়,  
 পাইবে অশেষ ক্রেণ শিশু সুত তাঁব,  
 এমন কি, স্তন্যাভাবে মরণ সম্ভব,  
 বুঝিলেন কুন্তী দেবী ভূদেব অবস্থা,  
 বুঝিলেন নিত্য নিত্য অধিবাসী কত,  
 বিষম দৃষ্টে পড়ি পায় মহাশোক,  
 বর্ষে বর্ষে—দুরাচার ছিঁড়ি অকাতবে,  
 মৃগাল স্বরূপ মবি! বংশধর কত,  
 কুলকপ কমলিনী কবিছে বিস্ময়,  
 চির দিন মত, ইহ সংসার তড়াগে।  
 হায!—কত বর্ষে বর্ষে কুল দীপ শিখা,

স্তম্ভ স্নেহ বিনা বাহা মিটি মিটি কবি,  
 জ্বলিছে মলিন ভাবে, হইছে নির্ঝাঁপ,  
 ছবস্ত অসুখ হস্তে চিবদিন ভরে ।  
 —বর্ষে বর্ষে কত কত যুবক মণ্ডলী,  
 জনক জননী তাজি, তাজি প্রিয় কাস্তা,  
 ভাসায়ৈ সবারে ঘোব শোক পাবাবাবে,  
 জ বন বতন অর্পি, দুর্জ্জন অসুবে,  
 প্রকাশে সংসারী কাছে, সংসার-মমতা ,  
 একদা বিবিধ চিন্তা, কবি গুণবতী,  
 পব দুঃখে হঠলেন কাতর জদয়,—  
 বিগলিত চিয়া তাব পব পবমাদে,  
 স্বজাতি মমতা আসি উদিল তখন ,  
 ভাবিলা করুণাময়ী, ছবাত্মা সমীপে  
 ব্রহ্মদেবে প্রেবি আজি, কৃতান্ত সমান,  
 উদ্ধাবিব শান্তিহীন নাগবিক জনে,  
 নিশ্চয় মবিব দুষ্ট ভীম হস্তে আজি,  
 নিশ্চয় নগবী, তবি দুঃখ মহাসিদ্ধু,  
 পশিবে পবম হর্ষে সুখবাজ্যে আজি ।  
 ভাবিলেন আবো, যদি ঘোব মল্ল যুদ্ধে,  
 বলিষ্ঠ পাপীষ্ঠে নাশি ভীমসেন মম,  
 অসুখ আঘাতে শৈবে হয় প্রতীহত,  
 তা হলে অপত্য এক হাবাইব আমি ,  
 কিন্তু তাহে, লভি প্রাণ শত শত স্নত,



মনজ সমাজতলু কবিরে সুপুঠ ।  
 এক পুত্র দানে যদি বাঁচে বহু পুত্র,  
 এব চেষে লাভপ্রদ ব্যবসা কোথায়?  
 হেন মহালাভ সনে এ ক্ষতি আমাব,  
 না হয় তুলনা কভু এ সংসার ধামে ।  
 আবাব ভাবিলা দেবী যদি বৃকোদব  
 নাশিতে দুর্জনে নারি তাজে কলেবব,  
 অসুব সমবে—মনে যা না লয কিন্তু  
 স বিলে ভীমেব শক্তি—অতুল বিক্রম,  
 সমব-কৌশল যাহা হেবিষাছি পূর্বে,  
 তা হলে পাঠাব পার্থ, সে হলে নিধন,  
 পাঠাইব সুবিষ্ঠিবে, সে দুর্জনে বণে,  
 দেখিব কেমনে প্রাণ ধবি ছবাচার,  
 মনো সাধে অত্যাচাবে অধিবাসী গণে ।  
 এত চিন্তি দযাবতী, বিনম্র বচনে,  
 প্রকাশিলা নিজ ইচ্ছা, ব্রাহ্মণ গোচবে,  
 মহাঘোব তর্ক পবে, নিকপায় দ্বিজ,  
 সম্মত হইলা শেষে দেবীর প্রস্তাবে ।  
 প্রাণাধিক স্মৃতে, প্রেবি বক সন্নিধানে,  
 প্রকাশিলা মহামতি কুন্তী—দযাবতী,  
 স্বজাতি মমতা—দিব্য-সুহৃৎভগুণ,  
 অতুল জগতে, ভুলি যাহা ভাগ্য দোষে,  
 ভাবত নিষ্কিণ্ত এবে, ঘোর অধঃপাতে ।

এত কহি দ্বিজরত্ন হইলা নীরব,  
 ক্ষণ কাল চিন্তা করি আরস্তিলা পুন;  
 দেখহ বিচারি কোথা এ বঙ্গ ভবনে,  
 স্বজাতি মমতা,—দিব্য অমূল্য রতন?  
 কে আছে এ বঙ্গে এবিধ, স্বজাতির তরে,—  
 চূৰ্ভাগা বাঙ্গালী তরে—দূরিতে বিপত্তি—  
 সাধারণ, দিতে পারে প্রাণ অকাতরে?  
 কেহ নাহি বঙ্গে, হেন দেব সম নর,  
 এমন কি, দেখিলে ত বঙ্গাধিপ যিনি,  
 প্রজাকুল স্তম্ভ হুঃখ শুভাশুভ আদি,  
 সদা দেখা য়ার কার্য—য়ার কুল ধর্ম,  
 স্বজাতি মমতা তাঁরো নাহি বিন্দু মাত্র;  
 তা থাকিলে, কভু তিনি ত্যজি বঙ্গবাসী,  
 ত্যজিয়া প্রকৃতি পুঞ্জ, স্বজাতি মানবে,  
 পরম আত্মীয় জনে, অনুগত বন্ধু,  
 পলাতেন গৃহ ছাড়ি, যবন উদয়ে,  
 রক্ষিতে আপন প্রাণ,—আপনার সব?  
 তা থাকিলে কভু তিনি মাথিতেন অঙ্গে,  
 ক্রীবত্ব কলঙ্ক কালি, দিয়া জলাঞ্জলি,  
 রাজ মহাধর্ম—নাহি ত্যজিতেন যাহা,  
 পূর্ব নৃপতি বর্গ, থাকিতে জীবন?  
 স্বজাতি মমতা শূন্য, বঙ্গেশ্বর যেন,  
 প্রকৃতি মাঝারে কিন্তু কোথা সেই গুণ?

থাকিলে কি, কভু জুষ্ট মহম্মদ শিষ্য,  
 পশিতে পাবিত, এই স্বর্ণ আবাসে ?  
 পূরব অবস্থা আব নাহি বঙ্গ ঘরে,  
 সবে স্বার্থপর এবে প্রতি জনে জনে,  
 আপন আপন লষে বাস্ত দিবা নিশি,  
 এহেন দশায় কিসে স্বাবীনতা মণি,  
 ভবন্ত যবন হতে, চাহ উদ্ধাবিতে ।  
 মানস সংযোগে, দিব্য স্বজাতি মমতা,  
 গুস্তী কাছে শিখ অগ্রে, কঠোর সাধনে  
 স্বজাতি মমতা কৃপা কুস্তী পদতলে,  
 সাষ্টাঙ্গে প্রণত হও ভকতি অন্তবে,  
 দেবী ককণা বলে হস্রে সিদ্ধকাম,  
 তাসিবে সকলে পুনঃ, আনন্দ সলিলে ।

ইতি দ্বিতীয় কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ।



## সুপ্রভা ।

### দ্বিতীয় কাণ্ড ।

#### চতুর্থ সর্গ ।

চলিলু সে বৃক্ষ ত্যজি ঋষিবব সঙ্কে,  
কানন ভিতবে কত, উদ্দিছে অন্তবে,  
অপূর্ব ঘটনা বাশি, একে একে আসি,  
কেহ বা উঠিছে, কেহ হতেছে বিলীন,  
উদ্ভাল তবঙ্গ যথা, পবন হিল্লোলে,  
কেহ উঠে, কেহ পড়ে জলনিধি বক্ষে ।  
অপূর্ব বহস্যাবলী, চিন্তিলাম যত,  
আমবা অসাব জীব অবনী ভবনে,  
বুঝিলু বিশদ রূপে, কোন দিব্য গুণ,—  
যে গুণে শ্রেষ্ঠত্ব লভে, নব সোকে নব,  
নাহি বঙ্গ ধামে এবে, যাহাব গবিমা, —  
যাহাব বডাই, পাবি কবিতে সদর্পে  
অন্য জাতি কাছে; এইরূপ কত চিন্তা,  
উদিল অন্তরে মম, কেঁ কবে গণনা ?

কতক্ষণে নিবখিলু রয়েছে সম্মুখে,  
সামান্য কুটীর এক—পর্ণ নিবমিত ।  
চারি দিকে তরু বাজি, আছে বিরাজিত ;

ফলে ফলে—বেহ ফুলে—বিভূষিত অতি ।

অদূবে তটিনী এক কুল কুল ববে,

ধীবে ধীরে, পাষ পাষ, চলিছে মন্তবে ।

বিবিধ বিহঙ্গ কুল, স্নমধুর স্ববে,

কবিছে মোহিত অতি দশ দিশ ব্যাপি ।

বোমস্তে কুবঙ্গ কুল, কবিয়া শয়ন,

কুটীব প্রাঙ্গণ দেশে, মৃগ শিশুগণ,

নিজ নিজ মাতৃ পাশে—সম্মুখে—পশ্চাতে

লক্ষ্যে ঝঞ্ঝি কবে কেলি মহানন্দে মাতি ,

পবন্বিনী ধেনুদল বয়েছে দাঁড়ায়ে,

কেহ বা শযিও তথা, নিজ শিশু সও ।

ময়ূব ময়ূবী নাচে, ঠমকে ঠমকে,

বিস্তারি মোহন পুচ্ছ—সু-বর্ণ বজ্রিত—

মানস মৃগধকব—অঁথি স্মৃথকব ।

সে স্থান সৌন্দর্য্যো, মন হতেছিল স্তব,

কিন্তু মহাকাণ্ড এক—বিস্ময় জনক,

সহসা নয়ন পথে, হষে উপনীত,

শোভা দবণন ভঙ্গ কবিল চকিতে ।

হেবিনু অদূবে এক নির্জ্জন প্রদেশ ,

চাবি দিকে শরাসন, শবপূর্ণ তূণ,

অস্ত্র গস্ত্র আছে কত হযে স্তূপাকাব ।

হেবিনু বিস্ময়ে এক স্থবির তাপস—

দীর্ঘ ঋত অশ্রু ধারী, রাধি নিজ শিব,

অন্যজন উরু দেশে, দুর্কীর শানে,  
 ঘোব নিদ্রা অচেতন, যেন মৃত প্রাণ ।  
 স্থবিব মস্তক ছিল, উরুদেশে যাব,  
 উপবিষ্ট সেইজন হইয়া নীবব,  
 অতি স্থিব ভাবে, যেন গঠিত মূৰ্ত্তি ।  
 হেদিহু বিস্ময়ে আবেণা আবক্ত সে স্থল,  
 অজস্র শোণিত ধাবে, হইহু অবাক ।  
 হেন কালে যেন সেই শোণিত পবণে,  
 চমকি স্থবিব বব, উঠিল জাগিয়া ।  
 এহেন সময়ে দ্বিজ, ধবি মম হস্ত,  
 চলিলেন পুৰোদেশে লইয়া আমাষ,  
 চলিহু বিস্ময় ভবে তপোধন সনে ,  
 ক্রমে শ্রোতস্বতী কূলে, হহু উপনীত,  
 বসিহু বিশ্রাম আশে, দিব। তকতলে ।

কতক্ষণ বসি, সেই স্তবম্য প্রদেশে,  
 জিজ্ঞাসিহু তাপসেন্দ্রে কহ গুণমণি ।  
 এবন ভিতবে, কিবা করিহু দর্শন ?  
 কোন নব বব অই, শাষিত ধবায় ?  
 উপবিষ্ট আছে কেবা ? কেন বক্ত ধাবা ?  
 ঘুচাও সংশয় জাল, ভূদেব বতন,  
 নিগূঢ় বহস্য সব বিশেষিয়া কহি ।

উত্তবিল। তাপসেন্দ্রে গুন দিয়া মন,  
 কহিব রহস্য যত দেখিলে হেথাব,

ଅହି ସେ ନିଦ୍ରାନ୍ତ ଜନେ କବିଳେ ଦର୍ଶନ,  
 ଜୟଦମ୍ଭି ସୁତ ତିନି, ବିଦ୍ୟାତ ଭାବତେ ।  
 ପବନ୍ତୁ ରାମେବ ବୀର୍ଯ୍ୟ—ତେଜ ଭୟଙ୍କର,  
 ସଦା ଜାଗେ ସମ ଭାବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅନ୍ତରେ ।  
 ଭାବତ କ୍ଷତ୍ରିୟ-ଶୂନ୍ୟ, ନିଜ ଭୁଞ୍ଜ ବଳେ,  
 କବେନ ଅକ୍ଳେଶେ ତିନି, ତିନି ସାତ ବାବ,  
 ବୀବ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ତିନି—ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ,  
 ତାହାବ ସମୀପେ ଶିଖି, ସାମବିକ ବିଦ୍ୟା  
 କତ ଶତ ଜନ ଲାଭି, ସାମବିକ ସଂଶ—  
 ବିମୁଖି ବିପକ୍ଷଦଳେ, ବିଦ୍ୟାତ ସଂସାରେ ।  
 ନାନା ଦେଶ ହତେ ଆସି, କତ ନବପତି,  
 କତ ନୂପସୁତ, କତ ବଣ ପବାସନ,  
 ଭକତି ସଂଯୋଗେ, ଶିଖେ ଶବ ନିକ୍ଷେପଣ,  
 ଅସ୍ତ୍ରଯୁଦ୍ଧ—ଗଦାଯୁଦ୍ଧ ଆଦି ନାନା ବିଦ୍ୟା,  
 ଯାବ ସେହି ଅଭିରୁଚି, ତାହାବ ସମୀପେ ।  
 ଅହି ସେ ହେବିଲେ ନବ—ଓକ୍ଷେଶେ ଶାସ୍ତ୍ର,  
 ମାଥା ଶାସ୍ତ୍ର ଭାମଦମ୍ଭ ଘୋର ବିନିଦ୍ରାନ୍ତ,  
 ତିନି କର୍ଣ—ସାବ ତେଜେ—ସାବ ପରାକ୍ରମେ,  
 ମତତ ପାଞ୍ଚବଗ୍ଗ, ଚିନ୍ତିତ ହୃଦୟ ।  
 ଶୂତପୁତ୍ର ବଳି ତାବେ, ଜାନେ ସର୍ବ ଜନେ ।  
 ବାଣଶିଳ୍ପ ଆଶେ କର୍ଣ—ବୀବ କୁଳର୍ଷଭ,  
 ଭାର୍ଗବ ଆଶ୍ରମ ଦେଶେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବେ ।  
 ଶୁକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟେ କର୍ଣ—ମହାମତି,

অনন্য অন্তবে বত, দিবস শৰ্ম্মবী ।  
 ছায়া সম থাকি বীর, গুরু কাছে সদা  
 পালয়ে আদর্শ তাঁর পরম যতনে ;  
 আচার্য্য ভার্গব, তবে নিত্য নিশ্চমিত,  
 যোগায় আহাবদ্রব্য—অবণ্য দুর্লভ ।  
 সম্মিষ প্রস্থান কাশ আহবি কাননে,  
 আনি দেয় গুরুববে, পূজা হেতু নিত্য ।  
 এইরূপ গুরুতৃষ্টি আশে বীৰসিংহ,  
 যখন আদিষ্ট হন কবিত্তে যে কল্প—  
 স্রসাধ্য— দুঃসাধ্য কিবা অন্যেব অসাধ্য,  
 অকাতবে দিবানিশি, পবন উল্লাসে,  
 সাধেন সে কার্য্য, অতি যতন সংহতি ।  
 অই যে শোণিত ধারা ববিলে দর্শন,  
 বজ্রিত কবিছে ধবা আবক্ত ববণে,  
 উহাব বহস্য বাছা । বিস্ময় জনক,  
 সহিসুতা সমুজ্জ্বল উপমাব স্থল ।  
 নামিলে ধবগীতলে হেন সহিসুতা.  
 যাব বলে বাধাসুত সিদ্ধ অনোরণ ।  
 ভয়ঙ্কর কীট এক কর্ণ উক দেশ,  
 সূতীক্ল-দশনে দংশি, দিতেছে ষাতনা,  
 জলিছে বিষম বিষে, সেই ছিন্ন দেশ,  
 ঝরিছে শোণিত বাশি, অজস্র ধারায় ,  
 তথাপি দেখহ বাছা । কর্ণ—দৃঢ়মতি,



উপবিষ্ট স্থিতিভাবে অচল সমান ।

উক সঞ্চালনে পাছে, হন জাগবিত,  
 আচার্য্য ভার্গবদেব, অপক্ক নিদ্রায়,  
 নিদ্রা ভঙ্গ হেতু পাছে, দেন অভিশাপ,  
 ডুবায়ে অসিদ্ধি নীবে, মনোবথ যত,  
 চিব দিন তবে; যাব লাগি এত ক্লেশ—  
 এত পবিশ্রম—এত আয়ু স্মৃতি ত্যাগ,  
 হেবিলে উঠিলা অই ভার্গব—বলীন্দ্র,  
 সংসা স্মৃতি হতে শোণিত পবশে ।

এতক কহিয়া দেব । হইলা নীবব,  
 কাল তবে চিন্তি আবার্ত্তিলা পুন—  
 যেই সহিষ্ণুতা স্তল কবিলে দশন,  
 ভুবন দুর্লভ তাহা জানিবে নিশ্চয়;  
 মানব কীটাপুণীট সম নহে কভু,  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সহ কবিলে তুলনা,  
 কঠোর সাধনা বলে কি হু সে মানব,  
 মাধি অলৌকিক কার্য্য, লভে অমবয়,  
 মর হয়ে ভূমণ্ডলে, জগতিতিহাস  
 প্রকাশে অক্ষয় কীর্ত্তি, অক্ষয় অক্ষবে,  
 অনন্ত জীবন লভি, সে মানব মনি,  
 স্বর্গ মর্ত্ত্য রম্যাতলে পূজ্য অনুক্ষণ ।  
 বর্গ-দশা ষাট্‌মনি ! দেখহ বিচাৰি—  
 শৈশবে সাবথী গৃহে, লালিত যেজন,

কোন্ জনে সে জনার কবে সমাদব ?  
 উচ্চকুল ভব যাঁরা—সমাজ ভূষণ,  
 অনাদবে কত তাঁবে, বাধাসুত ভাবি।  
 কিন্তু সেই বর্ণ নিজ সহিষ্ণুতাকলে,  
 অতিক্রমি কত বিঘ্ন, জীবন সমবে,  
 স্থাপিলা অক্ষয় কীর্তি, লভিলা দেবত্ব,  
 রাখিলা অবনীতলে, অনশ্বব ভাবে,  
 দিব্য সহিষ্ণুতা চিব উজ্জ্বল প্রমাণ,  
 হেরি যাহা কত জাতি—দীনদশাশ্রস্ত,  
 শিখিবে পশিতে, উচ্চ সৌভাগ্য মন্দিবে।  
 কোথা সহিষ্ণুতা মণি, বঙ্গ নিকেতনে ?  
 কি বলে লভিবে বল অন্য গুণ বাশি,  
 সংসায়ে যে সব বাছা। মঙ্গল নিদান।  
 শিখি অগ্রে কর্ণ কাছে, দিব্য সহিষ্ণুতা,  
 জাতীয় গৌরব প্রদ গুণ আছে যত,  
 একে একে কব লাভ কঠোর সাধনে ;  
 হও সবে একে একে মহাযোগ বলে,  
 এক এক কর্ণ—সহিষ্ণুতাদর্শ হয়ে,  
 ভুবনে অনন্তকাল রহিবেন যিনি।  
 তবেত সৌভাগ্য দেবী, নিজদল সহ,  
 আসিবে এ বঙ্গে পুনঃ মহাস্য বদনে ;  
 তবেত যবনে নাশি, তোমবা অচিরে,  
 মুছাবে কলঙ্কবেশা, যুচাবে জঞ্জাল।

ইতি দ্বিতীয় কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত।

## মুপ্রভা ।

### তৃতীয় কাণ্ড ।

#### প্রথম সর্গ ।

চলিহু সম্মুখ দেশে, মুনীন্দ্র পশ্চাতে,  
ভাবিতে ভাবিতে যত অপূৰ্ণ ঘটনা ,  
উদিছে বিবিধ চিন্তা, মানস আকাশে  
হতেছে ক্ষণেক থাকি, সবে অন্তমিত,  
আবাব নূতন চিন্তা—তিরোহিত পুন,  
গগণ প্রদেশে, যথা নক্ষত্র কলাপ,  
কেহ বা উদিত, কেহ হ'ব অন্তমিত ;  
কিন্তু “এবে বঙ্গ লক্ষ্মী যবনেব করে”  
হেন মহাচিন্তা উদি, কবিছে অদৃশ্য,  
আর যত ক্ষুদ্র চিন্তা সময়ে সময়ে,  
অকণ উদয়ে যথা তারকা নিকর—  
ক্ষীণতব জ্যোতি, হয় অদৃশ্য গগণে ।  
অন্তমিত হল পুন, প্রথমে ভাস্কর,  
আবাব নক্ষত্র বাজি দিল সবে দেখা,  
মানস গগণে মম কি আব কহিব ।  
একপ পর্য্যায় ক্রমে, মানস সাম্রাজ্য,

আমিল যাইল কত, দিবঙ্গ যামিনী,  
 নাইক স্রবণ ভাব, এ জাগ্রত কালে ।  
 দাক্ষিণ চিন্তাব ঘোর কাটিল যখন,  
 কত ক্ষণে নাহি জানি, হেবিলু বিস্ময়ে,  
 এশেছি অজ্ঞাত সাবে, নূতন প্রদেশে ,  
 সকলি বিভিন্ন ভাব, দ্বাপব হইতে,  
 গিবখিলু তথা , নূতন সৌন্দর্য্য বাশি,  
 বিবাজিত অনুক্ষণ সে বম্য প্রদেশে :  
 দেখিলু কলুষ তক ব্যাপি চতুর্থাংশ,  
 আছয়ে বিগুহ প্রায় সে কানন অংশে ,  
 তিন ভাগ পুণ্য তক—দীর্ঘ বেলবব,  
 অসংখ্য পল্লব শাখা—ঘন পত্র যত,  
 বেথেছে সকলে কবি বন অধিকাব ।  
 না বাডে কলুষ তক পুণ্য বৃক্ষতেজে ,  
 পাপ তকগণ গুহ—সবে বসহীন,  
 সতত বিবল-পত্র—বিবল-প্রশাখ,  
 শোভাহব শীতধতু আগমনে যথা,  
 বিগুহ পাদপ বৃন্দ—যেন মৃতপ্রায় ।  
 হেবিলাম নানা স্থানে, মহা যজ্ঞকুণ্ড,  
 কত আছে সেই অংশে কেবা কবে সংখ্যা ।  
 গুনিলাম তথা কত, বাজচক্রবর্তী—  
 ববি শশীকুল ভব, বতনে সমাধি,  
 বাজহুয অশ্বমেধ আদি মহা যজ্ঞ,

লভিয়াছে অনশ্বব পুণ্যেব ভাণ্ডার,  
 যার বলে স্বর্গধামে, নিবসে সকলে,  
 এবে সুবিশদ সুখনীবে ভানি সদা,  
 ভূতলে অভুল কীর্তি, করিয়া স্থাপন ।  
 দেখিহু সমরক্ষেত্র রহিয়াছে কত,  
 যথা কত নব সিংহ, ভুচ্ছি প্রাণধন,  
 স্বাধীনতা রত্ন তবে যুক্তিয়াছে কত ।  
 হেরিহু বৃহদাকার মানব কঙ্কাল,  
 চতুর্গুণ পরিমিত আমাদেব হতে,  
 সকলি অপূর্ব ভাব নিবখিহু তথা ।  
 না দেখি যুগ্ম পাত্র-চিহ্ন কোন স্থানে,  
 ভোজনে, বন্ধনে, পানে হয় ব্যবহৃত,  
 যেই সব পাত্র আদি সংসাবে সর্বদা,  
 সে সব নির্ম্মিত কিবা দুর্লভ বজ্রতে ;  
 আবো কত নব নব হেরিহু সে অংশে,  
 না আসে স্মরণ পথে এ জাগ্রত কালে,  
 শুনিহু তাপস মুখে সেই বন অংশ,  
 ত্রেতা অভিধানে খ্যাত, ত্রিভুবনে সদা ।

হেন কালে হেরি এক নরীণ যুবক—  
 যোগী বেশ—জটাবাহী—বঙ্কল বসন,  
 যুক্তিছে ভয়াল অতি, বীরদর্পে মাতি,  
 বিকট আকার এক নিশাচর সহ ;—  
 বেশবী শাবক যেন ঘোর আশ্ফালনে,

প্রমত্ত কুঞ্জব সনে, দ্বন্দিছে সর্বোষে ।  
 এ হেন অসমদ্বন্দী সঙ্গুথ সমবে,  
 না দেখি না শুনি কভু, তইনু বিস্মিত ।  
 হইছে তুমুল বণ অতি ভয়ঙ্কর ,  
 নিক্শিপ্ত শাযক জালে, শূন্য আচ্ছাদিত,  
 পদভাবে ভূমিকম্প হতেছে সঘনে,  
 চটাপট চটাপট ঘোবতব শব্দ,  
 হতেছে সমব স্থলে, নাহিক বিধাম ।  
 জলিছে বান্ধস রোষে সমব প্রাজ্ঞে,  
 ধবেছে নবন যুগ কবজ ববণ ,  
 ক্রোবাগ্নি অন্তব মাঝে হয়ে প্রজ্জলিত,  
 নেত্র পথে দীপ্তশিখা, বাহিবিছে যেন ।  
 যুবকে এবিয়া বন্ধ হুহুঙ্কার নাদে,  
 নিক্ষেপিতে ধবাতলে ধাইছে সবেগে  
 কভু বা কাঁশব, ঘণ্টা, শঙ্খ, কোশা, বোশী,  
 আছিল সম্মুখে যাহা, কবি তা গ্রহণ,  
 যুবক মস্তক লক্ষি, কবিছে নিক্ষেপ ।  
 নিবথি সে ভীম মূর্তি—ভীম আফালন,  
 কাঁপিল আতঙ্কে হিষা থব থব থবে ,  
 পলাতে উদ্যত হনু ত্যাজি সেই স্থল,  
 হেনকালে হেবি সেই যুবক শাযকে,  
 সে বন্ধ ভূতলে পড়ি, পাইল পঞ্চভ ।

জিজ্ঞাসিহু তাপসেন্দ্রে নিগূঢ় কাবণ,

কহিলেন দেব, পবে বুঝিবে সকলি ।  
 চলিলু আবাব ধীবে তাপস সংহতি,  
 বিশ্বয় পয়োধি নীবে হযে নিমগন ;  
 কতক্ষণে হেবি সেই দ্রুবক—বলীন্দ্র,  
 সেই পূর্ব সাজে বসি, মিলিত নবনে,  
 ঘোব তপস্যায় যেন নিমগ্ন অন্তর ;  
 দাড়ায়ে সন্মুখে তাঁব নাবী চাবিজন—  
 ভুবন মোহিনী যেন স্বর্গ বিদ্যাধাবী,  
 প্রকাশিছে হাব ভাব, হানিছে কটাক্ষ,  
 হবিতে কৌশলে সেই যুবকের মন ,  
 কিন্তু সে নবীন যোগী—অটল অন্তর,  
 নাহি হযে বিচলিত, সে মোহন ভাবে,  
 দ্রুবিব বমণীগণে, তিবস্বাবি কত ।  
 হেবি সে অটল চিত্ত হইলু অবাক,  
 হলাম অস্ত্রি অতি, বুঝিতে বহস্তু ।

বুঝিবে সকল তত্ত্ব পাইলু উত্তর,  
 জিজ্ঞাসি তাপসে , পুন চলিলু পশ্চাতে  
 তাব, সে কানন দেশে, চিন্তাকুল চিত্তে ।  
 কতক্ষণ পবে এক সমর অঙ্গন,  
 উপনীত হল আসি আঁখি পথে মম ।  
 হেরিলু তথায় সেই বান্ধব—হুজ্জয়,  
 ঘন অন্তরালে থাকি, কভু বা ভূতলে,  
 সাজি বীর পূর্ণ সাজে, মাতি বীর বসে,

অগগন সেনাসহ—সবে স্থিৰ নেত্র,  
 প্রতিবিশ্ব হীন তনু, যুঝিছে ভয়াল ।  
 যোবগণ মাঝে এক পুষ্কর প্রবব,  
 আবোহি কুঞ্জর পবে, ভীম সিংহ নাদে  
 যুঝিছে তুমুল সেই নিশাচর সনে ।  
 না হেরি, না শুনি, হেন ভয়াল সংগ্রাম,  
 অবনী ভিতবে কভু, সকলি অপূৰ্ব ।  
 ছুটিছে আকাশ পথে, ইশু শত শত,  
 উগরি অনল বাশি, ঝলকে ঝলকে ।  
 জাঠা, জাঠী, শেল, শূল, মুষল, মুদগর,  
 পটিশ রূপাণ আদি অস্ত্র শস্ত লয়ে,  
 যুঝিছে সেনানী বৃন্দ ঘোব কোলাহনে,  
 কবিছে অবাতি দণ্ডে, অস্থিৰ জর্জর,  
 বধীন্দ্র বান্ধস সিংহ স্মৃতিস্থ শাযকে ।  
 বাজিল সংগ্রাম শেষে অতি ঘোব তব,  
 বান্ধস পুষ্করবে, দৌহে সম বলী,  
 কেহ কাবে নাবে বণে, কবিত্তে পবাস্ত ।  
 ছাডিছে পুষ্পমণি, সিংহ নাদ ববি,  
 দাকণ কুলিশ বাশি বান্ধস উপবে,  
 ছুটিছে বিজলী খেলি অশ্ববে অশনি,  
 ধাধিছে নযন যুগ, উজ্জল আভাঙ্গ,  
 ভয়ঙ্কর নাদে কর্ণে লাগিতেছে তালা ।  
 যুঝিছে বান্ধসবল উন্নত সমান,



আরোহি অম্বর দেশে, কভু রথোপবে,  
 ঘোর মেঘাঘরে ঢাকি নিজ কলেবর ।  
 একপ তুমুল রণ হতেছে সে স্থলে ;  
 ছুটিছে তরঙ্গ খেলি শোণিত প্রবাহ,  
 মুখে করি শত শত রণ, গজ, বাজী,  
 ছিন্ন হস্ত, ছিন্ন পদ, ছিন্ন কলেবর ;  
 হেন কালে দেখি সেই পুরুষ প্রবর,  
 রাক্ষস বিষম তেজে হয়ে জর জর,  
 সমরে পরাস্ত মানি, রক্ষিতে জীবন,  
 পলাইল উর্দ্ধদেশে, ত্যজি রণভূমি,  
 নিজ দলবল সহ—ব্যাকুল অন্তর ।  
 পবন আনন্দে রক্ষ লাগিল দেখিতে,  
 হাসিল বিকট হাস্য দিয়া করতালি ।

চলিল চঞ্চল পদে তাপস আদেশে,  
 কতক্ষেণে আনু এক নির্জ্জন প্রদেশে ;  
 হেরিলু তথায় এক দিব্য সরোবর,  
 তর তর চল চল নিরমল জলে ।  
 চারিদিকে শোভে ঘাট—মণি বিনিম্বিত,  
 ঘাটের উপরি ভাগে ছুই পার্শ্বদেশে,  
 দিরাজে বকুল শ্রেণী—কুসুমিত সবে,  
 বিস্তারি শীতল ছায়া সে রম্য প্রদেশে ।  
 অরণ্য সুলভ ফলে—সরসী সলিলে,  
 ক্ষুধা হৃষ্ণা নিবারিলু স্নানান্তে হুজনে ;

উপবেশি তরুতলে, লভিহুঁ বিশ্রাম ;  
 কতক্ষণ পবে দেব তাপসে সম্বোধি,  
 জিজ্ঞাসিহুঁ কহ প্রভো ! ককণা বিতবি,  
 অদ্ভুত বহস্য যত, নিবথিহুঁ হেথা ।  
 অগণন সেনা সহ পুরুষ প্রধান,  
 যেই নিশাচবে বণে নাবিল জিনিতে,  
 সেই বক্ষ কি না হত, বাশক সমবে,  
 এ চেয়ে আশ্চর্য্য আব কি আছে ভুবনে ?  
 কহ দয়া কবি অই নবীন তাপস,  
 কোন্ মহাকূলে জন্মি, কবিল উজ্জ্বল,  
 আজি সেই মহাকুল, সাধি হেন কল্প ?  
 কেবা অই নিশাচব ? কেবা সে পুরুষ ?  
 কহি সৰিণেষ, নাশ অজ্ঞান আঁধার ।

উত্তবিল। দ্বিজোত্তম, মধুব বচনে,  
 শুন কহি গুচতত্ত্ব নিবথিলে বাহা ।  
 প্রথমে হেবেছ বাছা ! তুমুল সংগ্রাম,  
 বালক রাক্ষস সহ, আসিবাব কালে ;  
 ভাবত বিখ্যাত ববিকুল অবতংস,  
 নবীন যুবক অই লক্ষ্মণাভিধান—  
 সুমিত্রা গর্ভজরত্ন—দশরথায়ুজ ,  
 অগ্রজ শ্রীরাম চন্দ্র, জনক আদেশে,  
 অরণ্য নিবাসী এবে তাপসের বেশে,  
 দ্বিসপ্ত বরষ হেতু ; সঙ্গে দেবী সীতা—

পতি ভক্তি প্রতিকৃপা যিনি এ ভূতনে,  
 কিশোর লক্ষণ বলী—ভ্রাতৃ পরাধণ ।  
 বক্ষেন্দ্র রাধণ ভূপ—ত্রিভুবনেশ্বর,  
 বিস্তারি কোশল জাল, পঞ্চবটী বনে,  
 বদ্যকুল বধু সীতা, হবি জষ্টমনে,  
 লম্বা বাঘ দক্ষাধামে, তদ্বব সমান ;  
 বাধিয়াছে তাই এবে বিষম সমব,  
 বাক্স মানব সহ, এ কানন অংশে ।  
 বাবণ আত্মজ অট বাক্স—দুর্জয়,  
 দেখেছ গুণিতে যাঁহে যুবক সংহতি,  
 মেঘনাদ নামে খ্যাত এ তিন ভুবনে,  
 দেবেশে সমবে জিনি, নাম ইন্দ্রপিত,  
 সেই বক্ষোববে আজি, নাশিল সোমিদী,  
 ধবে বীৰ পূত বেশে, পবিত্র অন্তরে,  
 নিকুন্তিলা মহাবজ্রে, আছিল দীক্ষিত,  
 হেবিগ্নাছ তাব পরে, বীর কুণর্ষভ,  
 সৌমিত্রী তাপস বেশে ধ্যান—নিমগন,  
 সম্মুখে দাঁড়ায়ে তাঁব, নাবী চতুষ্টি,  
 কাবছে বিবিধ বঙ্গ—অঙ্গ ভঙ্গি নানা,  
 নবনের হাষ ভাব—কাম উদ্দীপক,  
 টলাতে অচল সম, তাপস অন্তর ।  
 স্রুপ্তি, রমণ-ইচ্ছা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নামে,  
 ভুবনে বিখ্যাত অই বমণী সকল ;

তাদের অসীম শক্তি—অসীম প্রতাপ,

অনুভবে অনুক্ষণ অবনী নিবাসী ।

বিশেষ রমণ-ইচ্ছা —মায়া অনুচরী,

পড়ি তার অনিবার্য কুহকের জালে,

কত শত মহাতপা ঋষি —মহামতি,

জলাঞ্জলি জপ, তপ, কঠোর সাধনা—

পরম আয়াস সাধ্য—দীর্ঘকাল লব্ধ,

ইষ্টসিদ্ধি পথ হতে, হয়েছে বিচ্যুত,

এ বিশ্ব সংসারে, চির জনমের মত ।

অন্য পরে কিবা কথা, অরে যাহুমনি !

পানরি শকতি দিব্য, তাহার কুহকে,

প্রমত্ত অমর বৃন্দ, তুবিতে তাহায় ।

কিস্ত দেখ কি শকতি, কি মানস-তেজ,

ধরেন সৌমিত্রী বলী, কিশোর বয়সে,

যার বলে অনায়াসে করেন বিমুখ,

এহেন রমণীগণে, নয়ন পলকে,

পাতি যাবা নিজ নিজ ঘোর মায়াজাল,

লও ভঙ করে সব এ তিন ভুবনে ।

সর্ব শেষে দেখিয়াছ সেই রক্ষোবর,

ইন্দ্রজিত মেঘনাদ—রাবণ নন্দন,

অসংখ্য সেনানী নেতী পুরুষ সংহতি,

যুঝিছে সদর্পে, ঘোর বীর রঙ্গে ভাসি ।

হেরিয়াছ আরো সেই সেনানী অসংখ্য—

ছায়াহীন কলেবর—স্থির নেত্র সবে ;  
 দেবরাজ ইন্দ্র অই পুরুষ প্রবর,  
 অমর তেত্রিশ কোটি, সেনা দল সহ,  
 বুঝিছে পরাণ পণে নাশিতে রাক্ষসে ।  
 যে ইন্দ্র ভুবনজয়ী, নিজ ভুজবলে,  
 নিজ মানসিক বলে—মহা বজ্র ধার—  
 মহাবল বৃত্রাসুর পরাণ-নাশন,  
 সেই স্বর্গ অধিপতি সহ দেব-সেনা—  
 অজেয় ভুবনে—যার দিব্য তেজোরাশি,  
 কভু না সহিতে পারে মর মর লোকে,  
 পরাস্ত মানিল আজি রাক্ষস সমরে ।  
 অমর সমর বিদ্যা—অমর কৌশল,  
 মর রণ ক্ষেত্রে আজি সকলি বিফল ।  
 দেখিলে পলাল সবে হয়ে ছত্র ভঙ্গ ;  
 প্রফুল্ল রাবণ স্তত বিমুখি বাসবে,  
 ইন্দ্রজিত বলি তাঁরে বাথানিল ধরা,  
 হইল উজ্জ্বল তর, লঙ্কার বদন ।

নীরবিলা মহামতি এতেক কহিয়া,  
 রহিলু রিস্ময় তরে হইয়া অবাক ;  
 কতক্ষণ পরে, ক্ষেব আরঙিলা পুন :—  
 সত্য বটে ষাছুমণি ! এ বড় কৌতুক ;  
 যে রক্ষ অমর দ্রাস—অমর বিজয়ী,  
 সমরে দেবেল্লৈ জিনি, নাম ইন্দ্রজিত,

সে রক্ষ মানব-বণে, বালক সমরে,  
 পাইল নিধন অই হ্রবিলে স্বচক্ষে ।  
 এবড় আশ্চর্য্য বাছা ! অনভিজ্ঞ কাছে  
 নিগূঢ় তত্ত্ব কিস্ত অণু পরিমাণে,  
 না হব বিস্মিত হেন মুগ্ধকর কাণ্ডে ।  
 অইঘে বাক্ষস বাছা ! নহেক সামান্য,  
 বাক্ষস পঙ্কজ রবি—বীব কুল সিংহ,  
 বিশেষ সে বক্ষ ঘোর তপোবলে বলী,  
 বিবিধি প্রসাদে সদা দুর্জয় সমরে,  
 বিলাসী বাসব তারে পাবে কি নাশিতে ?  
 এহেন দুর্কীর্য রিপু—তপোবলে বলী,  
 বধিতে সে রক্ষে চাহি কঠোর সাধনা—  
 সমধিক তপোবল ; যে বল প্রভাবে,  
 স্বর্গ মর্ত্য বসাতল আসে কর-তলে—  
 অসাধ্য সুসাধ্য হয় এ বিশ্ব সংসারে ।  
 তবে যে লক্ষণ দেব, কিশৌর বয়সে,  
 নাশিল অজেয় রক্ষে বিষম সংগ্রামে,  
 সে তাহাব তপোবলে জানিহ নিশ্চয় ।  
 কত বর্ষ অনাহারী—নিদ্রা বিরহিত,  
 সর্ব তেজ সংহারিণী রমণী দর্শন,  
 বিমুখ হইয়া দেব লক্ষণ স্মৃতি,  
 কঠোর সাধনা মগ্ন অনন্য অন্তরে ।  
 উপজিল মহাশক্তি সে তপ প্রভাবে,—  
 যার তেজে ভস্মীভূত হইল অচিরে,

তবন্ত বাঙ্কস সিংহ—ত্রিভুবন ত্রাস ।  
 দেখাইলা বামাণুজ জগতবাসীবে—  
 অসাম্য সুসিদ্ধ হয় তপস্যা প্রভাবে,  
 জন্মে দিব্য মহাশক্তি ঘোর সংযমনে,  
 বাহ্য পতাপে যত অশিব নিকর,  
 জীবনের বয়স হতে হয় অন্তর্হিত ।  
 স্থাপিলা সৌমিত্রী আজি এ ভাবত বঙ্গে  
 সংযমন কীর্তিস্তম্ভ—সুদৃঢ় শরীর ;  
 যত দিন চন্দ্র তাবা, দীপ্ত দিনমণি,  
 বহিবে অনন্ত ঐশ্ব—মনুষ্য সমাজ,  
 ততদিন সেই স্তম্ভ ববে সম ভাবে,  
 ছেবিবে ভক্তি মনে ধবণী নিবাসী,  
 সেই মহা কীর্তি স্তম্ভ অনন্ত সময় ।  
 পাড়ি ঘোর অধঃপাতে পূজি সেই স্তম্ভ,  
 লভিবে নূতন বল, কত শত জাতি,  
 লভিবে পূরব সুখ—পূরব সম্পদ ।

এতেক কহিয়া দ্বিজ হইলা নীবর,  
 ক্ষণকাল মৌন থাকি আবন্তিলা পুন,—  
 তোমরা বাঙ্কালী—ঘোর বিলাস প্রমত্ত,  
 কোথা আছে তপোবল তোমাদের ঘরে ?  
 কোথা আছে সংযমন দিব্য মহা অস্ত্র,  
 ছেদিবে ইস্লাম কুল বাহার ক্ষেপণে ?  
 তোমরা তবল মতি, অসার পদার্থ,  
 এবিষয় মণ্ডল মাঝে, ভাবি দেখ বাছা ।

কোন্ গুণে বিভূষিত তোমাদেব মন ?  
 কেবল দেখিতে পাই অশন বসন,  
 ইন্দ্রিয় সেবন আদি বিলাস সুভোগ্য  
 দ্রব্য উপভোগে সবে, হও সুপণ্ডিত ।  
 দিক্ বঙ্গবাসী গণে, দিক শত শত !  
 কেবল বিলাস মত্ত, ক্ষণ কাল তবে,  
 মাতৃ ভূমি ছববস্থা না চিন্তে কেহই ।  
 ছবস্ত যবন কুল—নববলে বলী,  
 নব ধম্মে সুদীক্ষিত—নব ধম্ম অন্ধ,  
 নাশিতে তাদেব চাই কঠোর সাধনা ,  
 চাই মহা সংযমন,—চাই বিসজ্জন  
 ইন্দ্রিয় সেবন ইচ্ছা, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা,  
 যত দিন বঙ্গগৃহে রহিবে যবন ।  
 শিখ অগ্রে একমনে লক্ষণ সমীপে,  
 ঘোব সংযমন ব্রত , তপোবশে অগ্রে,  
 কবছ সঞ্চয় শক্তি—বিপত্তি নাশিনী ।  
 হও রে বাঙ্কালী সবে একৈক লক্ষণ,  
 কঠোর তপস্যা বলে, মানস সংযোগে,  
 বঙ্গ যবে যবে অগ্রে, প্রতি জনে জনে ।  
 তবে ত বিপত্তি মূল হইবে নিম্নমূল,  
 তবে ত যবন ত্যজি বঙ্গ সিংহাসন,  
 পলাবে পবাণ লযে সিন্ধু নদ পাবে ।  
 ইতি তৃতীয় কাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত ।



# সুপ্রভা ।

## তৃতীয় কাণ্ড ।

### দ্বিতীয় সর্গ ।

চলিলু ছুজনে, পুন কানন ভিতবে,  
অতিক্রমি নদ, নদী, কতট নগরী,  
আছিল যে সব পূর্বে, শোভাব ভাণ্ডাৎ,  
কিন্তু কাল বশে, এবে বিগত যোবন ।  
চলিলু কতই দৌহে, দেখিতে দেখিতে,  
পূর্ব মহা কীর্তি কত, কত দেশ বাজ্য—  
সবে এবে ভগ্ন কায়, অনন্ত নিদ্রায়  
সবে যেন অচেতন, পড়ি ধরাতলে ।  
কত স্থানে কত বন —নিবিড—হুর্গম  
কতই প্রাস্তব, কত সরোবর গভ,  
গুনিবু, তথায পূর্বে, আছিল নগর—  
অতুল ঐশ্বর্য্য পূর্ণ—কমলা আবাস,  
কত স্থানে, আছে কত নৃপতি প্রাসাদ,  
ভগ্ন অবশেষ মাত্র, বহিরাছে পড়ি ।  
হেবিলাম স্থানে স্থানে, তাপস আশ্রম,  
দেবর্ষি বাজর্ষি কত মহর্ষি তথায,

স্বাজলেন নানা শাস্ত্র—উচ্চ ধর্ম্মনীতি—  
—বাজনীতি—আয়ুর্বেদ—দর্শন—সাহিত্য  
অর্থনীতি—যুদ্ধনীতি—খগোল—গণিত,  
অক্ষয় দ্রব্যাদি যত, নশ্বব জগতে ।

একপ হেবিনু কত, সে কান্তাব মাঝে,  
স্বতিব অতাত এবে, হবেছে সে সব ।

হেন কালে, দেখি, এক সুদৃশ্য নগরী,  
অক্ষুণ্ণ শবীবে, আছে দাঁড়ায়ে সম্মুখে,  
অতিক্রমি, কত শত উগ্র ঝঙ্কাবাত,  
অশনি পতন, কত প্লাবন—ভয়াল,  
সংহর্ভা কালেব অতি ভীষণ পীড়ন ।  
শুনিলু তাপস মুখে, কোন মহাজন,  
বর্ষিষাছে কীর্ত্তি সুধা, সে নগর পবে,  
তাই তাহা, সমভাবে, আছে চিব দিন,  
অজব অমব হয়ে, এ ভাবত বক্ষে ।

সুবিশাল বাজ বস্তু —প্রাসাদ সুন্দর,  
বয়েছে কতই, তাব সংখ্যা নাহি হয় ।  
স্থানে স্থানে উপবন, কুসুমিত তরু,  
সুস্বাদু সরস ফল ধাবী তরু দল,  
সুবিশাল বক্ষে ধরি, কবিছে বিবাজ ।  
এত শত সরোবর, আছে স্থানে স্থানে,  
বিমল সলিল পূর্ণ—নীলিমাবরণ ।  
কমল, কুমুদ আদি, জলজ প্রসূন,

কেহ দিবা ভাগে, কেহ নিশি সমাগমে,  
 প্রক্ষুটি সবসী বক্ষে, সহান্য বদনে,  
 ভূতলে স্ববগ শোভা, কবিছে প্রকাশ ।  
 মবাল, মরাল বধু, সাবস সাবসী,  
 জলচর দ্বিজকুল, পবন আনন্দে,  
 স্তমধুর কলববে, করিতেছে কেলি ।  
 মধুমত্ত মধুকব, থাকি থাকি কিবা,  
 পরম উল্লাস ভবে, গুন্ গুন্ স্বনে,  
 অপূর্ব সবসী শোভা, কবিছে কীর্তন ।  
 হেবিনু নগব প্রান্তে, প্রশস্ত প্রান্তব,  
 কচি কচি দূষাদলে, সমাচ্ছন্ন তনু ।

বিচবে তথায়, কত তৃণভুক পশু—  
 কুরঙ্গ, কুবঙ্গী, মেঘ, তুবঙ্গ তুবঙ্গী,  
 বাসভ, বাসভী, ধেনু, মহিষ, মহিষী,  
 শাবক সহিত কেহ, প্রশান্ত প্রকৃতি ।  
 নানা বিধ শস্য ক্ষেত্র—প্রকৃতি স্নন্দব  
 ছবি—কমলা ভাণ্ডার—নাগবিক আশা,  
 বিস্তারি বেথেছে দেহ—হরিত বর্ণ ।  
 আছয়ে আপন শ্রেণী—অবাবিত দ্বাব,  
 কৃষিজাত, শিল্পজাত, পণ্য পরিপূর্ণ ।  
 বিশাল বিপণী মাঝে, নাগবিক কত,  
 কবিছে বিক্রয় ক্রয়, বিবিধ সামগ্রী—  
 দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, ফল, মূল, শস্য,

মাংস, মীন, মিষ্টান্নাদি, প্রযোজন মত ।  
 নিবসে তথাষ, স্নেহে চাবিবর্ণ লোক—  
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—বহুতব ,  
 এক এক বর্ণ বসে, এক এক অংশে ,  
 সুবযোগ্য আৰ্য্যভাব—আর্য্য বাঁতি নীতি,  
 আচাব ব্যভাব সব, হেবিহু তথাষ ।  
 ব্রাহ্মণমণ্ডলী, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া,  
 সামান্য শয়ন হতে, সমাপি যতনে,  
 প্রাতঃকৃত্য—প্রাতঃস্নান, প্রস্থন চয়ন,  
 পূজা হোম, সন্ধ্যাআদি নিত্য কৰ্ম্ম যত,  
 ঘবে ঘবে, উচ্চৈঃ স্ববে, কবে বেদ পাঠ ।  
 অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজ্ঞন, যাজন,  
 দান, প্রতিগ্রহ এই ষড বিধ কশ্মে,  
 নিযুক্ত ভূদেব বৃন্দ, পবিত্র অন্তবে ।  
 হিংসা, দ্বেষ বিবহিত —সবে অকপটী,  
 নগব মঙ্গল তরে, যত্নবান সদা ।  
 সতত নির্জনে থাকি, একান্ত অন্তবে,  
 নগরেব শুভাশুভ, কবি আলোচনা,  
 নির্দেশ কবেন যত, অপূৰ্ণ বিধান—  
 ধম্মনীতি—বাজনীতি আদি বহুনীতি ।  
 নিবসে ক্ষত্রিয়কুল—বীৰ বসাস্থিত,  
 সামবিক মহাবিদ্যা বিশারদ অতি,  
 নগব পরাগ-ধন —স্বাধীনতা মণি,

সতে সশস্ত্র হয়ে, বক্ষে প্রাণপণে ,  
 ভূদেব নির্দিষ্ট বিধি, অনুসারি সদা,  
 প্রকৃতি পালন রত, ন্যায় দণ্ড ধরি ।  
 সবাই অখল চিত্ত—দয়া পবায়ণ,  
 প্রফুল্ল হৃদয়, অতি সবল শবীব,  
 নগর মঙ্গলচিন্তা, সদা জাগে মনে ;  
 পর উপকার ব্রতী ; ক্ষত্রিয় সমাজে,  
 স্বার্থপর কেহ, নাহি মিলে কদাচন ,  
 পব শুভ, পব সুখ-জপতপ পব,  
 পরেব ভাবনা ভাবি, উপজে যে সুখ,  
 আশ্বাদে সে দিব্য সুখ, ক্ষত্রিয় মণ্ডলী ।  
 নিযুক্ত বাণিজ্য, কৃষি কাষো বৈশুকুল—  
 সাহস হৃদয়, সবে প্রম পরায়ণ ,  
 নাহি মানে উগ্র বায়, প্রচণ্ড আতপ,  
 নাহি মানে, বরিষার অবিশ্রান্ত ধারা,  
 আহার নিদ্রাব কাল, অনির্দিষ্ট সদা ;  
 কেবল একান্ত মনে, দিবস যামিনী,  
 নগরী বিভব পস্থা, করিতেছে স্থব ।  
 অতুল ঐশ্বর্য্য শালী, বৈশুকুল তথা ;  
 কিন্তু কি আশ্চর্য্য কেহ, নহে ধন মত্ত,  
 সবাই উদার চেতা—অহমিকা-শূন্য,  
 সবল প্রকৃতি—আর্য্য ধর্ম্ম পবায়ণ ।  
 নগরী মঙ্গল তরে, যখন যে ধন,

হয় প্রযোজন, তাহা, অকাতবে অতি,  
 বৈশাগণ কবে দান, ক্ষত্রিয়েব কবে ।  
 সে'ব তিন উচ্চ বর্ণে, ভকতি সংযোগে  
 সতত প্রফুল্ল চিত্ত, শূদ্র বহুতব ।  
 শূদ্রগণ যেইরূপ, উচ্চ তিন বর্ণে,  
 পরম ভকতি যোগে, সেবে অবিবত,  
 সেইরূপ তিনবর্ণ, সমধিক স্নেহ,  
 প্রকাশেন শূদ্র প্রতি, সবল অন্তবে ।  
 চারি বর্ণে পবম্পব, বড়ই পৌরিত্তি,  
 কেহ কাব হিংসা দেব নাহি কবে কভু  
 সবাই একতা সূত্রে, জড়িত অন্তব ।  
 দ্বিজ পল্লী মাঝে শোভি, চতুষ্পাঠী কত,  
 দ্বিজ স্নাতগণে করে, স্তশিক্ষা প্রদান ।  
 কত স্থানে, আছে কত ব্যায়াম অঙ্গন-  
 ক্ষত্রিয় যুবক যথা, অনন্য অন্তবে,  
 ব্যায়াম, আহবতত্ত্ব, শিখে মহোন্মাদে,  
 একপ কতই তথা, কবিনু দর্শন,  
 মনে আসে আসে, কিন্তু, না জ'নি কহিতে ;  
 নিবধিনু শেষে এক বিশাল প্রাসাদ,  
 ধবল উপল ধণ্ডে, স্নচাক নিম্নিত ;  
 কি শিল্প-চাতুর্য্য মবি ! কবিনু দর্শন-  
 না হেবি, ভাবত ভিন্ন, অন্য কোন স্থানে ।  
 কোথা লাগে, আয়োনিক, ডোবিক, আটিক,

প্রাচীন গ্রীসের, যত সুন্দর প্রণালী,  
 এ ভাবত উচ্চতম প্রণালী নিকটে ?  
 প্রাসাদ সম্মুখ দেশে, সিংহদ্বার এক,  
 দাঁড়ায়ে রবেছে, সদা উন্নত মস্তকে ;  
 কিরিছে প্রহরী বৃন্দ, তোবণ সম্মুখে,  
 পৃষ্ঠ দেশে, বিলম্বিত ভূণ—ইণ্ড পূর্ণ,  
 গব্যযুক্ত শবাসন, বিরাজিত সর্বো।  
 পশিহু সে দ্বার দেশে, তাপসেব সনে,  
 বিস্তৃত প্রাঙ্গণদিয়া, চলিহু দুজনে ;  
 হেরিহু, উভয় পার্শ্বে, কত মৃগ শিও,—  
 ময়ূর ময়ূরী সহ কবিত্তেছে কেলি ।  
 দ্বিতীয় তোবণ দিয়া, দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে,  
 উপনীত হনু, আসি বিম্বিত অন্তরে ,  
 অতিক্রমি সে অঙ্গন, হেবিহু সম্মুখে,  
 অশেষ সৌন্দর্য পূর্ণ, রাজসভা এক—  
 যেন, দেবরাজ সভা, কোন দৈব বলে,  
 কিংবা মায়ী বলে, এবে, ভূতলে আনাত ।  
 সভা মধ্য স্থলে, শোভে, নৃপ সিংহাসন—  
 সূর্য্যকাস্ত, নীলকাস্ত, চন্দ্রকাস্ত মণি,  
 আদি করি সুহৃৎ মণি, বিরচিত ,  
 সূর্য্য কেশরী চাবি, রহি চাবি কোণে,  
 মস্তকে ধরিয়া আছে, সে দিব্য আসন ।  
 হেবিহু পাছুকাছন, দারু বিনিম্বিত,

সিংহাসন মধ্য স্থলে, করিছে বিরাজ ;  
 হেরিহু, তাপস বেশে, যুবক হুজন,  
 সিংহাসন দুই পার্শ্বে, রহি দাড়াইয়া,  
 দিব্যরাজ চতুর্দণ্ড, কেহ আছে ধরি,  
 চুলাইছে কেহ যত্নে সূদৃশ্য চামর ;  
 নিরখি এভার, হুহু বিস্ময় আপ্ত ।  
 কাহার পাছকা? কেন এত সমাদর ?  
 ভূপতি সমান পূজা, রাজ্যসিনে কেন ?  
 কেন বা যুবক দয়, ধরি যোগী বেশ,  
 পূজিছে পাছকা, কিছু নারিহু বুঝিতে ।  
 এক দৃষ্টে, ঋষি প্রতি, রহিহু চাহিয়া ।

বাহিরিহু দুইজনে, কতক্ষণ পরে,  
 সে প্রানাদ হতে, শেষে ভ্যজিহু নগরী ।  
 উপবেশি, তরুতলে, প্রান্তর মাঝারে,  
 জিজ্ঞাসিহু, তপোধনে নগর বৃত্তান্ত,  
 নৃপসিংহাসন পরে, পাছকার কথা,  
 যোগীবেশ ধারী, দুই যুবক কাহিনী ।

উত্তরিলা দ্বিজোত্তম, ক্ষণ কাল চিন্তি,  
 কহিব অপূর্ব কথা, শুন দিয়া মন ;  
 শুনিলে অশির রাশি, যাইবে চলিয়া,  
 ধরিবে নূতন বল, লভি দিব্য জ্ঞান ।  
 অই স্নে নগরী বাছা ! করিলে দশন,  
 নন্দীগ্রাম নামে, উহা বিখ্যাত ভারতে ।



তথা য নিবসে এবে, বসু কুল চূড়া  
 ভবত—উন্নত মতি—কৈকেয়ী নন্দন,  
 শক্রব—সুমিত্রা সূত, তাপসেব বেশে,  
 পরম ধাম্মিক দৌহে—দশবথায়ুজ,  
 ত্যজি মাতৃ ভূমি, ত্যজি কোশল সাম্রাজ্য ।  
 পাতক্য বৃত্তান্ত বাছা। অসামান্য আতি,  
 গুনহ বহস্য তার কহিব সংক্ষেপে ।  
 তাছিল কোশল রাজ্যে, দশবথ নামে,  
 শস্যবংশভব ভূপ—মহাগুণ ধাম,  
 বৌশল্যা, কৈকেয়ী, আব সুমিত্রাভিধানে,  
 প্রবান মহিষী তিন, আছিল তাঁহাব,  
 কোশল্যা নন্দন বাম—রঘু কুল ভূষা,  
 ভবত - কৈকেয়ী পুত্র—আত্ম সুপত্যাগী,  
 সুমিত্রা যমজ সূত, লক্ষ্মণ, শক্রব—  
 ভ্রাতৃ অনুগামী সদা, ছায়াব সমান ।  
 সৰ্ব জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, ভ্রাতৃগণ মাঝে ।

এক দিন দশরথ—বাজ চক্রবর্তী,  
 ডাকিয়া অমাত্য বগে, কবিলা মন্ত্রণা ।  
 যুববাজ রামচন্দ্র—সৰ্বগুণাকর,  
 ক্ষত্র ধন্য পবায়ণ—প্রশান্ত প্রকৃতি,  
 রঘু কুল বাজ লক্ষ্মী দিয়া তাঁব করে,  
 মহা প্রস্থানের পূর্বে—জীবনেব শেষে,  
 পশি, বনাশ্রমে, গ্রহি, বানপ্রস্থ ধন্য,

কুল আচরিত ধারা কবির পালন ।  
 নৃপতি প্রস্তাবে সবে, হইলা সম্মত,  
 অযোধ্যার ঘবে ঘবে, ঘাটে, বাটে, মাঠে,  
 বটল এ শুভবার্তা, মুহূর্ত্ত ভিতবে ।  
 প্রফুল্ল কোশলবাসী, শুনি সে বাবতা,  
 মহোল্লাসে, মহোৎসবে, মাতিল অযোধ্যা ।  
 সানন্দে ভূদেব কত, ছুটিল চৌদিকে,—  
 স্বর্গ মর্ত্য বসাতল, নিমন্ত্ৰণ হেতু ।  
 নৃপতি কিঙ্কব যত, আনি ভাবে ভাবে,  
 পূবিছে ভাণ্ডাব সব, নানাবিধ দ্রব্যে, ।  
 নৃত্য গীত, বাদ্যোদ্যম সর্ব্ব নিকেতনে ।  
 ভাসিল বাজান্তঃপূবী, আনন্দ সলিলে ।  
 মন্থবা—কুটিল মতি, কৈকেয়ী সমীপে,  
 আসি, জানাইল, বাম-অভিষেক-বার্তা,  
 তাব কুমন্ত্ৰণা শুনি, মহিষী কৈকেয়ী,  
 প্রতিশ্রুত দুই বব, নৃপ কাছে লভি,  
 এক ববে, সাধিলেক বাম বনবাস,  
 আর ববে, শ্রীভবতে প্রদানি নানাজ্য,  
 অতুল আনন্দ নীবে, হলেন মগন ;  
 জনক আদেশে বাম, হন বনরাসী ।  
 এদিকে কিঙ্কব বর্গ, ধায় নন্দী গ্রামে,  
 আনিতে ভবতে, শীঘ্র অযোধ্যাভবনে ।  
 কোশল বাবতা শুনি, ভরত স্মৃতি,

পড়িলা ধবগীতলে, হয়ে অচেতন,  
 পড়ে যথা তাম্র তরু, মহাবর কবি ।  
 কতক্ষণ পবে দেব, পাইল চেতনা,  
 ঝবিল অজস্র অঞ্জন, নপোল বহিয়া ।  
 অযোধ্যা ভবনে আসি, বাস অদর্শনে  
 হলেন বাঘব অনুসরণ প্রবৃত্ত ।  
 কত দেশ, কত বন, কত স্রোতস্বতী,  
 অতিক্রমি, ভরদ্বাজ আশ্রমে আসিয়া,  
 হঠলেন উপনীত, তুচ্ছ শ্রম ক্রেশ ।  
 বাঘব দর্শন তথা, হইল ঘটন,  
 স্বৰ্গ পাইলা কবে নিবন্ধি রাববে,  
 অতুল আনন্দ অঞ্জন, লাগিল বহিতে ।  
 উভয় অন্তর যবে, হইল স্মৃষ্টিব,  
 বাঘব চবণে পড়ি, দিয়া গড়া গাড়ি,  
 কাঁদিতে কাঁদিতে, দেব ভবত স্মৃতি,  
 করিলা অযোধ্যা প্রতি গমন প্রার্থনা ।  
 কিবাতে নাবিল, কিন্তু বাঘবের মন ।  
 না দেখি উপায়, শেষে পবিত্র অন্তরে,  
 বাঘব-পাছুকা লগে, ফিবিলা ভবত,  
 নন্দীগ্রামে ; আসি তথা, বাজ সিংহাসনে,  
 স্থাপি সে পাছুকা—বাম-প্রতিনিধি সম,  
 ধবেন সাম্রাজ্য ভার, তাপসেব বোশে,  
 স্বচক্ষে দেখিলে বাছা । সেই সভাতলে ।

এতেক কহিয়া ঋষি, নীচবে বহিলা ।  
 ক্ষণ পরে, মিষ্ট ভাষে, আরম্ভিলা পুন,—  
 দেখহ বিচারি বাছা । ভবত চবিত্র,  
 এমন নিঃস্বার্থ ভাব, মিলে কি সংসাবে ?  
 হেন আত্ম স্তম্ভ ত্যাগ—স্বর্গীষ সামগ্রী  
 স্তবর্ণ ভাবত ভিন্ন, মিলে কোন দেশে ?  
 দেখ ভবভের কিবা, উচ্চতম ভাব,—  
 যে অশোধ্য মহাবাজ্য—অবনী ভূষণ,  
 ধরণী ভিতবে হেন, নাহি মিলে ছুটি,  
 সে বিস্তৃত মহাবাজ্য—অতুল ঐশ্বর্য,  
 অতুল প্রভুত্ব সহ, পেয়ে কবতলে,  
 অনায়াসে তাজিলন, কৈকেয়ী নন্দন ।  
 যত দিন বামচন্দ্র—বঙ্কল বসন,  
 জটাজুট ধাবী, হযে তাপসেব বেশে,  
 বনে বনে ফিবিষেন, সহি বন ক্লেণ,  
 ততদিন, যোগী বেশে, রবেন ভরত,  
 তুচ্ছি বাজ্য স্তম্ভ যত—ঐশ্বর্য্য সন্তোগ ।  
 দেখহ মধুব ভাব—সংসাবেব কার্য্য,—  
 প্রকৃতি শাসন—রাজ্য-বক্ষা, শম, দম,  
 আদি উচ্চ রাজনীতি, অমুমত কন্মে,  
 সতত নিযুক্ত বীর, অনন্য অন্তরে,  
 অথচ ঐশ্বর্য্য স্তম্ভ সন্তোগ বিগামী ।  
 ভাবিলা কৈকেয়ী স্তম্ভ, যখন রাঘব—

এক পিতৃ স্নেহে, সদা লালিত পালিত,  
 বিষম অরণ্য ক্রেশে, হয়ে অতি ক্লিষ্ট,  
 ভ্রমিছেন বনে লয়ে, জানকী লক্ষ্মণে,  
 কি বলি তখন, আমি হইব প্রমত্ত  
 অতুল ঐশ্বর্য্য সুখে—দিব্য রাজ ভোগে ।  
 দেখহ উন্নত ভাব—দুর্লভ সংসারে,  
 পর ক্রেশ, পর দুঃখে, হয়ে সন্তাপিত,  
 আত্ম সুখে জলাঞ্জলি, দেয় কয়জন ?  
 আত্ম-সুখ বিসর্জন—স্বজাতি-পীরিতি,—  
 স্বর্গীয় অমূল্য নিধি—মহত্ব নিদান,  
 না মিলে সংসার ধামে, বিনা সাধনায় ।  
 রাখিলা অক্ষয় কীর্তি, ভরত স্মৃতি,  
 ভারত ভিতরে আজি ; সভক্তি অন্তরে,  
 হেরিবে এ বিশ্ব-লোক, নিরবধি যাহা ।  
 শিখিবে উঠিতে, কত অধোগত জাতি,  
 ভরতের পদচিহ্ন, ধরি দিবানিশি,  
 চলিতে চলিতে, ইহ জীবনের পথে,  
 আবার লভিবে সবে, পূরব সম্মান ।  
 তোমরা বাঙ্গালী বাছা ! তোমাদের মাঝে,  
 মিলে কয় জন, বল, আত্ম সুখ ত্যাগী ?  
 মিলে কয় জন এই বঙ্গ নিকেতনে,  
 স্বর্গীয় স্বজাতি প্রেম রস সিক্ত মন ?  
 আত্ম-সুখ-অন্ধ তোরা, অরে ষাছমণি ।

স্বজাতিব হুঃখ ক্লেশ, স্বজাতি বিপত্তি,  
 তোবা কি ভাবিস কভু, দেখ দেখি ভাবি ?  
 সবাই আপন ভাব, শশ ব্যস্ত সদা,  
 বাখিবাছে আত্মচিন্তা, কবি অবিকাব,  
 তোদের দুর্বল মন ; না পারে পশিবে,  
 পব চিন্তা, তার মাঝে, ক্ষণবাল তবে ।  
 বাজ্যভ্রষ্ট বঙ্গাধিপ, বনবাসী প্রায়,  
 সহেন অশেষ ক্লেশ, ভ্রমি নানা স্থানে,  
 কিন্তু ভাবি দেখ দেখি, কিবা আচরণ,  
 তোদের এ হেন কালে—এঘোব চর্যোগে ,  
 তোদের কর্তব্য এই— তাজি আত্মসুখ—  
 বসি পব প্রেম বসে, একান্ত অন্তবে,  
 জাতীয় গৌরব প্রদ, গুণ বাশি যত,  
 একে একে উপার্জন, কবহ সকলে ।  
 যত দিন বাছা ! বঙ্গ বাজ সিংহাসন  
 বহিবেক বঙ্গবাসে, আর্য্য ভূপ-শূন্য,  
 শিখ ভবতের কাছে, কঠোব সাধনে,  
 কিকপে লভিতে হয় আত্ম সুখতাগ—  
 কি কপে লভিতে হয়, স্বজাতি পীরিত্তি ।  
 হও রে ভবত সবে, বঙ্গ নিকেতনে,  
 কঠোব তপস্যা বলে—মানস সংযোগে,  
 তবেত বিপত্তি বাশি, কবিবে গ্রস্থান,  
 তবেত এ বঙ্গ লক্ষ্মী, ববন হইতে,

উদ্ধারি অচিরে, লভি পূরব সম্পদ,  
আনন্দ সলিলে, সবে হবে ভাসমান,  
ঈর্ষানেত্রে অরিকুল রহিবে চাহিয়া ।  
ইতি তৃতীয় কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

---

## সুপ্রভা ।

### তৃতীয় কাণ্ড ।

#### তৃতীয় সর্গ ।

কতক্ষণে, তরুতল, ত্যাজি দুই জন,  
চলিলু আবাব, সেই আবণ্য প্রদেশে  
নীরবে—মস্থব পদে—সচিস্ত অন্তবে ।  
মানস আকাশে মম—চিন্তা ঘন বাজি  
কেহ ঘোব কৃষ্ণ বর্ণ—কেহ শ্বেত কাষ  
কেহ বা ধূসর, কেহ বৃহদ আকাব,  
কেহ ক্ষুদ্র আযতন—থণ্ড থণ্ড দেহ,  
সুখ দিনমণি ঢাকি, উদি একে একে,  
কবিছে হৃদয গৃহ, অন্ধকাব ময,  
কখন বা বসুহীন গোধূলী সমান,  
আশা সমীবণ ভবে, সবে সঞ্চালিত ।

নগব তোবণে এক, বহুদূব চলি,  
উপনীত হইলাম, তাপসেব নঙ্গে ।  
পশিলু নগবী মাঝে, হেরিলু বিস্ময়ে,  
ভাসিছে নগরী, যেন আনন্দ সলিলে ।  
চারি দিকে ফিরিতেছে, নাগরিক জনে,  
পরম উল্লাস ভবে, উন্মত্তেব প্রায় ।



আবাল বনিতা বৃদ্ধ, পবি নব বাস,  
 কুঙ্কম চন্দন আদি, অঙ্গ রাগ মাখি,  
 পিপীলিকা শ্রেণী সম, বাজ বজ্র দিয়া,  
 চলিছে আনন্দ ভবে, নগরী ভিতবে ।  
 প্রমত্ত প্রমদাকুল, পবন উল্লাসে,  
 পবি দিব, অলঙ্কার, আনন্দিত অতি ।  
 স্থানে স্থানে নৃত্য গীত, সুমধুর ভাবে,  
 দর্শন, শ্রবণ, মন, কবিছে মোহিত ।  
 সুমধুর বাদ্যাদ্যমে, পূর্ণ সে নগরী,  
 স্থানে স্থানে, বঙ্গভূমে ক্ষত্রিয় যুবক,  
 নিজ নিজ বীর পণ্ডা, সমব কৌশল,  
 প্রকাশিছে মহোন্মাদে, যাব যেই শিক্ষা ।  
 সানন্দে দশক বৃন্দ, দিয়া হবিবোল,  
 মুহুমূর্হ সাধুবাদ, কবিছে প্রকাশ ।  
 হেবিলাম, প্রতি দ্বারে সুবর্ণ বলস—  
 রসাল পল্লব মুখ—নীব পবিপূর্ণ,  
 প্রথিত কদলীতলে, বয়েছে সজ্জিত ।  
 সহকাব পত্র সাবি—সূত্র বিগ্রহিত,  
 বিবিধ ফুলেব মালা—মঙ্গল সূচক,  
 দ্রব্য যত, শোভিতেছে প্রতি দ্বার দেশে ।  
 আগণ বিপণি কত, আছে স্থানে স্থানে,  
 কিন্তু কি আশ্চর্য্য । হেরি, নাহি কোন স্থানে,  
 হতেছে বিক্রয় ক্রয়—নাহি মিলে ক্রেতা,

যেন, সে নগবী ধবি, স্বর্গীয় মাধুবী,  
 ভাসিছে, বিশদ সুখ-সাগর উপবে,  
 —যেন কোন মায়াবলে—কোন দেববলে,  
 তুংখ, ক্লেশ, মনস্তাপ, শোক,—দুর্কিষহ  
 আদি পার্থিব সামগ্রী যত, অন্তর্জাত  
 এবে, সে নগবী হতে, চিব দিন মত ।  
 নগেন্দ্র-নন্দিনী এক, নদী—মন্দগতি,  
 চলিছে মধুর পদে, চল চল ভাবে,  
 যেন নগবীব ভাবে, কিম্বা বুদ্ধি নদী,  
 নগবী উৎসব তাজি, নাহি চাষ মোর  
 মস্তক গমন তাই, না চলে চরণ ।  
 বহিছে মলয়ানিল, খেলিছে তরঙ্গ,  
 চলিছে নগেন্দ্র বালা, কুল কুল ববে,  
 মধুর সঙ্গীতে যেন, তটিনী হৃদয়  
 মোহিত, গলিত হয়ে, তুলিছে উচ্ছ্বাস ।  
 নগবী সৌন্দর্য্য কিংবা কবিতে দর্শন,  
 ধীবে ধীবে স্রোতস্বতী, তুলিছে মস্তক ।

দেখিতে দেখিতে, ক্রমে উতবিনু আসি,  
 ষথায় শোভিছে, এক বিশাল প্রাসাদ ।  
 প্রাসাদ সম্মুখ, পার্শ্বে, যে দিক হেবিত্ত,  
 ফিরিছে, অসংখ্য লোক, সবে মহোল্লাসে ।  
 বাজিছে মধুর বোলে, বিবিধ বাজনা,  
 অবিরল নহে কিন্তু, থাকিয়া থাকিয়া ।

প্রাসাদ সম্মুখ পরে, উড়িছে পতাকা  
 পত পত স্বরে. যেন নগরীর সেই  
 সমারোহ, সবাকাছে ঘোষিছে উল্লাসে ।  
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ,  
 পশিছে প্রাসাদ মাঝে, নাহি কার বাধা  
 আজি পশিতে তথায়—অবাসিত দ্বার ।  
 পশিলু, তাপস সনে প্রাসাদ ভিতরে,  
 হেরিলু, অঙ্গন ভূমি,—সুবিস্তৃত অতি,  
 হেন জনাকীর্ণ স্থান, না দেখি, না শুনি,  
 ভয়ঙ্কর কোলাহলে, না শুনিহু কিছু,  
 “দীয়তাং ভোজাতাং” মাত্র পশিল শ্রবণে ।

ত্যজি সে প্রাঙ্গণ ভূমি, চঞ্চল চরণে,  
 চলিলু দ্বিজেন্দ্র সনে, সে প্রাসাদ মাঝে ।  
 উপনীত হনু আসি, সভাতলে এক ।  
 অপূর্ব সে সভা-শোভা—মানস তোষণ,  
 উপবিষ্ট সভাতলে, মনোহর বেশে,  
 বিবিধ জাতীয় লোক, প্রফুল্ল অন্তরে ।  
 নিরখিলু, কোন স্থানে, কত শত জন—  
 সবে দিব্য কান্তি যুত—সুস্থির নয়ন—  
 ছায়া শূন্য কলেবর—স্বর্গীয় সৌরভ-  
 পূর্ণ প্রস্থাস, বিরাজে সে সভাতলে,  
 সবার মস্তক পরে, অর্দ্ধ বৃত্তাকারে,  
 কলিত স্বর্গীয় জ্যোতি, ধাঁধিয়া নয়ন ।

কোন স্থানে, কতজন—শ্বেত শ্রুৎ ধাবী—  
 দীর্ঘনখ—জটধাবী—তেজঃপুঞ্জ তনু,  
 তাপসেব বেশে, সবে কবিছে বিবাজ ।  
 কোন স্থানে, কত লোক—সজ্জিত স্নন্দব,  
 সামবিক বেশধাবী—সবল শবীব,  
 বীবেল লঙ্গণ যত, কবি পরকাশ,  
 উপবিষ্ট এক এক, কেশবী সমান ,  
 বিবাজে মস্তক দেশে, স্রবর্ণ মুকুট,  
 বিবিধ অমূল্য মণি, খচিত স্নন্দব ।  
 ফিবিছে কিস্কব বর্গ—স্নন্দব বসন,  
 ভক্তি ভাবে, সেবি, যত সমাগত জনে ।  
 ভুব ভুব কবিতেকে, স্বগন্ধির বাস,  
 সবাব অজ্ঞাত সারে, মৃদুল সমীব,  
 বিলাইয়া সেই বাস ক্লান্ত অতিশয়,  
 যেন তাই ভূত্যা গণ, সমীবণ ক্লান্তি,  
 তাল বৃত্ত সঞ্চালনে, কবিতেকে দূব ।  
 কবিছে সভাস্থজনে, বিবিধ প্রসঙ্গ,  
 শুনিমু কতই কথা, কিন্তু নাহি মনে ।  
 স্বর্গ মর্ত্য রসাতল, ত্রিভুবন বাসী,  
 একত্রিত আজি, সেই দিব্য সভাতলে ।  
 নিজ নিজ জগতের সৌন্দর্য্য নিচয়,  
 আনিয়াছে সঙ্গে কবি, সভাস্থ সকলে,  
 রসুহীন এবি কভু, উদে কি গগণে ?

মানবের বুদ্ধি হারে, বুঝিতে সে শোভা,  
 ত্রিভুবন বিমিশ্রিত, না মিলে ধবাস,  
 সামান্য উপস্যা বলে, কি আর কহিব ।  
 সামান্য বসনা মম, না জানে কহিতে ।

এইকপ মহোন্মাদে, ভাসিছে সে পুরী,  
 হেন কালে কি আশ্চর্য্য । করিলু দর্শন,  
 প্রবীণ স্থবীর এক—বাজ বেষ ধাবী,  
 নবীন যুবক কব, কবিতা ধাবণ,  
 উপনীত হল আসি, সেই সভাতলে ।  
 ক্ষণেক নীরবে থাকি, আবন্তিলা বৃদ্ধ :—  
 গুনহ, সভাস্থ জন ! গুন পূববাসী !  
 ভেবেছিলা, রাজ্য দিয়া, এই পুত্রবরে,  
 চবমে পবন পদ, পাইবার আশে,  
 আচবিব কুলধন্য, পশি বন স্থলে ;  
 কিন্তু এই স্মৃত রত্নে, চৌদ্দ বর্ষ ভবে,  
 প্রতিজ্ঞা পালন হেতু, পাঠালাম বনে ।  
 গুনি সে সভাস্থ জন, গুনি পূববাসী,  
 বজ্রাহত সম, সবে বহিল নিস্তন্ধে ।

গুনিলা বাহিরে আসি, তাপস সংহতি,  
 চারি দিকে কোলাহল—হাহাকার বব ।  
 উঠিছে গগন ভেদি, ঘোব অন্দোলন ,  
 শোক সস্তাপিত মনে, নগরী কপসী,  
 ধূলি ধূসরিত কায় স্বায় গডাগডি ;

বহিছে অজস্র ধাবে, নখন সলিল ।  
 তাজি সে নগবী দৌহে, চলিলু ত্ববায়,  
 কতক্ষণে আসি সেই শ্রোতস্বতী কূলে,  
 বসিলু অশ্বখ মূলে, হইয়া নীরব ।  
 জিজ্ঞাসিলু ঋষিবরে, কহ গুণমণি ।  
 কোথায় আনিলে এবে ? এ কোন নগবী ?  
 যেই বৃদ্ধ প্রেবি আছা ! নিজ পুত্রে বনে,  
 হবিষে বিষাদ আজি, করিল ঘটন,  
 কে সেই স্থবির ? কেবা আই পুত্রবব ?  
 নাশহ আঁধার দেব ! বিশেষিয়া কহি ।

উদ্ধবিলা তাপসেন্দ্র, মুহু মুহু ভাষে,  
 স্নান দিয়া শুন বাছা । কহিব বহস্য,  
 নিরখিলে যাহা, আজি এ নগব মাঝে ।  
 বিখ্যাত অযোধ্যাধাম—এ মহা নগবী,  
 সদা জাগে কীর্ত্তি যাব, ভারত অন্তবে,  
 পবিত্র সলিলা সরযু তীরস্থিত ।  
 হেথাষ নিবসে এবে, দশরথ ভূপ—  
 রঘুকুল অবতংস—ভূপাল কেশবী,  
 প্রতাপে তপন সন্ন—বুদ্ধে বৃহস্পতি ।  
 তাঁহাব শাসন গুণে, প্রকৃতি নিকর,  
 সুখ পারাবার পবে, ভাসে নিরন্তর ।  
 তাঁহার নন্দন চারি, সর্ব জ্যেষ্ঠ রাম,  
 সেই রামে দিয়া রাজ্য এ বৃদ্ধ বয়সে,

পাশ বনাশ্রমে, গ্রহি, বানপ্রস্থ ধর্ম,  
 আচরি স্বকৃদব্রত, জীবনের অস্তে,  
 লভিতে অক্ষয় কীর্তি, কাবেন মনস ।  
 তাই এ নগবে আজি, এত মহোৎসব,  
 তাই এত বাদ্যোদ্যম, তাই নৃত্য গীত  
 অপূর্ব মনোজ্ঞ সভা, তাই বিরচিত,  
 যথা সমাগত শ্রেষ্ঠ ত্রিজগত বাসী,  
 দেবেন্দ্র বাসব, সেই সভা সমাগত,  
 প্রধান প্রধান যত অমর সহিত ।  
 সমাগত সভাতলে, নাগেন্দ্র বাসকী,  
 নিমন্ত্রণ বক্ষা হতু আত্ম জন সহ ।  
 অঙ্গব, কিন্নব, যক্ষ, চারণ, সন্নাসী,  
 ব্রহ্মার্ষি, দেবর্ষি বত, শিষ্য মহাবি,  
 সবে সভাসীন বাছা । করেছ দণন ।  
 নানা দেশ হতে, আসি কত নব মণি,  
 কবিছে বিবাজ, অই বম্য সভাতলে ।  
 অঙ্গ, বঙ্গ, ব্রহ্ম, চীন, কলিঙ্গ, মিথিলা,  
 দ্রাবিড়, সোবান্দ্র, কাশ্মি, কর্ণাট, উৎকল,  
 গাঙ্গাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, পাবসা, নেপাল,  
 আদি কবি, নানা দেশ ততে, নৃপ যত,  
 দেখিলে অযোধ্যা শোভা, কবিছে বঙ্কন ।  
 সকলি ভাসিতে ছিল, আনন্দ সলিলে ।  
 এদিকে রাজান্তঃপুবে, কেকযী মহিষী,

কিস্কবী মস্থবামুগে, শুনি সে বাবত',  
 দাসী বুমস্ত্রা ॥ ডালে, হায় বিজড়িত,  
 ঘড়াহল পবমাদ, সে উৎসব কালে ।  
 মাণিল নৃপতি কাছে, পৃথ্বী ছুঁ বব,  
 প্রতিশ্রুত ছায়া ভূপ, কেকবী সমীপে,  
 পবম পীবিত্তি লভি, তাঁর গুণশ্রায ।  
 বাঘবে পাঠ্যাত বনে এক ববে বাণী  
 মাণিলা আগ্রহে, অন্য ববে বাজ্য পাট,  
 কবেন প্রার্থনা সতী, ভবতের তবে ।  
 দেখত বিচাৰি বাছা । কি অবস্থা প্রাপ্ত,  
 শুনি সে দাবণ বাণী, দশবথ আজি  
 সেই মহোৎসবে, যবে অযোধ্যা নগবা,  
 আনন্দ মন্দিবে পশি, ছিলা সুখ-মগ্ন,  
 বিষম উল্লাস ভবে, প্রমত্ত হহষা ।  
 এক দিকে, প্রাণাধিক পুত্র বন বাস,  
 অন্য দিকে, গুণতর প্রতিজ্ঞা পালন,  
 এ উভয় এণো পডি, ভূপাল কেশবী,  
 সহিলেন মানসিক, যে মছা যন্ত্রণা,  
 অনুভাব দেখ তাহা, কল্পনা নবনে ।  
 পবাণ পুতুলি বাম, যাগিবেন বনে,  
 ত্যজি আত্মজন সবে, বিশেষ বয়সে,  
 ওহো কি বিষম চিন্তা—ঘোব বাবিধব,  
 নৃপতি অন্তর আছা । কবিল আচ্ছন্ন,



বর্ধিল নয়ন দিয়া, ঘোর তর ধাবা ;  
 বিষম অপত্য স্নেহ—স্বাভাবিক ধন,  
 কে পাবে ত্যজিতে, সত্য পালন আশ্রয়ে,  
 দুর্লভ সংসার জয়ী, মহাজন ভিন্ন ?  
 পবিশেষে, স্নাত স্নেহ দিয়া বিসর্জন,  
 প্রতিজ্ঞা পালন ধর্ম, হন অনুগত,  
 নবসিংহ দশবথ—সত্য পবায়ণ ।  
 দেখিয়াছ, সভাতলে, সবার সঙ্গুথে,  
 স্নতশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রে, প্রেবি মহারো, ,  
 ঘটাইলা মহোন্মাদে, নিবানন্দ বোব ।  
 দেখহ বিচারি বাছা ! ক্ষণকাল চিন্তি,  
 কেমন স্নদৃঢ়মতি—সত্য পবায়ণ,  
 দশবথ নরপতি—বসুন্স চূড়া ।  
 অপত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, প্রতিজ্ঞা পালন,  
 না জানে ভাবত ভিন্ন, অন্য কোন দেশ ।  
 যে দৃষ্টান্ত অজ্ঞান, দেখালেন আজি,  
 এ ভারত স্মৃতি পটে, উজ্জল বরণে,  
 রহিবে অক্ষিত তাহা, অনন্ত সময় ।  
 প্রতিজ্ঞা পালন ব্রত—স্বর্গীয় রতন,  
 কঠোর সাধনা বলে, আনি মর্ত্যলোকে,  
 রাখিলেন দশবথ, ভারত ভাণ্ডাবে ।  
 সে দিবা রতন বলে, ভারত সন্তান,  
 অনায়াসে স্নদৃঢ় বিপত্তি সাগর,

অতিক্রমি, সুখরাজ্যে, করিবে প্রয়াণ ।  
 ক্ষণকাল চিন্তি দেব, আবস্থিতা পুন,—  
 রাঘবে পাঠান বনে, নৃপ দশবথ,  
 স্তৈষ্ণব বলি তাঁবে তাই, নিন্দে পুৰবাসী ।  
 প্রতিজ্ঞা পালনে নৃপ, পুঞ্জি দিয়া বন,  
 প্রকাশেন কি মহত্ত্ব—সংসার দুর্লভ,  
 স্মৃত স্নেহ—স্বাভাবিক—নহে পবিত্রাজ্য,  
 সতত সংসারী জন, সে স্নেহ অধীন,  
 প্রতিজ্ঞা পালন হেতু, কিন্তু যে মহাত্মা  
 সেই অনিবার্য্য স্নেহে, দিয়া জলাঞ্জলি,  
 স্বভাব অতীত কাষা, কবে সম্পাদন,  
 অসামান্য লোক তিনি—নবাকারে দেব ।  
 সে মূঢ়, যে নিন্দে, হেন পুরুষ রতনে,  
 হেন অলৌকিক ক্রিয়া যে কবে সাধন,  
 সেই অসামান্য বীৰ—বীৰকুল চূড়া ;  
 সে অতি পাষণ্ড, যেই নিন্দে হেন জনে ।

এতেক কহিয়া দেব, হইলা নীবব,  
 ক্ষণপবে, মূছস্ববে, আবস্থিতা পুন,—  
 প্রতিজ্ঞা পালন ধন্য—অমূল্য বতন,  
 কোথা আছে বঙ্গ ঘবে, দেখহ বিচারি ?  
 ভোমরা তবল মতি—অপদার্থ জীব,  
 করহ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, কথায় কথায় ।  
 হওরে সুদৃঢ় চিত্ত—সুদৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ।

কিরূপে করিতে হয়, প্রতিজ্ঞা পালন,  
 জলাঞ্জলি আত্ম সুখ—আত্মসুখ চিন্তা,  
 শিখহ যতনে অগ্রে, দশরথ কাছে ।  
 করহ প্রতিজ্ঞা সবে, স্নদৃঢ় অন্তরে,  
 শিথিতে, গৌরব প্রদ গুণ আছে যত,  
 দুঃখাকর আশু সুখে, দিয়া বিসর্জন ।  
 আবাল, বনিতা, বৃদ্ধ, বঙ্গ ঘরে ঘরে,  
 হওরে অচিরে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সকলে,  
 নাশিতে যবন কুল—লভিতে সম্পদ,  
 মহামতি অজ স্নতে, করিয়া আদর্শ ।  
 যবন প্রদত্ত পদ—যবন প্রসাদ,  
 জলাঞ্জলি, কর সেই প্রতিজ্ঞা পালন ।  
 দুঃসাধ্য সাধনে, চাই স্নদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ।  
 প্রতিজ্ঞা বিহনে কিছু, হয় কি সাধন ?  
 স্নদৃঢ় প্রতিজ্ঞা বলে, লভি দিব্য গুণ,  
 করহ বজ্রায় সবে, পূরব গৌরব,  
 উদ্ধারি পরাণ পণে, বঙ্গ-রাজলক্ষ্মী ।  
 ইতি তৃতীয় কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

## সুপ্রভা ।

### তৃতীয় কাণ্ড ।

#### চতুর্থ সগ ।

তাজি সে সরযুতীর, তাজি সে অযোধ্যা,  
চলিলু কানন পথে, দ্বিজেন্দ্র সংহতি,  
ভাবিতে ভাবিতে, পূজ্য ঋষি গুণ বাশি,  
আলোচিলু, যত তাব, দিব্য উপদেশ,  
বহিল, প্রথম তব ভক্তি শ্রোতাঃ মম,  
ভাবিলু, এহেন জ্ঞানী, অভিজ্ঞ পুংসব,  
নামিলে ভাবত ভিন্ন, অন্য কোন দেশে—  
প্রাচীন বোমক, গ্রীক, নব্য যুবোপীষ,  
কিংবা আধুনিক জাতি, নব ধবা মাঝে,  
দেখিলু যে জাতি প্রতি—কবিলু তুলনা,  
এমন পুংসব সম—নব শুভাকাক্ষী,  
না মিলিল না হেবিলু, কোন জাতি মাঝে  
বুঝিলাম, অবহেলি হেন নব বন্ধে,  
ভাবতেব এ ভ্রগতি—যবন ভাবতে ।  
বঙ্গ নিকেতনে গিয়া, কবিলাম স্থিৰ,  
কহিব স্বজাতি জনে—যবন দলিত,

অভিহুত তাপস বাণী—গুণরাশি তাঁব ;

শিখাব যতনে, তাঁব দিব্য উপদেশ,

শিখাব অবগো, যাহা করিলু দর্শন,

যবন পীড়িত বত ভ্রাতৃগণে ডাকি ।

যদ্যপি না শুনে কেহ, এ দীন বচন,

বস্ত্রের চরণ ধবি, কহিব সে কথা,

ঘোষিব তাপস বাক্য, গিয়া যবে ঘবে,

এ রূপ কতই চিন্তা, কত সাধ মনে,

উপজিল, ভুলিয়াছি, এ জাগ্রত কালে ।

হেন কালে, হেবি এক তাপস আশ্রম,—

শাস্তি নিকেতন, যেন স্ববগ ভূতলে ।

এহেন মনোজ্ঞ স্থান, এছাব জীবনে,

দেখি নাই, শুনি নাই, ভাবি নাই, কভু ।

নিবথিল চারি দিকে, দিব্য তরুদল,

কেহ ফুলে, কেহ ফলে, স্তম্ভোদ্ভিত অতি ,

বিবিধ বিহঙ্গ কুল, পবন আনন্দে,

সুস্বাদ সুপক্ক ফল, কবিষা ভক্ষণ,

বর্ষিছে পীযুষ রাশি, স্তম্ভধূর গীতে,

তান লয় শূনা, কিন্তু শ্রবণ মধুর ।

নিরখি, বিহঙ্গ স্বর্গ, মজিল অন্তর ।

প্রকৃতি ফলিত বর্ণ, পারে কি ফলাতে,

সামান্য কল্পনা পাত্রে, ক্ষুদ্র নর বুদ্ধি ?

পাবে কি কহিতে ক্ষুদ্র মানব রসনা ?

হেবিলাম, কোন দ্বিজ,—দীপ্ত স্বেত তনু,  
 ভূষাব মণ্ডিত,—কিংবা বজ্রত নিম্মিত,  
 যেন, পাখী, মাখি অঙ্গে, বিভূতি লেপন,  
 তাপসের অঙ্গ বাগ—বিলাস শূন্যতা,  
 আশ্রম দর্শক জনে, কবিছে প্রচাব ।  
 কোন দ্বিজ, লালদেহ, পবি বক্ত বাস,  
 তাপস সঙ্গণ, যেন করিছে পকাশ,  
 আশ্রম পাদপ শাখে, হয়ে উপবিষ্ট ।  
 কোন পাখী, কৃষ্ণতনু—বক্তিম নয়ন,  
 কেহ পীত কায়, কেহ হবিত শবীব,  
 কেহ দিবা স্বেতকণ্ঠ, কেহ পীত গ্রীব,  
 পীত বক্ষ, স্বেত পক্ষ, রক্তপুচ্ছ আদি,  
 কত বিহঙ্গম, তথা করিছে বিরাজ,  
 না পাবি কহিতে সব, না জানি কহিতে ।  
 ফুল দলে, অলিদল, মুহূল সমীব,  
 ফিবিতেছে, অনুক্ষণ, পরম আনন্দে ।  
 নানা জাতি, বন লতা—মোহন মূবতি,  
 মনোজ্ঞ ভূষণ পবি, মাখি দিব্য গন্ধ,  
 কবিছে পাদপ বরে, প্রেম আলিঙ্গন ।  
 উপবিষ্ট, তরু শাখে, শাখা মৃগকুল,  
 আশ্বাদি স্রবস ফল, সরস অন্তব ।  
 কোন স্থানে, শিখীকুল, মেলি দিব্য পুচ্ছ,  
 কাঁপাইয়া ঘন ঘন করিতেছে কেলি ।

পুষ্ট বিকম্পন ভব—মধুর মিক্রণে,  
 শ্রবণ কুহব তৃপ্ত—অস্তুর-মোহিত ।  
 স্থানে স্থানে, তবতলে, কুবঙ্গ, কুবঙ্গী,  
 কুম্ভসাব, গাভী, বৃষ, মহিষ, মহিবী,  
 আদি চতুর্গর্ভ পশু, একাত্রে গুইষা,  
 কবিছে বোমস্থ সবে, নিমিলিত নেত্রে ।  
 কেশবী, তবক্ষু, ব্যাঘ্র আদি মানা জাতি;  
 শ্বাপদ—আমিষ ভোজী—হিংস্রপশুযত,  
 তৃণভুক, পশু গাত্রে, বাধি শিবোদেশ,  
 নিদ্রা অচেতম, তুলি নিজ নিজ ধন্য ।  
 অত্রে, কুরঙ্গ শিশু, খেলিতেছে বঙ্গে,  
 বেশবী শাবক সহ, লাফাষে কাঁপায়ে ।  
 কোথাও, পঙ্খলে পড়ি, ববাহ, মহিষ,  
 গাত্রে গাত্র, হেলাইষা, ঘোব নিদ্রাগত ।  
 নিকটে তটিনী এক—ক্ষীণ কলেষব,  
 প্রবহি, আশ্রম দিষা, মন্থব গমনে,  
 যোগাইছে, নিত্য নিত্য, নিবমল বাবি,  
 আশ্রম বাসীবে ডাকি, কুল কুল ববে ।  
 সাধস সাবসী, হংস, জলচর দ্বিজ,  
 হবিষে তটিনী বক্ষে, দিতেছে সঁতাব ।  
 স্থানে স্থানে, আছে কত, মহাযজ্ঞ বেদী,  
 রয়েছে সমিধ কাশ, পূজার সামগ্রী ।  
 হেনকালে দেখি, এক ঋষি—শাস্ত্র মূর্তি,

নাভি বিলম্বিত শ্রু—বজত ববণ,  
 তেজঃ পুঞ্জ কলেবর—বঙ্কল বসন,  
 কৃষ্ণ সাব চন্দ্র জাত, উপবীত ধাবী,  
 অজিন আসনে, বসি মিলিত নম্রনে,  
 নীরবে স্তম্ভিত ভাবে, ধ্যান নিমগন ।  
 সহসা শুনিব, ঘোর কোলাহল শব্দ,  
 চলিল, ভূদেব সহ, স্বব লক্ষ্য কবি,  
 হেবিব, ভূপাল এক, সেনাদল সহ,  
 উর্দ্ধ স্থানে, পলাইছে, সে অবগ্য মাঝে ।  
 ধাইছে পশ্চাতে তাঁব, অন্য এক সেনা,  
 বীব দর্পে, আশ্ফালনে, মার মাব ববে ।  
 নিবখিলু খেলু এক— ক্রান্ত পৃষ্ঠ দেহ,  
 আসিছে আশ্রম দিকে, মহাব গমনে ।  
 নিগূঢ় রহস্য কিছু, নারিলু বুঝিতে ।  
 জিজ্ঞাসি, তাপস ববে, পাইলু উত্তর—  
 বুঝিবে সকল তত্ত্ব, উপযুক্ত কালে,  
 চলিলু আবার, সেই অরণ্য প্রদেশে ।

কতই চলিলু, কত দেখিলু সে বনে ,  
 ক্রমে নিরখিলু, এক দিব্য শ্রোতস্বতী,—  
 প্রশন্ন সলিলা—দিব্য রজত বরণী ।  
 তার তীরে, দেখি, সেই পরাজিত ভূপ,  
 উপরিষ্ঠ, স্থিতিভাবে, মুদি হনয়ন ,  
 স্পন্দহীন কলেবর—অচেতন সম,



বসি যেন কৃতিবাস—ধ্যান নিমগন ।  
 শরীর বরণ তাঁর, করি দরশন,  
 ক্ষত্রিয় বলিয়া তারে, হইল বিশ্বাস ;  
 হেন কালে, কি আশ্চর্য্য ! সেই ক্ষত্রজন,  
 ধরিল ব্রাহ্মণ বর্ণ, দেখিতে দেখিতে ;  
 বিনিঃস্থল ব্রহ্মতেজঃ প্রতি লোম কূপে,  
 ব্রহ্মতেজে, চারি দিক, হইল ভাস্বর ।  
 নদী তীর হতে, উঠি, সেই মহাজন,  
 কোথায় গেলেন চলি, পরম উল্লাসে ;  
 হেরি সে অপূৰ্ণ কাণ্ড হইলু বিস্মিত ।  
 না চলে চরণ আর, বসিহু তথায়,  
 রহিলু অবাক হয়ে, নিম্পন্দ শরীরে,  
 জ্ঞানধন তপোধন, মুখ পানে চাহি ।

কতক্ষণ পরে দেব, সম্বোধি আনন্স,  
 কহিলেন, প্রিয়তম ! গুন দিয়া মন,  
 কহিব রহস্য যত, নিরখিলে বাহ্য,  
 অজ্ঞান তিমির রাশি, করিবে গ্রহান,  
 জ্বলিলে সে কথা,—চির অমৃত সম্মান ।  
 প্রথমে হেরেছ, এক তাপস আশ্রম,  
 হেরেছ তথায় নর—নৃপ-বেশ-ধারী,  
 পলাইতে উর্দ্ধ্বাসে, দল বল সহ ;  
 দেখেছ তাপস এক, দেখিয়াছ ধৈর্য ;  
 এ সুবার তত্ত্ব বাছা! করহ শ্রবণ ।

বশিষ্ঠ আখ্যায়ি ঋষি,—ভাবত বিখ্যাত,  
 —ত্রিকালজ্ঞ তপোধন—যোগবলে বলী,  
 তাহাবি আশ্রম অই, কবিলে দর্শন ।  
 যে ভূপ পলান, সেই সেনাদল সহ,  
 তিনি বিশ্বামিত্র—সূর্য্যবংশ অবতংস,  
 বশিষ্ঠ আশ্রম বনে, গৃহা কাবণ,  
 উপনীত হন আসি, সেনাদল সহ ।  
 দিবা অবসানে ববে, যামিনী সঞ্চাবে,  
 সৈন্য সহ নবপন্নি, বশিষ্ঠ আশ্রমে,  
 হলেন অতিথি হয়ে ক্রিপায় অতি ।  
 শাদবে বশিষ্ঠ দেব, সস্তাষি ভূপালে,  
 পাদ্য অঘ্যে কবিদেন, অতিথি সংকাব ।  
 আছিল নন্দিনী নামে, কামধেনু এক—  
 স্ত্রীয়া সুবভী সূতা, সে আশ্রম দেশে,  
 তাঁর কৃপা বলে ঋষি, সমাগত নুপে,  
 তুষিলেন সেনাসহ, নানাবিধ খাদ্যে—  
 চৰ্ব্ব, চূষ্য, লেহ, পেয়—বসনা-বজ্রন,  
 —সুবা-স্বাদ,—পুষ্টিকর—সুপাচ্য স্নানব ।  
 নন্দিনী কৃপায় মুনি, অভ্যাগত জনে,  
 স্নানদ শযন দিয়া, পবিত্র মন ।  
 লভিলা পবন প্রীতি, বিশ্বামিত্র ভূপ ;  
 লভিলা পবন প্রীতি, সেনাদল যত ।  
 উভবি সূর্য্য দেবী, নন্দিনী আদেশে,

সন্নেহে সবাবে, দিল নিজ অঙ্কে স্থান ;  
 স্তথের শয়নে, শেষে প্রভাতিল নিশি ।  
 কিস্তি বিশ্বামিত্র হেবি, নন্দিনীর কার্য্য—  
 নন্দিনীর অসামান্য স্বর্গীয় শক্তি,  
 বিষম বিষয় বসে, হলেন আপ্নত ।  
 প্রভাতে বশিষ্ঠ দেবে, বন্দি ভক্তি ভাবে,  
 গাগিলা নন্দিনী ভিক্ষা, নৃপ বিশ্বামিত্র ।  
 কিস্তি ঋষি কোনমতে, ত্যজিতে নন্দিনী—  
 শিবদাত্রী—দিয়া তেজঃ, না হন সম্মত ।  
 শেষে নৃপ মহাবোষে, ডাকি সেনাদলে,  
 আদেশিলা বল সহ, হরিতে নন্দিনী ।  
 ধাইল অসংখ্য সেনা, ধাইল সামন্ত,  
 পালিতে নৃপাল-আজ্ঞা, বীৰ দর্পে মাতি ।  
 বশিষ্ঠ-প্রসন্ন ধেনু, দেখি রাজ সেনা,  
 অজেয় স্বর্গীয় সেনা, সৃজিলা কটাক্ষে,  
 অবিলম্বে বিশ্বামিত্রে, দল বল সহ ।  
 নন্দিনী সৃজিত সেনা, কবিল পবাস্ত ;  
 পলাল অবনী নাথ, দেখেছ স্বচক্ষে ।

এত কহি দ্বিজবব, হইলা নীরব,  
 ক্ষণকাল চিন্তি দেব, আবজ্জিলা পুন ;—  
 এই রূপে বিশ্বামিত্র—ভূপাল কেশরী,  
 ব্রিফল প্রযত্ন হয়ে, বুঝিলেন সাব,  
 ব্রহ্ম ভেজঃ, ব্রহ্ম বল, মানস-শক্তি,

কঠোর তপস্যা-বল, সর্ব বল শ্রেষ্ঠ ।  
 বাঙ্কিলা ভূপতি, হতে নব-দেব দ্বিজ—  
 মানসিক বলে বলী, কঠোর সাধনে ।  
 তাই এবে বিশ্বামিত্র, তপ পবাষণ,  
 কবিলে দশন, অই শ্রোতস্বতী তীবে ।  
 তপস্যা প্রভাবে অই দেখিলে স্বচক্ষে,  
 ক্ষত্রিয় হইয়া আজি, হলেন ব্রাহ্মণ ।  
 হেবিলে, আনন্দে, তাই নৃপ বিশ্বামিত্র,  
 চলিল অতীষ্ট দেশে, লভি ব্রাহ্মণত্ব ।

বাধা দিয়া, তাপসোল্লাসে, কহিল তখন,  
 বিশ্বামিত্র নবপতি—ক্ষত্রকুলভব,  
 না বুঝি কেমন, তিনি হলেন ব্রাহ্মণ,  
 ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ হয়, অসম্ভব কথা,  
 সামান্য বুদ্ধিতে দেব! না পাবি বুঝিতে,  
 দয়া কবি, গুণ ধাম। দেহ বুঝাইয়া ।  
 অজ্ঞান তিমির বাশি, নাশহ ত্ববায়,  
 জ্ঞানালোক জালি, এই সামান্য মানসে ।

উত্তবীলা দ্বিজমণি, সম্মিত আননে,  
 গুন সে বহস্য বাছা। কহিব তোমাবে ।  
 মানস স্বভাব ক্রমে, সৃষ্ট চাবি বর্ণ—  
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র—বহুতব ।  
 ব্রহ্ম ভাব, ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের,—ক্ষত্র,  
 বৈশ্য, শূদ্র, ভাব গ্রন্থ বৈশ্য, শূদ্র জনে ।

অত্যন্ত মন খাঁ, তিনি ত ব্রাহ্মণ,  
 যাহাব হৃদয়ে জ্বলি, জ্ঞান মহানিধি,  
 জটিল প্রকৃতি তত্ত্ব, কবে আলোকিত ।  
 তত্ত্বোক্ত মকাবে মগ্ন—দিব্য ভাবাগ্রিত,  
 বুঝি সে মহাত্মা কবে, অসাধ্য সাধন ।  
 স্বর্গ, মর্ত্য, বসাতল, ত্রিকাল ঘটনা,  
 দিব্য জ্ঞান বলে, তাব কবতলে সদা ।  
 বড় জ্ঞান বলে, সেই মানব বেশরী,  
 আবোহি, আকাশ দেশে, কবে বিনির্গম,  
 জ্যোতিষ্ক উদয় অস্ত,—জ্যোতিষেব বয়,  
 বাশি চক্র, ববি শশী গ্রহণ সময়,  
 শশাঙ্ক অবস্থা ভেদে, বেলাব লক্ষণ ।  
 কভু মহানন্দে, পশি প্রকৃতি মন্দিবে,  
 শাবীর-বিধান শাস্ত্র—আমব নিদান,  
 কৰ্মে উদ্ভাবন, ভেদি, জ্ঞান অসি দিবা,  
 জাস্তব ঐন্দিজে আব ধাতব বহস্য ।  
 কভু সামবিক বিদ্যা, কভু বাজ নীতি,  
 ধন্যনীতি, লোক যাত্রা বিধান—অপূৰ্ব,  
 কভু কৃষি, চাৰু কাক, বাণিজ্য বিধান,  
 দিব্য জ্ঞানবলে কবে, নির্দ্ধাবণ সদা ।  
 কভু বা ব্রহ্মাণ্ডমূল—অনাদি কাবণ,  
 জ্ঞানেব প্রভাবে স্থিৰ, কবে নবসিংহ ।  
 অতি অল্পমত যেই, সেই জন শূদ্র,

অজ্ঞান তিমিবে, যার অন্তব আচ্ছন্ন,  
 অন্ধ কূপে, মন যাব, বহে নিববধি,  
 ব্রাহ্মণ সমীপে, সেই নতশিব সদা ।  
 চাবি বর্ণ মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সৰ্ব্বথা ।  
 ক্ষত্রিয় শাবীৰ বল—পাশব শকতি,  
 পাবে কভু বিমুখিতে, মানসিক বলে ?  
 তাই বিশ্বামিত্র আজি, বশিষ্ঠ সমীপে,  
 মানিলা পবাস্ত বাছা । কবিলে দশন ।  
 জন্মাইলা, তপোধন জ্ঞান-যোগ বলে,  
 নৃপতি দশন ভ্রম ; তাই নৃপবধ,  
 কবিল দর্শন, যেন অসংখ্য সেনানী,  
 নাশিতেছে, সেনা তাঁব, ঘোব সিংহ নাহে ;  
 সভয়ে নৃপতি, তাই সমব বিমুখ ।  
 কিন্তু হীন বর্ণাশ্রিত, মানব সকল,  
 কঠোব তপস্যাবলে, যতন আয়াসে,  
 ছল্ভ মানস শক্তি—উচ্চবর্ণ ভাব,  
 লভিতে সমর্থ হয়, কহিলাম সাব,  
 প্রকৃতি নিষম এই, বুঝহ সন্ধান ।  
 দেখহ বিচাবি, তবে নৃপ বিশ্বামিত্র,  
 কেন না সমর্থ হবে, কঠোব সাধনে,  
 লভিতে ছল্ভ মণি—দিব্য ব্রাহ্মণত্ব ,  
 লভিতে যে মহারত্ন, এ ভাবত মাঝে,  
 ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র সদা সম অধিকারী ।

অদন্তন বর্ণ সবে, ঘোর তপসায়,  
 অত্যাচ্ছ ব্রাহ্মণ বর্ণ, হতে পাবে সদা,  
 অমূল্য দৃষ্টান্ত এই, বাখি এ ভাবতে,  
 হাপিলা যে কীৰ্ত্তিস্তম্ভ, বিখ্যাত মত আজি,  
 পথভ্রান্ত পান্থ, ইহ জীবন সাগবে,  
 নির্ভয়ে পাইবে কূল, নিব থ সে স্তম্ভ ।  
 বঠোব সাধনাবলে, যেই কোন বর্ণ,  
 ব্রাহ্ম । ইহতে পাবে, লভি ব্রাহ্মণত্ব,  
 পথ প্রদর্শক তার, নৃপ বিশ্বামিত্র ।  
 তাই ধবাতলে, তাঁব এতই গোবব—  
 এতই মহিমা, তাই তিনি সমভাবে,  
 জাগেন ভাবত মনে, চিব দিন বাছা ।  
 যেই ব্রাহ্মণেব, এত মহিমা কীৰ্ত্তন,  
 কবেন ভাবত সদা, সহস্র বদনে,  
 সেই ব্রাহ্মণেব পদে, ঘোব তপসায়,  
 উত্তিতে সমর্থ হয়, যেই হচ্ছে মনে,  
 দেখাইলা বিশ্বামিত্র, ভাবত বাসীবে ।

তোমবা বাঙ্গালি কুল—আর্য্যকুল ভব,  
 আর্য্য হবে হইয়াছ অনাথ্য সমান ,  
 নিজ নিজ কর্ম্মদোষে, কহিনু নিশ্চয় ।  
 হাবায়েছ স্তূর্ণভ আর্য্যেব ধবম,  
 ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য এই উচ্চ আর্য্য ভাব,  
 তিবোহিত, এককালে, বঙ্গ হতে এবে ।

অতুল ক্ষত্রিয় তেজ, কোথা বঙ্গ ঘবে ?  
 কোথা বা বৈশ্যের ভাব, দেখহ বিচারি ?  
 এক ভাব যুক্ত নব, মিলে কি খুঁজিয়া,  
 এই বঙ্গ নিকেতনে, বুঝ অনুভবে ?  
 ব্রাহ্মণ লক্ষণ—বাহু, আছে বিদ্যমান,—  
 আছে সেই দীর্ঘ শিখা—সেই উপবীত,  
 ললাটে ত্রিপুণ্ড্র বেথা, সেই পূর্ব মত.  
 সেই প্রাত স্নান, সেই প্রশ্ন চবন,  
 সেই মন্ত্র উচ্চারণ—অর্থ বোধ শূন্য :  
 আছে সেই নিবাগিষ, হবিষ্যার ভোগ  
 কিন্তু পূর্ব মানসিক শক্তি কোথায় ?  
 ব্রাহ্মণ অন্তর মাঝে, পশহ বাবেক,  
 দেখিবে তথায়, ঘোব অজ্ঞান তিমির  
 সতত আচ্ছাদি তাহা, কবিছে বিবাজ,  
 দেখিবে স্বর্গীয় গুণ, তিবোহিত এবে,  
 দে থবে তথায় এবে, স্ব অর্থপরতা,  
 হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা আদি লঘু ভাব যত ।  
 নিরখি এ সব বাছা ! বিদবে জীব ।  
 সকলি অনাথ্য ভাব, বঙ্গ ঘবে ঘবে,  
 অনুন্নত শূদ্র ভাষ, বঙ্গ কন্ম দোষে,  
 করেছে বিনষ্টে সব, সদর্পে প্রবেশি !  
 ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য তিন উচ্চভাব ভিন্ন,  
 জগত সমাজ, নাহি চলে এক দিন ;



প্রকৃতি নিয়ম এই, প্রকৃতি—ধরম ।

সে সব স্বর্গীয় ভাব, বঙ্গ ভাগ্য দোষে,

বঙ্গ গৃহ হতে এবে, করেছে প্রস্থান;

তাই বঙ্গে যাদুমণি ! যবন উদয় ।

তাই মহম্মদ শিষ্য, করিল গ্রহণ,

স্বরগ সমুত্ত, উচ্চ ত্রিভাব আসন ।

থাকিলে সে দিব্য ভাব, বঙ্গ নিকেতনে,

কভু কি যবন হেথা, পারিত পশিতে ?

এক স্থানে, যতক্ষণ, রহে এক দ্রব্য,

অন্য দ্রব্য, নাহি পারে, আদিতে তথায় ;

এইত প্রকৃতি ধারা, প্রকৃতি ধরম ।

ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য এই উচ্চ তিন ভাব,

বঙ্গ ঘরে বিদ্যমান, ছিল যত দিন,

তত দিন, কোন জাতি, স্তবর্ণ ভবনে,

পরম যতনে বাছা ! নারে প্রবেশিতে ।

ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য তিন উচ্চ আৰ্য্য ভাব,

যত দিন না লভিবে, কঠোর সাধনে,

তত দিন বঙ্গ ধামে, রহিবে যবন ;

কঠোর সাধনা মস্ত, হও রে সকলে,

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—ধরম লভিতে ।

হও রে দীক্ষিত সবে, বিশ্বামিত্র কাছে,

হও সবে ঘরে ঘরে, দেব বিশ্বামিত্র ;

কঠোর তপস্যা বলে, বিধম আয়াসে,

শিখ সর্বে, একমনে, বিশ্বামিত্র কাছে,  
কি কপে লভিতে হয়, উচ্চতর ভাব ।  
তাহলে নিশ্চয় বাছা ! হইবে মঙ্গল ।

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ।

---

# সুপ্রভা ।

## তৃতীয় কাণ্ড ।

### পঞ্চম সর্গ ।

চলিলু দ্বিছেন্দ্র মনে, সে কাস্তাব মাঝে,  
ভাবিতে ভাবিতে, তাঁব অমূল্য বচন,  
ভাবিতে ভাবিতে, যত অদ্ভুত ঘটনা,  
নিবখিলু বন মাঝে, তাপস প্রসাদে ।  
প্রথমে উদিল মনে, মহাত্মা চাণক্য,  
ভাবিলু তাঁহাব, সেই অধি অবসার,  
মাহাব প্রভাবে, দেব সফল প্রযত্ন,  
সুবিম্বৃত নন্দকুল, সমূলে বিনাশি ,  
মাহাব প্রভাবে, ইহ জীবনের বশ্বে,  
উত্তম শৈলেন্দ্র সম, বাধা বিঘ্ন বাশি,  
পবিত্র হই, যেন কুহকেব বলে ।  
পূজিব চাণক্য দেবে, ভকতি সংযোগে,  
মজিব দৃষ্টান্তে তাঁব, কবিলাম স্থিৰ ।  
উদিল দ্বিতীয় চিন্তা, পাণ্ডব চবিত্র—  
পাণ্ডবের গুণ রাশি—পাণ্ডব মাহাত্ম্য,  
ধৰ্ম ভীকতা আদি, গুণ প্রতিকল্প,  
যারা এ সংসারে; অনায়াসে ক্লিষ্টমব,

একান্ত অন্তরে, সেবি, সে মহাআগণে,  
 পায় উচ্চপদ, পায় অতুল সম্পদ ।—  
 ভাবিলাম তার পর, অর্জুন মহিমা,  
 ইঞ্জিয় সংযমব্রত, পালি এক মনে,  
 ভূতলে অতুল কীর্তি, রাখিলেন যিনি ।  
 শিব নিকেতনে নর, পরম আনন্দে,  
 পশিতে সমর্থ হয়, সে ব্রত প্রসাদে ।  
 কুন্তীর মাহাত্ম্য রাশি, হইল স্মরণ,—  
 প্রকাশি সঙ্কট কালে, স্বজাতি মমতা,  
 যেই কীর্তি নরলোকে, রাখি গেলা দেবী,  
 ভক্তিযোগে হেরি তাহা, কত শত জাতি—  
 পর প্রপীড়িত, ছেদি দাসত্ব শৃঙ্খল,  
 ভ্রমিবে ধরণী মাঝে, হইয়া স্বাধীন ।  
 কর্ণের অতুল ধৈর্য্য, হতেছিল মনে,  
 হেন কালে, নিরখিবু, অপূর্ণ ঘটনা ।—  
 উপবিষ্ট ঋষি এক, নিমিলিত নেত্রে,  
 মানস সংযোগে, যেন তপস্যা মগন ।  
 আছিল চৌদিক রেষ্টি, তাপস প্রবরে,  
 কত কত জন—সবে দিব্য কাস্তি যুত ।  
 ভুবন মোহন রূপে, দিক আলোকিত;  
 সবার আননে কিন্তু, বিবাদ লক্ষণ,  
 হইল লক্ষিত, যেন কোন মহাচিন্তা—  
 সুখ শান্তি হর, পশি অন্তরে সবার,

মধুব সবস ভাব, কবিছে মলিন,  
 সহসা সে ঋষিবব—প্রশান্ত মুবত্তি,  
 পড়িল ধবণীতলে, হষে অচেতন—  
 স্পন্দহীন—বিবরণ—মুদিত নয়ন ।  
 হেন কালে ষাঁবা তথা, আছিল দাঁড়ায়ে,  
 বাৎসেদি, ঋষি দেহ, মহা কুতূহলে,  
 তস্থি বাশি লয়ে, তবে কবিল প্রশ্নান ।  
 নিবখি বিস্ময়ে মন, হইল আপ্রত,  
 কতক্ষণ মৌন থাকি, তাপসে সম্বোধি,  
 জিজ্ঞাসিলু গুঢ় তত্ত্ব, নিবখিলু যাহা ।

অদবে পাদপ মূলে, বসিলু দুজনে,  
 কতক্ষণ চিন্তাযুক্ত, থাকি তাপসেন্দ্রে,  
 আবন্তিলা ধীরে ধীবে, সম্মেহ বচনে ।  
 শুনহ অপূর্ব কথা—নিগূঢ় বহস্য,—  
 বৃত্র নামে মহাসুর—তপোবলে বলী,  
 বিমুখি অমব বৃন্দে, সম্মুখ সমবে,  
 হবিত্তে স্ববগ ভূমি, সমুদ্যত এবে,  
 দেব সহ দেবনাথে, করি বিতাড়িত,  
 ত্রিদিব ভবন হতে, নিজ বাহুবলে ।  
 পীড়িত অমব বৃন্দ, পীড়িত দেবেন্দ্রে,  
 ঘোব আশুরিক তেজে, দিবস যামিনী ।  
 অমব শক্তি বাশি—সম্মিলিত এবে,  
 তথাপিহ বিমুখিতে, আশুব-শক্তি,

নাহি পাবে, কোন মতে, দিব্য তেজোবাণি ।

স্বাধীনতা, বাস স্থান—প্রিয়তম দ্রব্য,

যাহতে অধিক প্রিয়, নাহি ত্রিভুবনে,

সকলি অসুখ হন্তে, যায যায মরি ।

এহেন সময়ে বিষ্ণু, হষে অনুকুল,

বৃত্তাস্ত্রব বধোপায়, কহেন অমবে ।

কহিলেন নাবাষণ, অমরে সম্বোধি,

শুনহ অমবগণ! শুনহ দেবেশ!

দধীচির অস্থি দিয়া, বচি মহাবজ্র,

নাশহ অসুরে, সব ঘুচাও জঞ্জাল ।

বিষ্ণু উপদেশে ইন্দ্র, দেব বৃন্দ সহ,

দধীচি আশ্রমে, আসি হন উপনীত ।

দেবতা দুর্গতি রাশি, অসুর পীড়ন,

সবিনয়ে জানাইয়া, ঋষি সন্নিধানে,

মাগিল তাপস-অস্থি, হুঃখ নাশ হেতু ।

দ্রাবিল তাপস মন, পব হুঃখ গুনি,

স্বর্গীয় পদার্থ দয়া, আসি উপজিল ।

পবশুভ আশে ঋষি, ত্যজিলা শবীব,

আনন্দে অমর বৃন্দ, লয়ে ঋষি অস্থি,

বচি তাহে মহাবজ্র, নাশি বৃত্তাস্ত্র,

পশিল অমর পুবে, পদম আছাদে ।

অই যে হেরিলে, সেই তাপস প্রবব,

ধ্যানে নিমগন হয়ে, ত্যজিলেন দেহ,

নবশ্রেষ্ঠ—ঋষিশ্রেষ্ঠ—তিনি ত দধীচি ।  
 চারি দিকে বেষ্টি আছে, ষাঁহাবা তাঁহার,  
 দেবেন্দ্র অমব সহ, তাঁহাবা সকলে ।  
 দেখহ বিচারি বাছা । দধীচি চরিত্র—  
 সংসাবে অতুল যাহা, হুল্লভ জগতে,  
 এহেন বিচিত্র প্রেম—পর উপকাব,  
 না জানে ভাবত ভিন্ন, দেখাইতে কেহ ।  
 ক্রণেক আলস্য তাজি, ত্যজি জড় ভাব,  
 সঙ্কানি ভাবত খনি, দেখ একবার,  
 মিলিবে বতন কত, অতুল সংসাবে ।  
 দেখহ যে জন, ত্যজে নিজ কলেবব,  
 পবহুঃখ পবক্লেশ, নিবারণ তবে,  
 তাঁব চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর, আছে ধবাতলে ?  
 তাঁর সম ধর্মবীর, মিলে কয় জন,  
 এ সংসাব মাঝে বাছা । দেখহ বিচারি ?  
 আসিল অমব বৃন্দ, কহিল কাতবে,—  
 অশুরের অত্যাচার,—অশুর পীড়ন,  
 অসহ যন্ত্রণা বাশি—হস্তর বিপত্তি,  
 অমনি তাপস মন, গলিল শ্রবণে ;  
 প্রদানিল নিজ দেহ, দয়ার্জ তাপস,  
 দূরিতে অমর দুঃখ—অশুর পীড়ন ,  
 আবাব আপত্তি বিনা, ত্যজিল শবীৰ,  
 সানন্দে, প্রশান্ত মনে, সুরগিব তরে ॰

নিঃস্বার্থ পবোপকাব, আছে এব চেয়ে ।  
 বৃথায় জনম তাব, বৃথায় জীবন,  
 যে জন, না হয়, কভু পবহিতে বত,  
 পব প্রেম অভিষিক্ত, অন্তব যাহাব,  
 পবেব মঙ্গল তবে, দেয নিজ প্রাণ,  
 ধন্য ধন্য, সেই নব, ধন্য ধবাতলে,  
 ভূতলে দেবতা সেই, জানিবে নিশ্চয় ।  
 বিসর্জিতে নিজ প্রাণ, না হয় কুণ্ঠিত,  
 যেই জন, দেব ভিন্ন কোন্ অভিধানে,  
 কথিত হইবে, সেই মানব বতন ?  
 তোমবা বাঙ্গালি, কই তোমাদেব মাঝে,  
 দিব্য পর প্রীতি ? কই স্বজাতি মমতা ?  
 কিকপে নাশিতে হয়, সাধাবণ দুঃখ,  
 দিবা নিজ প্রাণ—প্রিষতম এ ভূতলে,  
 শিখ অগ্নে, মহাঋষি দ্বীচি সমীপে ।  
 সকলে দ্বীচি সম, হও জনে জনে ।  
 যবন অম্লব আসি, উদিত ভাবতে,  
 থেক না থেক মাঁ আব, হইবা নিশ্চিত্ত,  
 অই দেখ ক্রমে আনি, বঙ্গ সিংহাসন,  
 কবিলেক অধিকার, সবলে যবন ।  
 অই দেখ, তোমাদের বৃদ্ধ নবপতি,  
 ত্যজিল সুবর্ণ গৃহ, বাঁচাতে পবাণ ।  
 উঠ উঠ বঙ্গবাসী ! হও সচেতন,



আর কত নিদ্রা বাবে, স্বার্থের শয়নে,  
 অরে স্বার্থ পরায়ণ ! হয়েছে হয়েছে,  
 যথেষ্ট হয়েছে, তবু নিদ্রা অচেতন,  
 ত্যজি সে শয়ন, সবে উঠ শীঘ্র করি,  
 দ্বীচি সমীপে সবে, হওরে দীক্ষিত,  
 কঠোর তপস্যাবলে, শিখ জনে জনে,  
 স্বর্গীয় স্বজাতি প্রেম—স্বজাতি মমতা,  
 তবেত অশিব রাশি, যাইবে চলিয়া,  
 মানুষের মত তবে, হইবে সকলে ।

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত ।

---

## সুপ্রভা ।

### চতুর্থ কাণ্ড ।

#### প্রথম সর্গ ।

হইলাম অগ্রসব, ঋষিবব সনে,  
ভাবিন্ত কান্তাব মাঝে, কতই ভাবনা,  
গেবিন্তু, সে বন মাঝে, যে সব ঘটনা ।  
সৌমিত্রেয় সংযমন—অসামান্য কাণ্ড,  
আলোচিন্তু, সেই কথা, কতক্ষণ ধবি,  
ভাবিলাম, লক্ষ্মণেব সেই দিব্য কান্য,  
দুর্লভ এ ধবাতলে,—মহা তপোফল,  
যাহাব প্রভাবে দেব, জিনিলা মহজে,  
বাসব বিজয়ী, সেই অজেয় বান্ধসে ।  
কোথা সেই সংযমন বন্ধ বন্ধ ঘবে,  
সে বন্ধ অভাবে বন্ধ, ববে পবাধীন—  
বহিবে যবন পদ দলিত হইয়া ।  
ভবত নিঃস্বার্থ ভাব—আত্ম সুখত্যাগ,  
সাধারণ দুঃসময়ে, উদিল এ চিন্তা,  
ভাবিলাম যেই জাতি, আত্ম-সুখ-লোভী—  
না ভাবে পরের চিন্তা, ক্ষণ কাল তবে,

তা চেয়ে অসাব জাতি, নাহিক ভূতলে ।  
 ভাবিলাম দশবধ,-প্রতিজ্ঞা পালন,  
 যে জন প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে, কথায় কথায়,  
 অধম প্রকৃতি আব, নাহি ভাব চেয়ে ।  
 যেই রূপে বিশ্বামিত্র, ঘোব তপস্যায়,  
 ব্রাহ্মণ পদবী লভে, ক্ষত্রিয় হইয়া,  
 উদিল অন্তবে মম, সেই দিবা ভাব ।  
 ভাবিলাম তপোবলে, অমূল্য জাতি,  
 উন্নত অত্যাচ্চ পদে, করে আবোহণ,  
 —যেই দেশে প্রজাপুঞ্জ, তপস্যা প্রভাবে  
 অমূল্য শূদ্র হতে, শ্রেষ্ঠতব বর্ণ,  
 হইবাবে, ক্রমে ক্রমে, কবে মহাঘট,  
 নিশ্চয় সে জাতি, পায় পবন সম্পদ ।  
 নিশ্চয় সে জাতি, কবে, প্রভুত্ব বিস্তার,  
 নিখিল অবনী পবে নিজ বাহুবলে ।  
 একপ বিবিধ চিন্তা, উদি একে একে,  
 বিলুপ্ত হইতে ছিল, মানস ভিতবে ।  
 হেন কালে, পূর্বোভাগে, কবিন্দু দর্শন,  
 অত্যাচ্চ প্রাচীর শ্রেণী—পাষণ শবীৰ,  
 হিমাদ্রি সদৃশ যেন, উঠিছে আকাশে ।  
 হেবিন্দু সম্মুখ দেশে—সুদীর্ঘ তোবণ—  
 যুক্তদ্বাব—অবাবিত—সুবিশাল তনু,  
 অবণ্য-অপর-অংশে, সে তোবণ দিয়া,

উপনীত হনু আসি, তাপস সংহতি,  
 ধবা ত্যজি, যেন কোন নূতন প্রদেশে ।  
 সেই বন অংশ শোভা, হেবি ক্ষণিকাল,  
 মজিল অন্তর মম, হইলু প্রফুল্ল ।  
 হেবিলাম, চাবিদিকে পুণ্য তরুদল,  
 অনন্ত হবিত বর্ণে, দাঁড়ায়ে সতেজে,  
 দিব্য ফুল ফলে, হষে সুশোভিত অতি ।  
 কোন স্থানে না হেবিলু, কলুষ পাদপ,  
 পুণ্য তব ভিন্ন আব কোন তব জাতি,  
 কভু না বিবাজে, সেই সুবম্য প্রদেশে ।  
 নরদেহ পবিমিত, এক বিংশ হস্ত ;  
 “আমাব আমাব জ্ঞান” নাহিক তথায়,  
 গুণিলাম জ্ঞান সিন্ধু, তাপসেব মুখে ,  
 বডই উর্কব, সেই দিব্য বন অংশ,  
 সুধাময় ফল শস্যে, পূর্ণ চাবি দিক ।  
 কতই কনক তব, বজ্রত পাদপ,  
 ধবি আছে মহামণি—মুকুতাব ফল,  
 —চন্দ্র, নীল, সূর্য্যকান্ত, মণি ফুল নানা ।  
 কতই অপূর্ণ কাণ্ড, নিবধিলু তথা,  
 গুণিলু তাপস মুখে, সেই বন অংশ,  
 সত্য অভিধানে খ্যাত, এ বিশ্ব ভবনে ।  
 জিজ্ঞাসিলু দ্বিজববে, এই বন অংশে,  
 কেন না নিরখি, কোন কলুষ পাদপ ;

পাপ শূন্য ধরাতল, নাহি শুনি কভু,  
 এ বন অংশ কি তবে, নহেক ধরায় ?  
 কেন এত দীর্ঘকায়, মানব মণ্ডলী !  
 যুচাও সন্দেহ জাল বিশেষিয়া কহি ।

উত্তরিলো দ্বিজোত্তম, মধুর বচনে,  
 এই যে বনাংশ বাছা ! করিছ দর্শন,  
 মানব আদিম বাস স্থান ছিল ইহা,  
 প্রকৃতি ভাণ্ডার ছিল, অব্যাহত সদা,  
 প্রবেশি, মানব তাহে, নিজ ইচ্ছামত,  
 লইত যখন, যার প্রয়োজন বাহা,  
 আমার আমার জ্ঞান বিরহিত হয়ে।  
 যবে অই স্বার্থজ্ঞান, ক্রমে ক্রমে বাছা !  
 মানব সমাজ সহ, হইল বর্দ্ধিত,  
 কলুষ লক্ষণ তবে, হইল নির্দিষ্ট ।  
 কলি আদি তিন যুগে, মহা পাপ বাহা,  
 সত্যে পাপ বলি তাহা, না হয় কথিত ।  
 তাই পাপ তরু শূন্য, হেরিছ এ স্থানে ।  
 প্রকৃতি নিয়ম তত্ত্ব, আছিল মানব,  
 সুদীর্ঘ শরীর তার, তাই সত্য যুগে ।

হেন কালে, নিরখিলু অপূৰ্ণ ঘটনা—  
 বিষম সংগ্রাম স্থল—কোলাহল ময় ।  
 হেরিলাম দুইজন—ভীম কলেবর,  
 অগণন সেনা সহ যুঝিছে ডয়াল,

লক্ষ্মে বাক্ষে মুহূৰ্ত্ত; কাঁপিছে মেদিনী,  
 ভয়ঙ্কর কোলাহলে, পূর্ণ চাবি দিক,  
 ছুটিছে আকাশ পথে, জলন্ত শাযক,  
 বিজলী খেলিছে, যেন অশ্বব প্রদেশে ।  
 ফলিত তপন কবে, শানিত কৃপাণ,  
 ঘন ঘন চকমকি, ধাঁধিঁছে নয়ন ।  
 জয় জয় শিব শিব, বলি দুইজন,  
 কভু অসি, কভু গদা, কভু বা শাযকে,  
 যুঝিছে ভয়াল ঘোব, বীর বাস মাতি ।  
 পীড়িত বিপক্ষ সেনা, দুই বীর রণে,  
 কেহ না তিষ্ঠিতে পাবে, সময় প্রাক্ষণে ।  
 বিপক্ষ সেনাধিপতি—কুঞ্জব বাহন,  
 যুঝিছে পবাণপণে, নানা অস্ত্র লয়ে,  
 ছুটিছে শাযক জাল, আকাশ প্রদেশে,  
 ভীষণ গর্জ্জন কবি, উগরি পাবন,  
 সকলি হতেছে ব্যর্থ, দৌহাকার শবে ।  
 মহাঘোবতব বণ হতেছিল তথা,  
 যথা ভীম প্রভঞ্জনতাড়িত তবঙ্গ,  
 অকূল সমুদ্র বক্ষে, গর্জ্জি ভয়ঙ্কর,  
 এ উহার ঘাড়ে পড়ে, ঘোব আফালনে ।  
 হেন কালে নিবধিল, সে অসংখ্য সেনা,  
 পলাল পশ্চাতে বেগে মানি পবাজয়,  
 পবন সাহায্যে, যথা ভীম উন্মীদল,

সাগর-বেষ্টিত উচ্চ শৈলেন্দ্র শবীবে,  
 ভয়ঙ্কর শব্দে কবে, সবলে আঘাত,  
 কিন্তু সে অচল ববে, না পাবি টলাতে,  
 সবাই পশ্চাতে ফিবি, আসে একে একে ।  
 নাবিল অসংখ্য সেনা, জিনিতে দুজনে,  
 নিবধি বিশ্বয় বসে, হইলু আপ্নুত ।  
 ত্যজি সেই বণভূমি, কতক্ষণ পবে,  
 চলিলু দ্বিজেন্দ্রসনে, সম্মুখ প্রদেশে ।  
 জিজ্ঞাসিলু পথ মাঝে, কহ দবা সিদ্ধ ।  
 সমর বৃত্তান্ত, কেন অসংখ্য সেনানী,  
 না পাবিল বিমুখিতে, যোধ দুই জনে ?

উপবেশি তকতলে উত্তবিল। ঋষি,  
 (বসিলু আদেশ মত, সম্মুখে তাঁহাব)  
 অই যে দুজম বাছা ! এ বন ভিতবে,  
 বহু সংখ্য সেনাদলে, বিমুখিল বণে,  
 অতি পরাক্রান্ত তারা, অশ্রু দুর্জন,  
 দুর্জয় সমরাক্ষণে—দুবন্ত—দুর্দান্ত,  
 স্কন্দ উপস্কন্দ নামে, বিখ্যাত জগতে ।  
 কঠোর তপস্যা বলে, অই দুই জন,  
 বিবিধি প্রসাদে, এবে অজেষ সময়ে ।  
 মহা যোগ বলে, তুবি পিতামহ ব্রহ্মে,  
 প্রকুল অশ্রু বহ্ন, লভি হেন বব ;—  
 “অমূল্য একতা মণি—স্বরগ সামগ্রী,

যত দিন, উজলিবে তাদের অন্তর,  
 সুদীপ্ত কিরণে, তত দিন ত্রিভুবনে—  
 দেবতা, গন্ধর্ব, নাগ, যক্ষ, বক্ষ, আদি,  
 কেহ না পারিবে দৌড়া, জিনিতে সমবে।”  
 সে বব প্রসাদে, সেই ছবন্ত অশুর,  
 স্বর্গ, মর্ত্য, বসাতল কবে নিপীড়িত,  
 সে বব প্রভাবে, তাই দেবেশ বাসব,  
 দেব-সেনা-সহ আজি, অশুর সমবে,  
 হলেন বিমুখ, অই স্বচক্ষে হেবিলে।  
 ক্ষণেক বিচাৰি দেখ, একতা মাহাত্মা,  
 অমব তেত্রিশ কোটী, ক্ষুদ্র হই মবে—  
 একতা রতন ধনী, নাবিল। জিনিতে।  
 বাসব কুলীশ, আব অমব বীবত্ব,  
 সকলি হইল ব্যর্থ, মব রণস্থলে।

এত কহি দ্বিজবব, হইলা নীরব,  
 ক্ষণ কাল চিন্তি, দেব স্মারন্তিলা পুন,—  
 একতা বতন কোথা, দেখহ বিচাৰি,  
 বক্ষ নিকেতনে এবে? কি শক্তি প্রভাবে,  
 অজ্ঞেয় যবন দলে, চাহ বিদ্বিভে!  
 কই বঙ্গে এক মন—কই এক প্রাণ,  
 কই এক কলেবব—কই এক ইচ্ছা,  
 সকলিত দেখি, এবে ভিন্ন পবম্পর।  
 থাকিলে একতা বত্ন, তোমাদের ঘরে,



কতু বি পশিণে পাবে, ছবস্ত যবন,  
 সান্য ভাবে—বঙ্গ ? সুবর্ণ আবাসে ?  
 শূণ্য সদৃশ ভীম, তোমবা সবলে,  
 গমন গগণে হেঁচি—সপ্তদশ মাত্র,  
 পনালে পবন নব, স্বর্ণ গহ ত্যজি ।  
 তোমবা শিখিল মন একতা বিহীন,  
 সান্য কাবনে সবে, হও ছত্র ভঙ্গ,  
 গণা বহুনিবা বাশি, সমীপে স্রোতে  
 চ'দিদিকে বিতাড়িত, নবন পণকে ।  
 যানব অন্তর বাশি—একতা সংবৃত,  
 হচল সমান গুব, জানিবে নিশ্চয়,  
 বলা দটনা ব্যপ ঘোর ঝঞ্ঝাবাত,  
 বহু বি চাত্তে পাবে, অণুমাত্র তাহা  
 ন' থাক শারীর বল—যদিও সেবল  
 বাঞ্ছনীয়, বিশেষতঃ এ সঙ্কট কালে,  
 অসাম্য সুসাধ্য হ', থাকিলে একতা ।  
 যদিপি বাঞ্ছালি মন—স্মরণ অতিশয়,  
 ক্রমে ক্রমে, একে একে, হয় সম্মিলিত  
 বরনে তাডাতে বল, লাগে কয়দিন ?  
 নামান্য লতিকা তন্তু বিনির্মিত রজ্জু,  
 প্রমত্ত মাতঙ্গে নাহি, পারে কি বাধিতে ?  
 নাবে কি রাখিতে তাহে, আপনাব বশে  
 দুঃখল বাঞ্ছালি মন, আ-ও দুর্বল,

একতা বন্ধন বিনা, হইয়াছে এবে ।  
 বিচ্ছিন্ন অন্তররাশি, তোমাদের বাছা !  
 কঠোর তপস্যা বলে, কর একত্রিত ;  
 সুন্দ উপসুন্দ কাছে, শিখহ সকলে,  
 কিরূপে লভিতে হয়, একতা বতন ।  
 উক্ অসুর তারা, হউক অনার্য্য,  
 য গুণ মণ্ডিত ছিল, অন্তব তাপের,  
 নহে তাহা আশুরিক—অনার্য্যের ভাব :  
 স ভাব স্বর্গীয়, তবে কিবা ক্ষতি বল,  
 শিথিতে সে দিব্যভাব, অসুর সমীপে ?  
 বঙ্গ ঘরে ঘরে সবে, প্রতি জনে জনে,  
 পরহ একতা হার, যতন কবিয়া ;  
 যাহার প্রভাবে যত, অশিব নিদান,  
 একে একে চলি যাবে, বঙ্গ গৃহ হতে ।

ইতি চতুর্থ কাণ্ডে প্রথম সর্গ সমাপ্ত ।



# সুপ্রভা ।

## চতুর্থ কাণ্ড ।

### দ্বিতীয় সর্গ ।

ভাজি সে পাদপতল, চলিছে হুজনে,  
দেখিতে দেখিতে, কত কামন-সৌন্দর্য্য,  
ভাবিতে ভাবিতে, দেব দধীচি-চরিত্র,  
নিঃস্বার্থ পরোপকার, যেইকপ ঋষি,  
প্রকাশেন ভবধামে, নাহি অনুকপ ।  
—স্বর্গীয় স্বজাতি প্রেম— স্বজাতি মমতা,  
না থাকিলে, না সংঘটে, সম্পদ ধরায় ।  
একপ ভাবিছে কত, হেবিছে কতই,  
হেন কালে দেখি, এক বিশাল প্রাসাদ,  
মহা সমাবোধ কাণ্ড, হতেছে তথাষ,  
যেন কোন মহোৎসবে, মত্ত পুরবাসী,  
চারি দিকে নৃত্য গীত—মানস মোহন,  
হতেছে দর্শক বৃন্দ, দেখিছে শুনিছে ।  
বাজিছে মধুব বোলে, বিবিধ বাজনা ।  
ফিরিছে ভ্রাক্ষণ কত, ব্যাঞ্ছে চারি দিকে,  
নাগরিক জন সবে, প্রহ্লাদ হৃদয়,

না ধবে আনন্দ আর, কাহার অন্তবে,  
 তাই যেন মাঝে মাঝে, স্বর-পথ ধরি,  
 বাহিবিছে সে আনন্দ, গভীর নিকণে ;  
 জাহ্নবী সলিল পূর্ণ, মঙ্গল কলস,  
 কদলীর পদতলে, আছে দ্বাবে দ্বারে,  
 সব কাব পত্রমালা দ্বাব উদ্ধদেশে,  
 হিলিমিলি, হিলিমিলি, দোলে বায়ু ভাবে ।  
 প্রাসাদ প্রাঙ্গণে, পশি তাপসেব মনে,  
 নিরখিহু নভা, এক মনোহর অতি ।  
 মনোজ্ঞ ভূষণ বাসে, সাজ মন সুখে,  
 কত শত জন, তথা কবিছে বিবাহ ।  
 শূন্য রাজসিংহাসন—সুন্দর সজ্জিত,  
 কাহার প্রতীক্ষা, যেন কবিছে আগ্রহে ।  
 হেন কালে, বৃদ্ধ এক হৃষে সন্মগত  
 জনৈক সভার শির, কবিল আশীর্বাদে,  
 দুর্গা, ধান্য, পুষ্পাঞ্জলি, দিয়া শিখরদেশে ।  
 বসাইলা তাঁহে, বৃদ্ধ সিংহাসনে পাশে ।  
 অমনি বাজনা নানা, উঠিল বাজনা,  
 মধুর সুবোলে, করি পূর্ণ দশ দিন ।  
 ছত্রধারী রাজছত্র, ধরিয়া কে,  
 চামরী সুভালে তালে, ঢুলু ঢামর ।  
 গাইল সুস্ববে বন্দী, রাজগুণ গীত ।  
 মহোজ্ঞাসে পূজিয়া, দিল হরিবোল ।

নিরখি সে সব কিছু, নারিহু বৃষ্টিতে ।  
 হেন কালে, তাপসেজ্জ ধরি মম কর,  
 বাহিরিলা ক্ষতপদে, সে প্রাসাদ হতে ;  
 আবার চলিহু, সেই কাস্তার মাঝারে,  
 কৌতূহল শিখা, মনে লাগিল জলিতে ।

কতক্ষণ পরে, হেরি, নৃপতি আসনে,  
 মহা সমারোহে, যিনি উঠেন আনন্দে,  
 জরাগ্রস্ত যেন তিনি—বিকৃত শরীর,  
 অনন্ত পল্লব শাখ, পাদপের তলে,  
 নীরবে আছেন বসি, সচিস্ত অন্তরে,  
 জিজ্ঞাসিহু ঋষিবরে, কাতর বচনে,  
 কহ দেব ! কৃপা করি, এ সব রহস্য ।

উত্তরিলো বিজ্ঞোত্তম, শুন বাছা ! কহি,  
 অদ্বুত রহস্য, যাছা হেরিলে এ বনে ;  
 আছেন ষষ্ঠাতি নামে, নৃপ—মহীমান,  
 চন্দ্র বংশ,-অবতংস, ভূপাল কেশরী,  
 বড় ভাগ্যবন্ত রাজা—বহু পুত্র তাঁর—  
 নৃপবন্ত—শুণবন্ত—সুস্থ কলেবর ।  
 সুপণ্ডিত সুত সবে, চৌষটি কলায়,  
 সমর দুৰ্দ্ধম চির অরিকুল-দ্রাস ।  
 নৃপতি অপূত্য় ব্রহ্ম—অতি বলবতী,  
 সবার উপরে, সদা ছিল সম ভাবে ।  
 সর্বদা স্মৃতিপুত্ৰ, অস্তর,

ভোগ সুখ ইচ্ছা কিন্তু, আছিল প্রবল ।  
 অনিবার্য জবা কাম, ধরিণ নৃপাণে  
 তথাপি ভোগেচ্ছা তাঁর, বহে সম ভোগ  
 তথা তাঁর কলঙ্কিত—ভোগ তৃষ্ণা  
 তাই নৃপ স্ততগণে, ডাকি এক দন,  
 আপন অন্তর কথা, কহি জনে জনে,  
 মার্গল যৌবন, নিজ জবা বিনিময়ে  
 নৃপশি প্রস্তুত, কেহ না হয় সম্মত  
 কেবল কনিষ্ঠ স্ত্রী, পুত্র মহামতি,  
 পিতৃ জবা বিনিময়ে, আপন যৌবন  
 স্বয়ম্ আনন্দে দিতে, কবিলা স্বীকার ।  
 পুত্র শিড়ভক্তি হেবি, নৃপতি যথাতি,  
 বিশ্বাস আনন্দ এসে, হলেন আশ্রিত,  
 প্রকৃত অন্তরে তবে পুত্রের যৌবন  
 কবিলা গহণ নৃপ জবা বিনিময়ে ।  
 কাজলা অবনী নাথ, কুমার মধোদন  
 মোহ শত্রু প্রিয়তম । কবিলে প্রকাশ,  
 গাঁবী ম পাঠে তাব যোগ্য পুত্রস্বায়,  
 কবিত্ব প্রতিজ্ঞা বাছা ! তোমা সন্নিবানে,  
 তোমারে কবির রাজা উপযুক্ত কালে,  
 অহ যে পুত্রস্বয় —জরাজীর্ণ তরু,  
 উপাধি নিবোধিলে, আশা তরুতলে,  
 তিনি সেই মহা ~~কলঙ্কিত~~ নন্দন,

পিতৃপুত্রি হেতু, দিয়া আপন যৌবন,  
 পুরুষ কয় কবী, জরা গ্রস্ত এবে ।  
 প্রথমে দেখেছ, অই পুরুষ বতনে,  
 আরোহিতে রাজাসনে, যযাতি প্রসাদে ;  
 দেখিয়াছ সমাবোহ, দেখেছ উৎসব,  
 সে কেবল পুরু-বাজ্য অভিষেক হেতু ।

জিজ্ঞাসিহু তাপসেজ্রে, না পাবি বুঝিতে,  
 আপনার কথা দেব ! দেহ বুঝাইয়া ;—  
 কিরূপে করিল পুরু, জরা বিনিময়,  
 আপন যৌবন দানে ? অসম্ভব কথা !  
 আপন যৌবন কেহ, দিতে পারে অন্যে ?  
 না বুঝিহু গুরুদেব ! এ গুঢ় রহস্য ।

উত্তরিল ঋষিবর, সতকণ ভানে,  
 সত্য সত্য বটে, বাছা ! এ বড় আশ্চর্য্য ।  
 অপত্য যৌবন সহ, জরা বিনিময়,  
 করেন যযাতি ভূপ, প্রসিদ্ধ ভারতে ।  
 কিন্তু এ কপক বাক্য, জানিবে নিশ্চয় ।  
 ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম, বুঝে যেই জন,  
 সেজনে সৌভাগ্য দেনী, করে আলিঙ্গন ।  
 ছিলেন যযাতি ভূপ, অতি সুপণ্ডিত,  
 মানব প্রকৃতি, তৎ, নিগূঢ় বিষয়ে,  
 ভাবিলা—অপত্যগুণ, সবে গুণবান,  
 সবেই পণ্ডিত, তৎ, সৎকর্ম্মনিপুণ,

সম-স্নেহ নীড়ে, যত্নে, সবাই পালিত,  
 কেমনে সাম্রাজ্য-ভাব, দিব জ্যেষ্ঠ স্ত্রে ।  
 যদ্যপি সাম্রাজ্য মম, করি সম অংশ,  
 এক এক অংশ দিই, এক এক স্ত্রে,  
 তা হলে নিশ্চয় বাজ-শাসন-সুদৃঢ়,  
 বাজশক্তি—প্রতিহত নহে যাহা কভু,  
 একত্ব বিচ্ছেদ হেতু, হইবে শিথিল ,  
 তা হলে নিশ্চয়, আসি চারিদিক হতে,  
 বিপক্ষ নৃপতি কুল, অবোধে—সহজে,  
 এমন সাম্রাজ্য মম, কবিরেক গ্রাস ।  
 হেন মহা চিন্তার্ণবে, পড়ি ভূপালেন্দ্র,  
 হলেন আকুল কুল, পাইবাব তরে ।  
 দিন, পক্ষ, মাস, কত, হইল নিগত,  
 তথাপি নৃপাল, নাহি পাইলেন কুল,  
 শেষে নবপতি, এক পাইলেন তবি,  
 সে তবি আবোধি, হন সে সাগর পাব ,  
 ভাবিলেন—সুতগণ উপনীত এবে,  
 বিবম নৌবন কালে , এহেন দশাব,  
 ইচ্ছিয় সেবন সুখে, হবে যে বিমুখ,  
 তাহারে ববিব, মম বিশাল সাম্রাজ্যে ।  
 ভ্যজিতে যৌবন সুখ, চাহে যদি সবে,  
 বিভাগি সম্মান অর্থ, ~~সাম্রাজ্য~~ ~~বাজ্য~~  
 এক এক অংশ, একে ~~সুদৃঢ়~~ অর্পণ ।



খাবিতে উপাধ নানা, জেজব ধবাব,  
 বিবর্ত ইন্দ্রিয় স্থখে - বিরত বিলাসে,  
 সেই জন নরশ্রেষ্ঠ - ব'র চূড়ামণি,  
 বিষম যৌবন কালে, থাকিতে প্রভুহ,  
 থাকিতে বিখ্যাত বন - থাকিতে সম্পদ,  
 বেজন বিলাস শূন্য - সংসৃত ইন্দ্রিয়,  
 সেইত মানব মণি - বীর অগ্রগণ্য,  
 তাঁব কাছে রাজ লক্ষ্মী, সতত অচলা ।  
 থাক দূরে মব বৃন্দ, অমর বাহাবা,  
 তাহারা ও নাহি পাবে, লইতে সবলে,  
 বাজ্যধন, সেই নব-সিংহ হস্ত হতে ।  
 এতেক ভাবিনা নৃপ, ডাকি স্ততগণে,  
 একে একে জিজ্ঞাসেন, জরা বিনিময়ে,  
 কবিত্তে যৌবন দান, কবতলে তার,  
 যৌবনে বান্ধকা, মাত্র যে কপক মন্থ ।  
 পুরু ভিন্ন কোন পুত্র, না হয় লক্ষ্যত,  
 তাজিতে যৌবন স্থব, নৃপতি প্রস্তাবে,  
 তাই নরসিংহ পুরু, জনক আদেশে,  
 অসার যৌবন স্থখে, দিয়া জলাঞ্জাল,  
 বুদ্ধ ভাবাপন্ন হখে, সংসৃত অন্তবে,  
 কিছু দিন করে বাস, আশা তকতলে ।  
 মল তাঁর অবগত, নহে কলেবব ।  
 কিন্তু মল ভাবাপন্ন হইবে প্রকাশ ।



জরাগ্রস্ত পুরু সম, নিশ্চয় সে পুত্র,  
প্রভূত প্রভুত লভে, সবার উপরে ।

এত কহি ঋষিবর, হইলা নীবব,  
কণেক সচিব থাকি, আরস্তিলা পুন ;—  
তোমরা বাঙ্গালি, তবে বিলাস উন্মত্ত,  
ইন্দ্রিয় সেবন সুখে, রত অহুক্ষণ ।

কোথা জরাগ্রস্ত মন, বঙ্গ নিকেতনে ?  
কিরূপে যৌবনে জরা, হয় সংঘটন,  
শিথ অগ্রে পুরু কাছে, কঠোর সাধনে ।  
কোথা বঙ্গে আছে বীর—সংঘত ইন্দ্রিয়,  
সামান্য যৌবন সুখে, বিরত সর্বদা ?

যিনি, বঙ্গ অধীশ্বর, প্রকৃতি শাসন,  
বার ধর্ম—মনাতন, দেখিলে ত তাঁর,  
ইন্দ্রিয় সুখের ইচ্ছা, এ বুদ্ধ বয়সে ;  
সে স্বধ কুরার পাছে, ববন সমরে,  
তাই অতি চুপে চুপে, তরুর সমান,  
বঙ্গ সিংহাসন ত্যজি, পলাইল কোথা ।

তাইবলি গুললক্ষি, কৃতবাসে সবে,  
পুরুষ চরণ তলে, পড়ি ভক্তি ভাবে,  
ঐন্দ্রিয় সংযম মন্ত্র, চাহ উপদেশ ।

সেই মন্ত্রবলে সরে, বঙ্গ ঘরে ঘরে,  
এক এক পুরু, ঘোর তপস্যায ।

বিনা যৌবন মনোবৃত্তি,  
নাহবে সুসিদ্ধি । কহিলেন ঋষি ।

ইতি চতুর্থ কাণ্ডে দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

## সুপ্রভা ।

### চতুর্থ কাণ্ড ।

#### তৃতীয় সর্গ ।

চলিত্ত আবার সেই, অরণ্য প্রদেশে,  
জ্ঞানেস্ত্র তাপস সনে, চিন্তাকুল মনে ।  
ভাবিত্ত, অশ্বি প্রদ, বিলাস প্রিয়তা,  
যাহার প্রতাপে, লুপ্ত ধরম, কবম,  
উচ্চ আশা, মহুয্যত, আদি মহারত,  
অধঃপাত ফল যাব, চির অমুচর,  
যাহার কুহকে নর, স্ববগ হইতে,  
ভয়াল নরক কুণ্ডে, হয় নিপতিত ।  
হেন কালে নিরখিত্ত, গভীর সুড়ঙ্গ,  
সে সুড়ঙ্গ ধরি দৌছে, হুত্ উপনীত,  
নিব্রতর দেশে এক, নরন পলকে ;  
পার্থিব আকাশ, দেশ, রবি, চন্দ্র, ভাবা  
কিছু না, লক্ষিত হয়, সে নিভৃত বৈ  
মাঝে মাঝে দীপ্তমণি, জলি সমুদ্রান,  
ঘোর অন্ধকার রাতি ~~করিতোহু হব~~  
চক্ষু মরান ~~করিতোহু হব~~ তখন

হেন কালে হেরি, এক তরুণ যুবক,  
 শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইয়া, করিছে অর্চনা,  
 ভুবন মোহিনী, এক সীমন্তিনী রত্নে,—  
 মস্তক উপরে যার, অর্ধ বৃত্তাকারে,  
 ফলিত স্বরগ-ভাতি—অপ্রাপ্য ধরায় ।  
 সন্তোষ নম্রনে চাহি, সে রমণী মণি,  
 কহিলা কি যুবকেবে, নারিহু বুঝিতে ।  
 শেষে বামা সিঞ্চিলেন, চারি দিকে বাহি,  
 সলিল পরশে, হেবি, কত শত জন—  
 সামগ্রিক বেশে সবে—মহা কোলাহলে,  
 অবনী হইতে উঠি, ছাইল সে দেশ,  
 যেন কোথা হতে, কোন ঘোর রণ ক্ষেত্র,  
 উগনীত আসি তথা, কুহক প্রভাবে ।  
 বিশ্বস্ত আতঙ্ক ভবে, হইহু অধীর ।

দয়ানিহু তাপসেজ, ধরি মম হস্ত,  
 বাহিরিয়া তথা হতে, সে স্ফুট দিয়া,  
 এক সরোবর তটে, আসি উগনীত;  
 বলিহু সরসী তীরে, আমরা হুজনে ।  
 জিজ্ঞাসিহু কত কণে, তাপস রতনে,  
 কত দেব! কৃপাকরি, কি কাণ্ড হেরিহু—  
 কাহারি রমণী আই? কে বা সে যুবক?  
 কৈশিক-সেনা উপজিল?


উজ্জ্বল! পিঁপড়, কঁকর, বচনে,

বড়ই অদ্ভুত কথা, গুন বাছনি !  
 আছিল সগর নামে, নরপতি এক—  
 সূর্য্যবংশ অবতংস—রাজেন্দ্র কেশবী,  
 প্রতাপে আদিত্য সম, বুদ্ধে বৃহস্পতি,  
 ঐশ্বর্য্যে কুবের, যেন আগত ধরায় ,  
 বড়ই ঐচ্ছিক ভূপ, ধর্ম্মশীল অতি,  
 একে একে বাহুবলে, অবাধে ভূপাল,  
 উনশত অশ্বমেধ, যজ্ঞ সমাপিষা,  
 শততম মহা-যজ্ঞে, হলেন দীক্ষিত ।  
 শত অশ্বমেধ যজ্ঞ, অবনী তিতরৈ,  
 অবাধে সমাধা করে, যেই মহামতি,  
 সে লভে ইন্দ্রক পদ, শাস্ত্রের বচন ।  
 শততম অশ্বমেধ, আরজিলা ভূপ,  
 স্বরূপে অমর পতি, হলেন চিন্তিত,  
 অধিকারে স্বর্গ পাছে, সগর নৃপতি ।  
 ছুটিল যজ্ঞের অশ্ব, ঘোর পদ শব্দে ;  
 কোণে সে অশ্ব, চুরি করি, অমরেন্দ্র,  
 পাতালে কপীল ষথা, ধ্যান-নিমগ্ন,  
 তথায় রাখিল লয়ে, তরুতলে বাধি ।  
 আছিল সগর ষষ্টি সহস্র লক্ষন—  
 সবাই পরম বোদ্ধা—অজ্ঞের সময়ে,  
 ঘোটক অশ্বষি সবে, ~~অনি~~ নানা স্থান,  
 উপনীত হই আনি—

দেখিও —কপীল যথা, তপস্যা মগন,  
 তথায় সে স্বপ্নবৎ, বদ্ধ বৃক্ষ মলে,  
 মাগিলা সগব সুত, কপীল সমীপে,  
 ছাড়ি দিতে বস্ত্র অশ্ব, ক্ষণ না বিলম্ব,  
 কিন্তু মৌনবতী সেই তাপস প্রনব—  
 সতত সংযত বাক, না দেন উত্তর ।  
 মহাবোবে, স্তম্ভগণ তাপোধানে লাহি,  
 যেমতি নোচতে গেলা, ঘোটক বন্ধন  
 অমনি কপীল কোপে —ধ্যান ভঙ্গ জাত,  
 হইল সগন স্তম্ভ, প্লাড ভস্ম বাশি ।

এদিকে সগব নৃপ, নিবধি বিলম্ব,  
 আপান বারিহ হন, অশ্ব অশেষণে,  
 নানা দেশ, জনপদ, করি পযাটন,  
 উপনীত হন আস, কপীল যথায় ।  
 নিরখি তাপস বরে, বিনয় বচনে,  
 সুধাইলা নবপতি, ঘোটক সংবাদ ।  
 কহিলা কপীল দেব, আমূল ঘটনা,—  
 তুরঙ্গ বক্ষকগণ, কোন্ তপসাধে,  
 পড়ি তাঁর কোপানলে, হয় ভস্মবাশি ।  
 শুনি সে যাত্রতা ভূপ, শোকাকুল অতি,  
 সাষ্টাঙ্গে লুটিয়া পড়ি কপীল চরণে,  
 ব্রহ্মচর্য ন্যসে, 'হ, তাপস বন্দনা,  
 উব, স্তুতি, যা পিণ্ডের কল্প দিতার আশে ।

প্রসন্ন হলেন মূনি, নমস্কারে স্তবে ;  
 উত্তরিল। ঋষিগণ, শুনত বাজন্ !  
 না নুঝি সন্তান তব, নাহিল আশায় :  
 না হক কমিহু আমি, অপরাধ যত,  
 কিন্তু বাচ হৈতে সবে, নাহি শক্তি মম ;  
 তবে এক কথা বলি, শুন দিয়া মন,  
 বৈকুণ্ঠ বাসিনী গঙ্গা, যদ্যপি রাজন্ !  
 কোন রূপে এই স্থানে, পাবহু আনিতে,  
 তা হলে অপত্য তব, পাইবে উদ্ধার,  
 এত বলি দিল। ঋষি, ভূপালে বিদায় ।

উদ্ধারিতে বংশধবে, সগর ভূপেন্দ্র,  
 দিব্যানিশি হন রত, গঙ্গা আরাধনে ;  
 কঠোর তপস্যা হেন, না গুনেছে কেহ,  
 ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা আদি, বিবর্জিত নৃপ ।  
 বিগত জীবন শেষে, ঘোর তপস্যায়,  
 তথাপি স্নাহরী দেবী, না হন প্রসন্ন ।  
 আনিবারে সুরবুনী, এ বিশ্ব সংসারে,  
 কতই পুরুষ গত, হইল একরূপে ।  
 বিপন্ন সগর কুল, করিতে উদ্ধার,  
 জনমে সগর বংশে, দিব্য পুত্র এক—  
 ভগীরথ নামে, যিনি বিখ্যাত ভারতে ।  
 না হতে যৌবন,    
 পূর্ব পিতৃপিতৃপিতৃ, অধোগাত,



সবার অজ্ঞাত সাবে, তাজি বাজপুৰী,  
 নিযুক্ত করেন মন, ঘোর তপস্যায়,  
 সুরধুনী রূপা কণা, পাইবার আশে ।  
 বাত্রি, দিন, পক্ষ, মাস, বর্ষ, কত গত,  
 তথাপিহ মনোবথ, না হয় পূরণ ।  
 বিফল হইতে তপ, যতই দেখিলা,  
 ততই অধিক যত্ন, অধিক আধাসে,  
 সে ঘোর সাধনা বত, হলেন কুমার ।  
 শেষে দেবী সুরধুনী—কলুষ নাশিনী,  
 প্রসন্ন হলেন অতি, ভগীবথ প্রতি ।  
 কুমার সংহতি দেবী, প্রবেশি পাতালে,  
 উদ্ধারেন অভিশপ্ত সগর-সন্ততি ।

অই যে স্রুডঙ্গ দিয়া, পশেছিহু স্বধা,  
 সেই ত পাতাল পুৰী—বাসকী সাম্রাজ্য,  
 তথার হেবেছ, যেই কুমার রতনে,  
 তিনি ভগীবথ—নববংশ অবতংস,  
 সীমন্তিনী—সুরধুনী ; সেনাদল সেই,  
 সগর নন্দন সব, বুঝহ রহস্য ।  
 ভগীরথ-সুচরিত্র, দেখহ বিচারি,  
 এ হেন অপূর্ব পিতৃপুরুষ ভকতি,  
 মিলে কি সংসারে বাছা ! দেখহ বারেক ?  
 যে মহারাজ ভগীরথ, তাই শ্রবণ,  
 কপীলেব অভিশপ্ত, তথৈব কল ।



কোন অধস্তন বংশে, জানিবে নিশ্চয়,  
স্বকঠিন কার্য্য সেই, হয় সম্পাদিত ।

এত কহি বিজবদ্র, হলেন নীরব,  
ক্ষণকাল মোঁন থাকি, আরুত্তিলা পুন ,—  
তোমরা বাঙ্গালি, কোথা পূর্বপিতৃভক্তি,  
তোমাদের মাঝে ? কই নাহি কোন স্থানে ।  
থাকিলে কি পিতৃভক্তি, বঙ্গের এ দশা ?  
ভকতি বিহীন হবে, প্রমাণ ইহাব,  
পাইলে ত আজি, সেই খিলিজি সভার ।  
থাকিলে কি পিতৃভক্তি অণুপরিমাণে,  
কতু কোন বঙ্গবাসী, বাঁচাতে পরাণ,  
গ্রহণ করিত, সেই যবন ধরম,  
তাজি দিব্য আর্ধ্যধর্ম—তাজি বিজকুল ?  
ভুলেছ প্রাচীন কীর্ত্তি—পূর্ব পিতৃভক্তি,  
যবন এ বঙ্গে তাই—তাই অধীনতা ।  
শিখ সবে একমনে, ভগীরথ কাছে,  
পূর্ব পুরুষ প্রতি, দিবা ভালবাসা ,  
বাহার প্রভাবে হবে, সিদ্ধ মনোরথ,  
এক হই কিংবা বহু, অধস্তন বংশে ।

ইতি চতুর্থ কাণ্ডে তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ।

## সুপ্রভা ।

### চতুর্থ কাণ্ড ।

#### চতুর্থ সর্গ ।

চলিছে আবার, সেই কানন ভিতরে,  
ভাবিলাম—পিতৃভক্তি—সম্পদরক্ষিণী,  
অধুনা বিলুপ্ত প্রায়, বন্ধ নিকেতনে,  
আসিবে সে দিন কবে, বন্ধ স্বর্ণ গৃহে,  
যবে সবে পিতৃভক্ত, হবে ঘবে ঘবে ?  
যবে অনর্থক পূর্ব পুরুষ স্মৃতি,  
অরিয়া এ বন্ধ মন, হবে বিগলিত ,  
কবে হবে ভগীরথ, হবে জনে জনে ?  
কবে স্বাধীনতা রূপ, ত্রিতাপ নাশিনী,  
পদ্মা, আসি গৃহে, তপস্যা প্রভাবে,  
যবন দাসত্ব শাপ, করি বিমোচন,  
উদ্ধারিবে বঙ্গবাণী—বৃদ্ধ বঙ্কেশ্বরে,  
কলক পাতাল হতে ; এইরূপ চিন্তা,  
কত উঠিতেছে মনে , হেন কালে দেখি,  
বিশাল প্রাসাদ এক, ঠৈলেন্দ্র শিখরে ।  
তাপন প্রসাদে তথা. হইল উপনীত,  
হেরিছ সে স্থান, দিগ্গজৈন দেহধারী  
চাবি দিকে ঠৈলেন্দ্রনাথ, মল্ল মস্তকে,

উদ্ধ শিরে দাঁড়াইয়া, আছে নিরস্তর :  
 অভেদা প্রাণীর যেন, থাকি চাবি পাশে,  
 বসিছে সে দিব্য পুৰী, অনন্ত সময় ।  
 নানাজাতি তকলতা—দ্বিব্য রূপ ধারী,  
 ফলে ফুলে শূশোভিত, আছে গুল্লফন,  
 কাহাব কি নাম তাহা, না জানি কহিতে ।  
 বিবিধ বিহঙ্গ জাতি, পবন উল্লাসে,  
 উপবেশি তরুশাখে, কবিত্তে গান  
 হিংসা হেব আদি নীচ প্রবৃত্তি নিচয়,  
 কোথাও সন্নিহিত নাই, হয় সেই স্থানে ।  
 শত্রু ভাব বিহব, নানাজাতি পশু,  
 সানন্দে কবিত্তে কেলি, পবনসদ ।  
 নিবন্ধিত কত স্থানে হ্রদ—স্ববিস্তৃত,  
 নিম্নল সলিল পূর্ণ—ক্ষটিক সমান,  
 মাঝে মাঝে, দূবে দূবে, নানা জাতিপদ—  
 কেহ নীল, কেহশ্বেত, কেহ বা বক্তিম,  
 হ্রদ বক্ষে, ফুলমুখে, কবিত্তে বিবাজ  
 কত শত শ্রোতস্বতী—কুদ্র কলেববা,  
 হ্রদের শবীর পুষ্ঠ, কবিত্তে নিয়ত,  
 সংগ্রহি সলিল রাশি, নানা স্থান ধরে ।  
 এই রূপ কতগোচর—চিত্ত বিমোহন,  
~~নিবন্ধিত কবিত্তে~~ ৪২ সে বন্য প্রদেশে,  
 সামান্য কলঙ্ক ~~নামক~~ লেখনী,

দীন আমি নাহি পারি, বর্ণিতে সে শোভা .  
 বর্ণিতে পণ্ডিতে চাবে, সে স্বর্গীয় শোভা,  
 কেমনে বলিবে তাহা, দীন হীন চাষা ?  
 প্রাসাদ চৌদিকে, হেরি অমূল্য রতন,  
 বিবিধ প্রকার মণি—ভুবন ভূর্ণভ ।  
 চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত, সূর্য্যকান্ত আদি,  
 গণে কয় প্রকার মণি, আছে ধবাতলে,  
 তাহাভিন্ন, কতমণি—বয়েছে তথায়,  
 না পাই খুঁজিয়া নাম, মানব ভাষায় ।  
 ধরামাঝে এত বাজা—রাজ চক্রবর্তী,  
 কাহার ভাঙাবে আছে, হেন দিব্যমণি ?  
 কিন্তু তথা, এক এক বতন-পর্কত,  
 বয়েছে প্রাসাদ, বেষ্টি কি আব কহিব ।  
 সুবর্ণ বজ্রত আদি, মহামূল্য ধাতু,  
 ঘাহার গৌরব এত, এবঙ্গ ভবনে,  
 নাহিক কাহার মান, বুঝিহু তথায়,  
 সমস্ত প্রাসাদ, অই ধাতু বিনির্মিত ।  
 নিবখি সে স্থান, কত লাগিহু চিন্তিতে,  
 যেন সেই স্থান, বিশ্ব লক্ষী নিকেতন ,  
 যেন দেবী—সচঞ্চলা প্রসিদ্ধ সংসারে,  
 কোন স্থান, ত্যজিবার কালে, বাছি বাছি,  
 আনি রত্ন, রাখিয়াছে, রম্য প্রদেশে ,  
 প্রাসাদ-তোরণ দেখে  
 বিতরিছে কত অর্থ সমাধি ।

প্রাসাদ অদূবে হেবি, জনৈক সন্ন্যাসী,  
 সঙ্গে এক সন্ন্যাসিনী—যোডশী যুবতী,  
 পনিধানে বাঘাধব, জটা জুট ধাবা,  
 অঙ্গে ভদ্র বিদ্যোপন, কণ্ঠে অস্থি মালা,  
 ত্রিশূল, ডম্বুব, শিঙ্গা বহিরাছে পড়ি ।  
 অদূবে গিচবে এক রঘুভ—বলিষ্ঠ ।  
 সজ্জিত সামান্য বেশে, সজ্জিনী তাঁহাব ।  
 অতুল ঐশ্বর্য বাসি, বয়েছে তপাধ,  
 তথাপি তাঁদের হবি, সে সামান্য বেশ,  
 এতট বিস্মিত হই, না জানি কহিতে,  
 মন্থন্য তাপসমণি, বুঝি মন ভাব,  
 তথাহতে লয়ে মোনে, হনেন বাহিব ।  
 ক্রমে আসি, এক দিবা মনোজ্ঞ প্রদেশে,  
 বসিলাম শিলাতলে, বৃক্ষব ছায়ায় ।

ক্ষণক নীববে থাকি, তাপসে সম্বোধি  
 জিজ্ঞাসিহু কহ দেব । নিগূঢ় কথা,—  
 ভূধর প্রমাণ, এত বিপুল বতন,  
 এক স্থানে, কেন আছে, হয়ে সুপূজ্য ।  
 কেন বা সামান্য বেশে, পুরুষ প্রকৃতি,  
 থাকিতে বিভব এত—অতুল জগতে ?

উত্তর কবিলা ধ্বনি, সক্ররুণ ভাষে : -  
 শুনহ নিগূঢ় ত - বড়ই অদ্ভুত,  
 কর আচরণ,  
 হুথ, আসিবে ফিরিয়া ।

অই যে হেবিলে পুরী, অচল শিখবে,  
 কৈলাস বলিযা উহা, খ্যাত ত্রিভুবনে,  
 নিবসেন স্তখে হব, গৌরী সহ সখা,  
 দৌণ্ডাব সামান্য বেশ, হেবিয়াছ বাছা ।  
 মাহেশ ঐশ্বর্য বাশি, বাষাছ অদবে,  
 নিত্য কুণ্ডল সদা, নোষা অক্ষ বাক্যে,  
 ন্যায্য মত কবে বাষ সযোজন মত ।  
 দেখহ বিচারি বাছা ! মহেশ চবির  
 থাকিত এতই ধন এতই ঐশ্বর্য,  
 কেমন সামান্য ভাব. নিবসেন সদা,  
 নাহি কিছু অপবদ - অসামান্য ভাব,  
 এত যে প্রাচীন, তবু এবি ভিক্ষা বৃত্তি,  
 কিরি নিত্য দ্বাবে দ্বাবে, লভি ভিক্ষা অন্ন  
 কবেন উদব পূর্তি, আত পূত মনে,  
 আলস্যে সঞ্চিত অর্থ নাববেন বাষ ।  
 যাদের এহেন ভাব, নাহি ধবাধামে,  
 কভুক বিবাজে লক্ষ্মী, তাদের মন্দিরে ?  
 অর্থবল মহাবল, শাস্ত্রের লিখন,  
 সে অথে যে জন কবে, সদা অবহেলা,  
 কোন গুরু কাষ্য, সেই স্থলদর্শী জনে,  
 নিশ্চয় সাধিতে নায়ে, এবিষ ভবনে ।  
 ধবা নায়ে, উচ্চ  
 যে জন সে গুণ ত্যাগে, সেই জন ।  
 বিশেষ এ বঙ্গ যা লভে, অপব্যয়,



সে কপ ধরণীতলে নাহি অন্যদেশে ।  
 উপার্জিত অর্থ হয়, কি কপে সঞ্চিত,  
 কিসে বা সঞ্চিত অর্থ, হয় সংবক্ষণ  
 শিথিতে হইবে অগ্রে, মহেশ সমীপে,  
 বিলাস বিহীন হয়ে, মহেশ্বর সম ।  
 কবহ সঞ্চয় সবে, বিপুল বিভব,  
 এক কপদক বায় যদি ইচ্ছ মনে,  
 বায় অগ্রে শতবার, দেখহ বিচাৰি ।  
 অর্থ না থাকিলে বৃথা জানিবে সকলি,  
 অর্থ বিনা কোন কার্য্য, না হয় সমাধা ।  
 ধূৰ্জটী সমান ধনী, হতে চাও সবে,  
 তা সহ বিলাস শূন্য, হও ঘরে ঘরে,  
 তাহলে অশিব যাবে, আসিবে মঙ্গল ।

এত কহি দ্বজবব, হইলা নীরব ।  
 এহেন সময়ে, ঘোব বিহঙ্গ কুঞ্জে,  
 উঠিল চমকি, নিদ্রা ভাঙ্গিল অমনি ,  
 কুবাইল স্তম্ভ স্বপ্ন, চিবদিন তবে,  
 কোথা সেই তাপসেন্দ্র, কোথা সে অরণ্য,  
 বহিয়াছি সেই পূৰ্ণ প্রাপ্তব মাঝাবে,  
 তাপস বিরহানলে, পুড়িছে অন্তব ।  
 আব কি এজন্মে কভ, না হেবিব তাঁবে ?  
 কব  
 ইতি চতুর্থ ব , অমিয় বচন ।  
 ৪র্থ, আসিবে  
 ইতি চতুর্থ ব , চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ।









